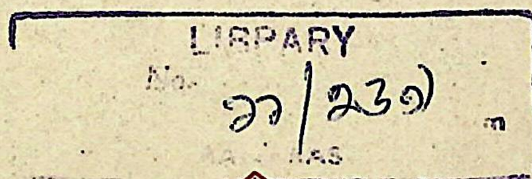
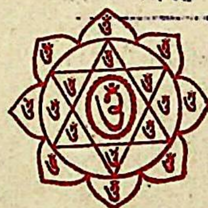
ব্রজনাথ-গাথা

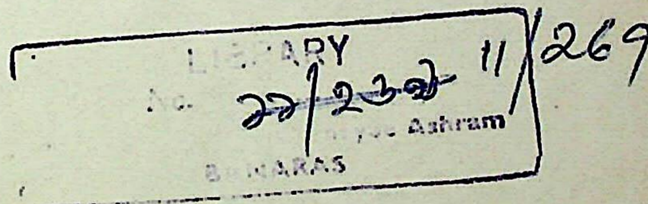




শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

PRESENTED

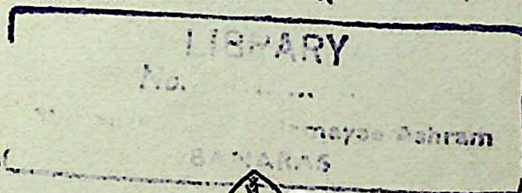


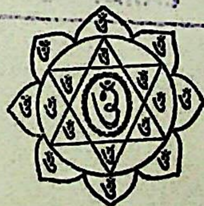
৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ
পোঃ—মান্ধাতা ওঙ্কারজী
চার সম্প্রদায়
নেমার, মধ্যপ্রদেশ
২৩শে বৈশাখ, ১৩৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

কামতোঽকামতো বাপি যৎ করোমি শুভাশুভম্।
তৎ সর্ব্বং ত্বয়ি সন্ন্যস্তং ত্বৎপ্রযুক্তঃ করোম্যহম্॥





ওঙ্কার মঠ
ওঙ্কারেশ্বর
পোঃ মান্ধাতা ওঙ্কারজী
নেমার, মধ্যপ্রদেশ
অমাবস্যা
২৩।১।৬৬

শ্রীভগবদ্দাশরথি দাসানুদাস
সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

রথযাত্রা ১৩৬৯

প্রকাশক :

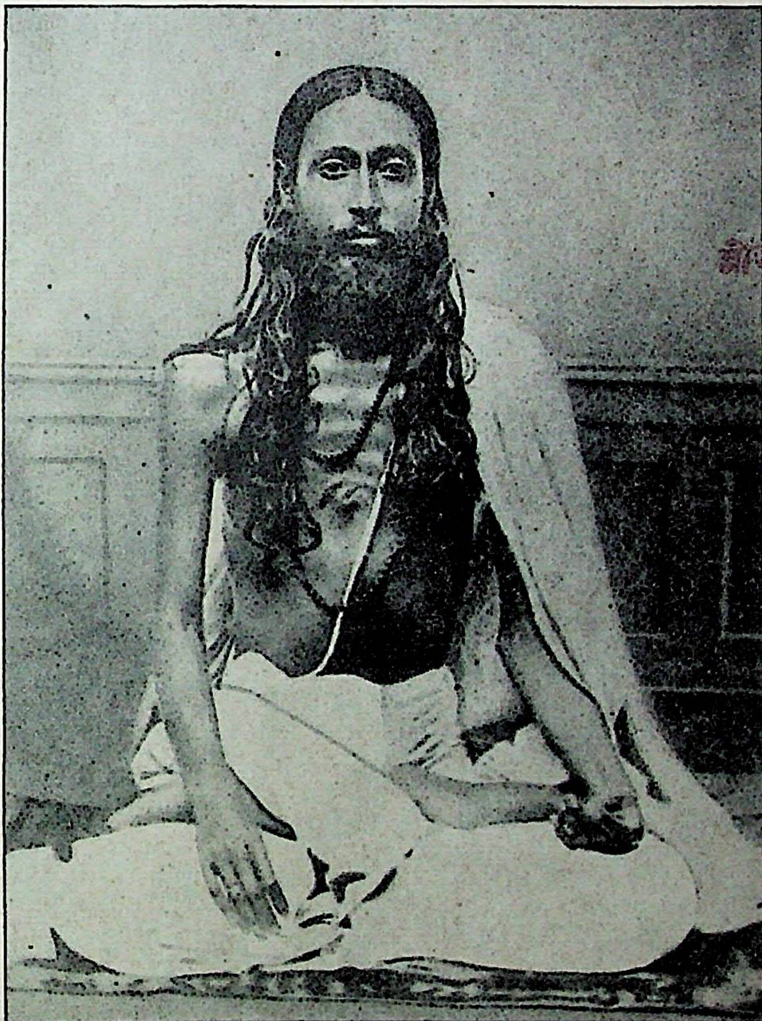
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামাশ্রম
ডুমুরদহ, হুগলী

মুদ্রাকর :

শ্রীরামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়
সার্ভিস্ প্রিন্টার্স্
৫৫।৬৪, কালিচরণ ঘোষ রোড,
কলিকাতা-৫০

মূল্য —৪৷৹

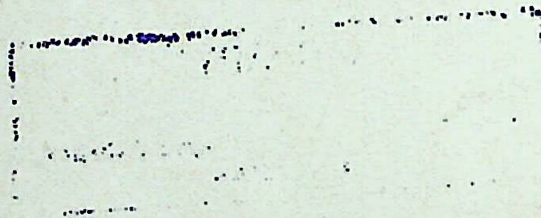
শ্রীশ্রীগুরুদেব ৺দাশরথি দেব যোগেশ্বরের আশীর্ব্বাণী



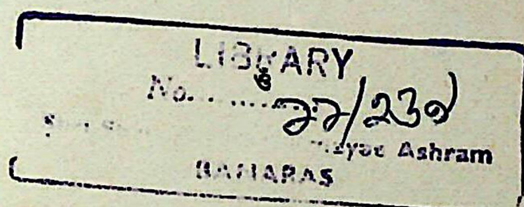
৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

.... শ্রীশ্রী৺মঙ্গলময়সমীপে প্রার্থনা করি, দীর্ঘজীবী হইয়া সত্যধর্ম্মপ্রচার দ্বারা লোকোপকারে নিরত থাক, এবং শ্রীশ্রী৺মঙ্গলময়ের বিশেষ কৃপাভাজন হও।

দিগম্বুই চতুষ্পাঠী ... ই অগ্রহায়ণ, ১৩০... সন



—উৎসর্গ—



চটক পর্ব্বত
শ্রীনীলাচল আশ্রম
২২।২।৬৯

পরমপ্রেমময়—

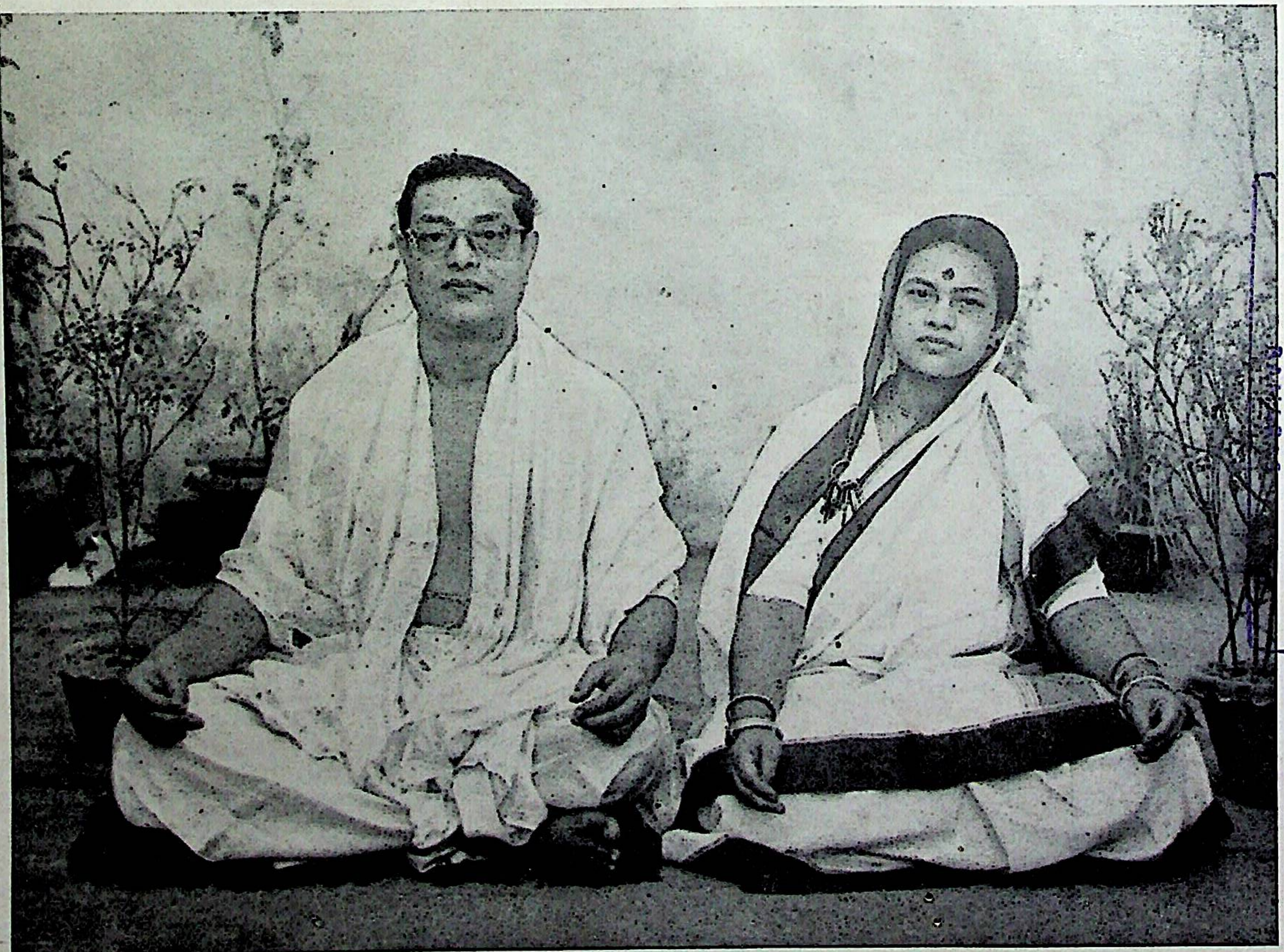
শ্রীমান্ জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীমতী অপর্ণা দেবী

করকমলেষু

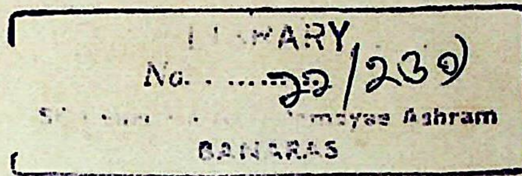
বাবা দেবানন্দ, মা পদ্মা !
তোদের পবিত্র নামে এই ব্রজনাথ-গাথাখানি উৎসর্গ করলাম।
তোদের অন্তরাত্মা তৃপ্ত হৌন।

বৃন্দাবন
৺পুরীধাম
২২শে জ্যৈষ্ঠ
১৩৬৯

ওঙ্কার



শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী অপর্ণা দেবী



প্রকাশকের নিবেদন

ব্রজনাথ-গাথায় প্রকাশকের নিবেদন কি লিখ্‌ব তা ভেবেই পাচ্ছি না। তবুও লিখ্‌তে হ'চ্ছে—লেখাটা হ'ল রীতি।

গ্রন্থটির বিষয়বস্তু দিনলিপির আকারে উপস্থাপিত হ'য়েছে। এতে ধরা প'ড়েছে সাধনরাজ্যের অনুভূতিরাশি। এবং তারা স্বতই আত্মপ্রকাশতৎপর। এই গ্রন্থ পাঠে জান্‌তে পারা যাবে—মূর্তির বিভিন্নতা থাক্‌লেও স্বরূপের বিভিন্নতা নেই। আত্মতত্ত্ব অপূর্বভাবে আত্মপ্রকাশ ক'রেছে। অপূর্ব ! অপূর্ব !! অপূর্ব !!!

এই গ্রন্থের ব্যয়ভার গ্রহণরূপসেবার অংশ গ্রহণ ক'রেছেন—শ্রীঠাকুরের কৃপাভাজন শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য (জলপাইগুড়ি), শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী পদ্মাদেবী (কলিকাতা)।

শ্রীঠাকুর জগৎকল্যাণের জন্য বাঙ্ময়ী মূর্তিতে আমাদের সামনে উপস্থিত হ'য়েছেন। আমরা তাঁর লীলা-বিগ্রহের সঙ্গ সর্বদা পাই না। তাই এই অভিনব প্রচেষ্টা। আশা করি এভাবে সঙ্গ লাভের সুযোগ কেউ হেলায় হারাবেন না।

বিনীত—
প্রকাশক

ভূমিকা

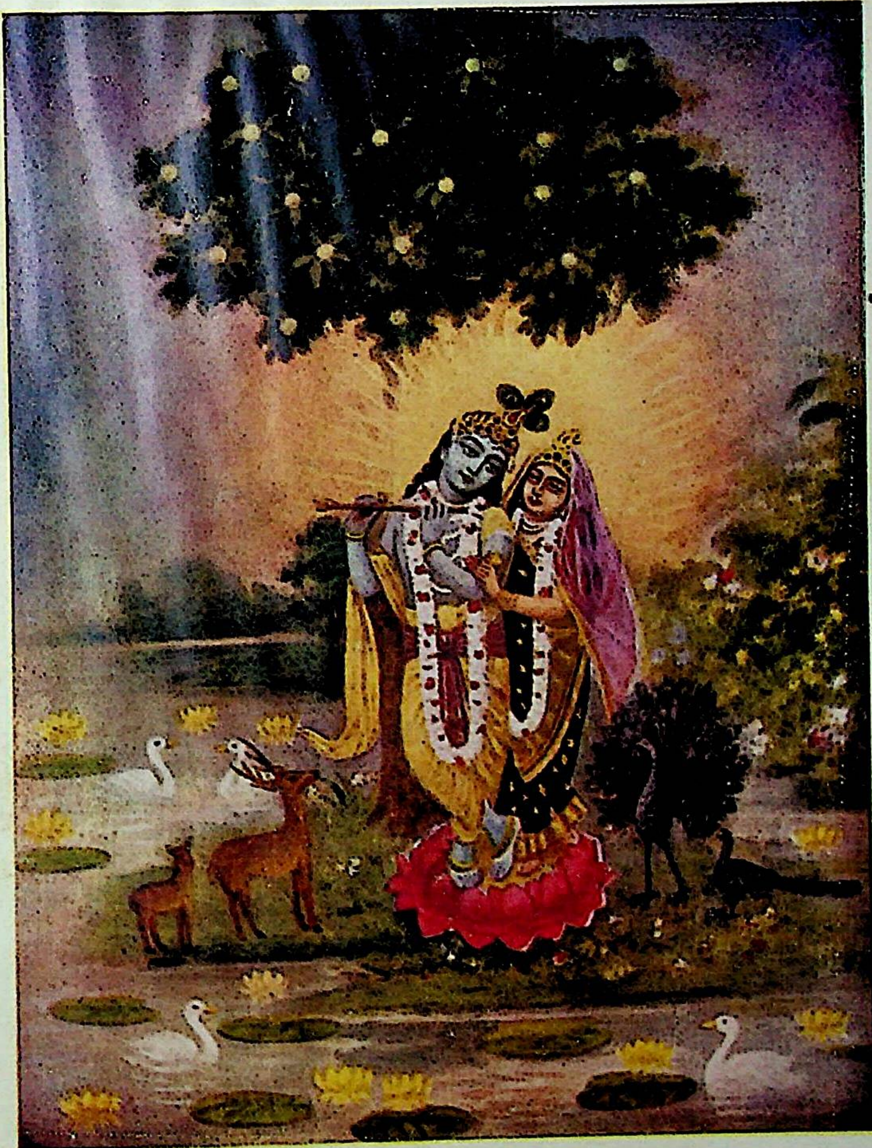
অশেষ সম্মানাস্পদ শ্রীশ্রীঠাকুরসীতারামদাসওঙ্কারনাথমহোদয় তাঁহার ভক্ত শিষ্য এবং আত্মশুদ্ধিকামী জিজ্ঞাসু জনসাধারণের হিতকামনায় কঠোর সাধনালব্ধ অনুভূতির বলে যে শতাধিক সারগর্ভ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, এই "ব্রজনাথ-গাথা" গ্রন্থখানি তাহাদের মধ্যে অন্যতম। শ্রীশ্রীচণ্ডীগ্রন্থে মা মহাশক্তির মুখোচ্চারিত "ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি। তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥" এই অভয়বাণী ও শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় শ্রীশ্রীভগবানের মুখোচ্চারিত "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" এই সার্থক আশ্বাসবাক্য এবং অম্ভৃণকন্যা বাক্ যাহার ঋষি সেই দেবীসূক্ত এই গ্রন্থের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ! বেদান্তের সার ও শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রভৃতি নানা মহাপুরাণের মর্ম্মবাণী আহরণ পূর্ব্বক অতি প্রাঞ্জল ভাষায় যেভাবে ইহা রচিত হইয়াছে, এবং ঠাকুরের অনুভূত সত্য দ্বিধাহীন চিত্তে অতি বলিষ্ঠ অথচ অতি সরল প্রণালীতে যেরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আত্মজিজ্ঞাসু পাঠকমাত্রেরই এই গ্রন্থ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও পরম উপকারী হইবে একথা নিঃসংশয়রূপে বলা যায়। এই গ্রন্থের মধ্যে কোন অধ্যায় বিভাগ নাই, নিত্যকর্ত্তব্য সন্ধ্যা উপাসনাদির ন্যায় প্রতিদিন ঠাকুর ওঙ্কারনাথ যে পুরুষোত্তমলীলা চিন্তা করেন, সেই চিন্তার মধ্যে কয়েকদিনের চিন্তা লিপিবদ্ধ করিয়া মানবসমাজের কল্যাণের জন্য প্রকাশ করিয়াছেন। হয়ত কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, গীতা, উপনিষৎ, চণ্ডী, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রসমূহে যে তত্ত্ব বহু পূর্ব্বেই বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে, ঠাকুরের এই গ্রন্থে তাহার অতিরিক্ত আর কি আছে? তবে নূতন করিয়া এ গ্রন্থ রচনার প্রয়াস কেন? ইহার সার্থকতা কিরূপে বুঝিব? এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ বলা যাইতে পারে এই যে, ভারতীয় আস্তিক শাস্ত্রসমূহে ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে যেরূপ উচ্চস্তরের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত আছে; তাহার উপর নূতন করিয়া কিছু বলা সম্ভব নহে—ইহা সত্য তথাপি এই জাতীয় গ্রন্থের অবশ্য প্রয়োজন আছে, তাহা এই—আমাদের শাস্ত্র সমস্তই সংস্কৃতভাষায় নিবদ্ধ, উপনিষদের ভাষা আরও দুরধিগম্য, বেদান্ত প্রভৃতি অধ্যাত্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা আচার্য্য শঙ্কর, রামানুজ, মাধ্ব, নিম্বার্ক প্রভৃতি সম্প্রদায়ভেদে বিভিন্ন প্রকারে রচিত হইয়াছে এবং তাহাতে প্রতিপক্ষ নিরাসের জন্য জটিল বিচার আছে ইত্যাদি কারণে সকল জিজ্ঞাসুর পক্ষে ঐ সকল শাস্ত্রের সাহায্যে জ্ঞানলাভ করা সম্ভব হয় না। এইজন্যই পরবর্ত্তীকালে ভগবৎকৃপাপ্রাপ্ত শক্তিশালী সাধুমহাপুরুষগণ বিচার বিতর্ক ত্যাগ করিয়া সাম্প্রদায়িক কলহের উর্দ্ধে থাকিয়া যতদূর সম্ভব সরলভাবে লোকের নিকট সেই তত্ত্ব উপস্থাপিত করিতে চেষ্টা করেন। অতি বিশাল সমুদ্রের মধ্যে প্রচুর মণিরত্নাদি থাকিলেও তথা হইতে তাহার উদ্ধার করা অতি কষ্টসাধ্য, কিন্তু প্রযত্নশীল উদ্ধারকারীর সাহায্যে উহা বিপণিতে উপস্থাপিত হইলে যেমন অনায়াসলভ্য হয়, আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রজলধির রত্নরাশিও সেইরূপ, ঠাকুরও তাহা একনিষ্ঠভাবে আহরণ পূর্ব্বক নিজের নিপুণতায় অনায়াসবোধ্যরূপে তাহা সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করেন—এইরূপ প্রয়োজনেই "ব্রজনাথ-গাথা" রচিত হইয়াছে। আমি বিশ্বাস করি যে এই গ্রন্থে সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে।

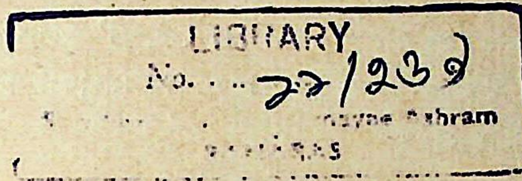
এই বিশ্ব প্রপঞ্চের উপাদান পরমব্রহ্ম, জাগতিক সমস্ত বস্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন মনে হইলেও বস্তুতঃ ঐ সকলই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, বেদান্তের এই তত্ত্ব অনুসারে 'আমিই' অর্থাৎ সেই শাশ্বত পরম সত্য ভাষায় যাঁহাকে ব্রহ্মা বল বিষ্ণু বল, বা শিব বল, মা বল অথবা বাবা বল—এক 'আমিই' সকল—এই বিষয়টী অন্তরের ধারণা পথে রক্ষা করা অতি দুরূহ বিষয় বটে কিন্তু এই গ্রন্থে ওঙ্কারনাথমহোদয়ের কৃতিত্বে ইহা অনেকটা সুগম হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয়।

ঠাকুর এই গ্রন্থে প্রধানভাবে মানবের সামান্য ধর্ম্ম, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, নারীধর্ম্ম, অতি বিশদভাবে আলোচনা পূর্ব্বক তাহার গ্লানির বিভিন্ন প্রকার এবং কারণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন, যাহা ৩২ পৃষ্ঠা হইতে ৪০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়, ১০৪-'৫ পৃষ্ঠায় নারীধর্ম্মের বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত ধর্ম্ম-গ্লানি নিরসন পূর্ব্বক ঐ সকল ধর্ম্মের সুব্যবস্থার জন্য এবং দুষ্টের দমনপূর্ব্বক শিষ্টগণের সংরক্ষণের জন্য পুরুষোত্তম কিভাবে প্রাকৃত শরীরে আমাদের মধ্যে আসেন তাহাও এই গ্রন্থের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়, এই বিষয়টী জনসাধারণের বোধগম্য করিবার উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার অতি সরলভাবে বহু শাস্ত্র ও যুক্তির সাহায্যে তাঁহার অন্তরের কথাগুলি প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থখানি পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্য হইতে হয় ঠাকুরের অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান ও অপরিসীম মেধার পরিচয় লাভে। যখন ১২-১৪ পৃষ্ঠা পড়িতেছিলাম তখন মনে হইতেছিল—শ্রীশ্রীচণ্ডীর পঞ্চম অধ্যায়ের "নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ" ইত্যাদি স্তুতিগাথায় মগ্ন রহিয়াছি, আবার ১৬ পৃষ্ঠা হইতে কিছু অংশের আবৃত্তি সময়ে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার বিভূতি যোগের (১০ অধ্যায়ের) স্মৃতি জাগরিত হইল, ১২০ পৃষ্ঠায় "আমার ভয়ে অগ্নি তাপ দেয়" ইত্যাদি অংশ পড়িবার সময়ে কঠোপনিষদের সেই "ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি" ইত্যাদি বাণীর রস পাইলাম; করুণাময় শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপা ব্যতিরেকে সেই সেই শাস্ত্রসমূহে বিশেষজ্ঞতা এবং তদীয় মর্ম্মতত্ত্বের ঐরূপ সাবলীল প্রকাশের শক্তি লাভ করা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় অতি দুরূহ বিষয়ের আলোচনা করিতে গেলে প্রবন্ধের সরসতা রক্ষা পায় না, ফলতঃ ঐ জাতীয় প্রবন্ধপাঠে পাঠকের বিশেষ আগ্রহ ও আনন্দ হয় না। কিন্তু আশা করি এ গ্রন্থ পাঠে কাহারও সেরূপ অবস্থা আসিবে না। ধীরভাবে ইহার সমস্ত অংশ পাঠ করিলে পাঠক যথেষ্ট উপকৃত হইবেন, আনন্দ পাইবেন, অবতারতত্ত্ব সম্বন্ধে মনোগত নানা প্রকার বিতর্কের সমাধান লাভ করিবেন। জ্ঞান ও ভক্তির সাধনাপথে শীর্ষস্তরে সমাসীন থাকিয়াও ঠাকুর ওঙ্কারনাথ "ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে" "যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে" ইত্যাদি ভগবদ্‌বাক্যের অনুস্মরণে তাঁহার স্বীয় আশ্রমোচিত কঠোর কর্ত্তব্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকেন এবং এই জাতীয় জনহিতকর পুস্তক প্রবন্ধাদির রচনা ও প্রকাশ এবং ধর্ম্মমূলক বহু মাসিক পত্রাদি প্রবর্ত্তন, দুর্লভ শাস্ত্র গ্রন্থাদি প্রকাশের ব্যবস্থা প্রভৃতি নানাবিধ সৎকর্ম্মের দ্বারা তিনি আদর্শ কর্ম্মযোগী। এইরূপ মহাপুরুষের উপদেশপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ এরূপ পুস্তক পাইয়া আমরা ধন্য। ইহার প্রচার যত বেশী হইবে ততই মানব সমাজের কল্যাণ। ইতি—

শ্রীতারানাথন্যায়তর্কতীর্থ

বৈশাখী পূর্ণিমা
৫।২।৬৯





ॐश्रीश्रीगुরবে নমঃ

ওঙ্কার মঠ ২৩।১।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

মা

ওঁ মহামায়ায়ৈ বিদ্মহে
বিন্দুবাসিন্যৈ ধীমহি
তন্নঃ পরমাত্মিকা প্রচোদয়াৎ ওঁ ॥

পদ্মপ্রিয়ে পদ্মিনি পদ্মহস্তে পদ্মালয়ে পদ্মদলায়তাক্ষি।
বিশ্বপ্রিয়ে বিষ্ণুমনোঽনুকূলে ত্বৎপাদপদ্মং ময়ি সন্নিধৎস্ব ॥
মহাদেব্যৈ বিদ্মহে বিষ্ণুপত্ন্যৈ ধীমহি
তন্নো লক্ষ্মীঃ প্রচোদয়াৎ।

মা, মা, মা!

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব!
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব!
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব!

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

মা,

হাঁ, আসি—আমিই আসি। অধর্ম্মের উত্থিতি আর ধর্ম্মের যখন গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন আমি আমাকে সৃজন করি। সাধুগণের পরিত্রাণ এবং পাপীগণের বিনাশের জন্য আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই।

সৎরূপে, চিৎরূপে আমি ভিন্ন আর কিছু নাই,—একথা সত্য বটে, তা' হলেও সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ-রূপ ধারণ করে লীলা করবার জন্য আমি অবতরণ করি। আমার সাকার নিরাকার দুই স্বরূপই সত্য। আমি পরমাকাশ, পরমব্রহ্ম "ওঙ্কার" আমার নাম।

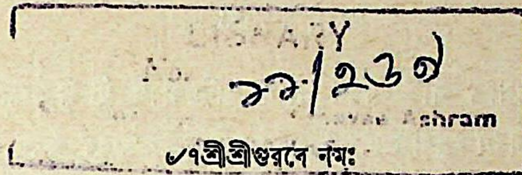
আমি পরমব্রহ্মময়ী, "মা" আমার নাম।

আমি স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ। কারণের অতীত মহাকারণ তাও আমি, আমি, আমি। ক্ষিতি আমি, ঐ নর্ম্মদা আমি, ঐ সূর্য্য আমি, শশধর অনল আমিই; আমিই পবন, আমিই আকাশ, আমি সব, আমি সব, আমি সব।

ঐ বিল্ববৃক্ষ, তুলসীবৃক্ষ আমি, আমি ঐ পুষ্পবৃক্ষ, আমি পুষ্প, পত্র, সব আমি। আমি প্রতি প্রভাতে অরুণকিরণে পূর্ব্বদিক রঞ্জিত করে সূর্য্যরূপে সমুদিত হই। পূর্ণিমায় পূর্ণচন্দ্র হয়ে সুধাধারায় জগৎকে অভিষিক্ত করি আমি। চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমি, আমি ভিন্ন আর কিছু নাই, নাই, নাই। ঐ জয়গুরু নাদ, মেঘনাদ—আমি, নাদের শ্রোতা আমি, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ আমি, আমিই মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, আমিই দিক্, বায়ু, সূর্য্য, প্রচেতা অশ্বিনীকুমার, আমিই অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, যম, প্রজাপতি, আমিই চন্দ্র, চতুর্ম্মুখ, বাসুদেব, রুদ্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাবৃন্দ। আমি প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান-উদান আদি বায়ুপঞ্চক। আমি মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রদলকমল, আমিই প্রতি কমলের দলে দলে অবস্থিত মাতৃকাবর্ণসমুদয়।

মা,—

আমি ত্বক্, অস্থি, মেদ, মাংস, মজ্জা, শোণিত, শুক্র। আমি ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, গান্ধারী, হস্তি, জিহ্বা, পুষা, যশস্বিনী অলম্বুষা কুহূও শঙ্খিনী প্রভৃতি প্রধানা নাড়ী। সব আমি, সব আমি, সব আমি।



ওঙ্কারমঠ ২৪।১।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
মা, মা, মা—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

যখন, যখন হয় ধর্ম্মের গ্লানি আর অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, তখন—তখন করি আমি আমারে সৃজন। সাধুগণের রক্ষা, পাপীদের নাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপন করিবারে যুগে যুগে হই অবতীর্ণ ধরণী মাঝারে।

আমি সব, মূল ১০১ নাড়ীতে ও শাখা নাড়ী বাহাত্তর কোটী বাহাত্তর লক্ষ দশ হাজার দুশো এক নাড়ীতে আমি ব্যান বায়ুরূপে বিচরণ করি। আমি চুয়ান্নকোটী সাতষট্টি লক্ষ লোমকূপ, আমিই তিনলক্ষ শ্মশ্রু, কেশ, দেহের মধ্যে যা কিছু আছে—সব আমি, সব আমি, সব আমি, আমি প্রাণ, আমি সূর্য্য, আমি রবি, আমি চন্দ্রমা, আমি অন্নাদ, আমি স্থূল অন্ন।

মা,—

আমি আদিত্যরূপে উদিত হয়ে, আপন জ্যোতিতে পূর্ব্বদিক সমাচ্ছন্ন করে, পূর্ব্বদিকস্থ প্রাণসকলকে স্বীয় কিরণ মধ্যে আত্মভূত করি। দক্ষিণে পশ্চিমে উত্তরে নিম্নে উর্ধ্ব দিকে কোণ সমুদয়ে আমি প্রবেশ করে, অপর সকলকে প্রকাশিত করি। আদিত্যরূপে আমি সকলদিকে অবস্থিত হয়ে প্রাণবৃন্দকে কিরণ মধ্যে সন্নিবিষ্ট করি।

অত্তা আমিই, সর্ব্বজীবাত্মক সর্ব্বজগদ্রূপী প্রাণ ও অগ্নি আমিই, ভাস্কররূপে আমিই উদিত হই।

একদিন বাক্-মন-চক্ষু-কর্ণ-প্রভৃতি করণবৃন্দ স্পর্দ্ধা সহকারে বলেছিল,—আমরা দেহেন্দ্রিয়সমষ্টিকে সুদৃঢ় করে ধারণ করি।

মুখ্য প্রাণরূপী আমি বল্লাম—তোমরা মোহপ্রাপ্ত হয়ো না। আমিই নিজেকে প্রাণ, অপান, ব্যান উদান, সমান—এই পাঁচ প্রকারে বিভক্ত করে এই দেহ ধারণ করে থাকি।

তারা সে কথায় শ্রদ্ধা দেখাল না। তখন আমি অভিমানে ঊর্দ্ধে উৎক্রমণ কর্‌তে উদ্যুক্ত হলাম। মধুকররাজ উৎক্রমণ কর্‌লে যেমন মধুমক্ষিকাগণ তার সহিত উৎক্রমণ করে, তদ্রূপ বাগাদি ইন্দ্রিয়সকল উৎক্রমণ করছে দেখে আমি স্থির হলাম, তারাও স্থির হয়ে আমার স্তব করতে লাগলো।

তুমি অগ্নিরূপে প্রজ্বলিত হও, সূর্য্যরূপে প্রকাশ কর, তুমি পর্জ্জণ্যরূপে বর্ষণ করে থাক,ইন্দ্ররূপে প্রজা-পালন ও অসুরগণকে সংহার কর, তুমি বায়ুরূপে মেঘ ও জ্যোতির্মণ্ডলসমূহকে বহন কর, তুমি পৃথিবী-রূপে সকলকে বহন কর, তুমি চন্দ্রমারূপে পোষণ কর, তুমি মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, তুমি অমৃত।

রথচক্রের নাভিতে শলাকা সকলের ন্যায় তোমাতে শ্রদ্ধা, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মন, অন্ন, অন্নসম্ভূত বীর্য্য, তপস্যা, মন্ত্রসমুদয়, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম, লোকসকল এবং লোকসমূহে নাম অবস্থিত। তুমি ঋক্, যজুঃ ও সাম বেদসকল এবং যজ্ঞ, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ।

হে প্রাণরূপি পুরুষোত্তম! তুমি প্রজাপতিরূপে গর্ভে বিচরণ কর ও মাতাপিতার অনুরূপ হয়ে জন্ম-গ্রহণ করে থাক। হে প্রেমতম প্রাণ! তুমি নয়ন আদি ইন্দ্রিয়ের সহিত প্রতি শরীরে বাস কর। তোমার জন্য ভূতবৃন্দ ভোগ্য বিষয় আহরণ করে।

দেবগণের পক্ষে তুমি যজ্ঞীয় দ্রব্যের উত্তম বাহক, পিতৃদিগের তুমি প্রথম স্বধার প্রাপক।

হে প্রাণ! তুমি ইন্দ্র পরমেশ্বর, তুমি বীর্য্যে রুদ্র, সৌম্যরূপে পালয়িতা, তুমি ভুবন-ভাস্বররূপে রূপে উদয় ও অস্তগমনের দ্বারা অন্তরীক্ষে বিচরণ কর, তুমি জ্যোতিষ্কসকলের পতি সূর্য্য।

মা—

যখন তুমি বর্ষণ কর, হে প্রাণ! তখন এই প্রজাগণ ইচ্ছানুরূপ অন্ন হবে মনে করে, আনন্দে অবস্থান করে।

হে প্রাণ! তুমি ব্রাত্য, সংস্কারক কেহ না থাকায় সংস্কারহীন স্বতঃশুদ্ধ তুমি একর্ষি নামক অগ্নিরূপে হবির্ভোজন কর। তুমি সকলের উত্তম পতি। আমরা তোমায় হবির্দান করি। হে অন্তরীক্ষচারিন্! তুমি আমাদের পিতা। হে প্রাণ! তোমার অপানরূপ তনুসমূহ বাক্যে, বাগেন্দ্রিয়ে, পৃথিবীতে এবং অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত, ব্যানরূপ তনুসকল শ্রোত্রে, শ্রোত্রেন্দ্রিয়ে, চন্দ্র ও আকাশে, প্রাণরূপ তনুসকল চক্ষে, চক্ষুরিন্দ্রিয়ে অন্নে ও আদিত্যে, সমানরূপ তনুসমুদয় মনে, ইন্দ্রিয়ে, ভূত ও সমস্ত ভৌতিক পদার্থে ব্যাপ্ত রয়েছে। ইহলোকস্থ সমস্ত উপভোগ্য এবং স্বর্গে যা কিছু উপভোগ্য আছে, তা তোমারই অধীন।

হে প্রাণ! মাতা যেমন পুত্রগণকে রক্ষা করেন, তুমি আমাদিগকে সেইরূপ রক্ষা কর। তুমি আমাদের জন্য সম্পদ ও প্রজ্ঞাবিধান কর।

এভাবে ইন্দ্রিয়সকল আমাকে স্তব করেছিল।

সৃষ্টির আদিতে সৎরূপে আমি অবস্থান করি, প্রাণরূপে আমিই প্রকাশ হই, আমার সগুণ নাম—অপরপ্রণব সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভ, ভূতসূক্ষ্ম ব্রহ্মা, প্রথমজ।

হৃদয়-কমলাকাশে আমিই বর্ত্তমান থাকি, আমা হতেই আমিই প্রাণাদি ষোড়শকলারূপে আত্মপ্রকাশ করি।

এ জগতে আমি ভিন্ন দ্বিতীয় কিছু নাই। আমি লীলা করবার জন্য বহুরূপ ধারণ করি। যা দেখা যায়—তা আমি, যা দেখা যায় না—তা আমি। যা শোনা যায়—তা আমি। যা শোনা যায় না—তা আমি। আমি মহান্ হ'তে মহান্, অণু হ'তে অণু, জগতে এরূপ কোন ভাষা নাই—যা আমাকে প্রকাশ করতে পারে। আমি আছি তাই জগৎ আছে, আমি না থাকলে জগৎ নাই। ক্ষুদ্র, বৃহৎ, শুচি, অশুচি, ভাল, মন্দ যা কিছু সব আমি, সব আমি। সব আমি, আমি নির্গুণ, আমি সগুণ, আমি নির্গুণ-সগুণের অতীত একমাত্র আমিই আছি। আমার একপাদে অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড ভেসেছে, তিন পাদের সন্ধান কেহ জানে না।

আমি লীলা করবার জন্য দেহধারণ করি, আবার লীলান্তে স্বধামে চলে যাই। আমার জীবকে আমি বড় ভালবাসি, তাই জীবের উদ্ধারের জন্য বার বার লীলা দেহ ধারণ করে অবতীর্ণ হই—আমি, আমি, আমি।

ॐ৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ ২৫।১।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
মা, মা, মা !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

হে ভারত! যে যে কালে হয়—ধর্ম্মের হানি, আর অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, তখন তখন করি আমি আমারে সৃজন ! সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতের বিনাশের তরে, আর ধর্মসংস্থাপন করিবারে হই আবির্ভূত আমি প্রতি যুগে যুগে।

মনসা বচসা দৃষ্ট্যা গৃহ্যতেঽন্যৈরপীন্দ্রিয়ৈঃ।
অহমেব ন মত্তোঽন্যদিতি বুধ্যধ্বমঞ্জসা ॥

মন, বাক্য, দৃষ্টি ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা যা কিছু গ্রহণ করা হয়, সবই আমি। আমি ভিন্ন আর কিছু নাই—একথা নিশ্চয়রূপে বুঝবে।

সব আমি, সব আমি, সব আমি। আমা হ'তে প্রকৃতি-পুরুষাত্মক কারণরূপ এবং কার্য্যরূপ স্থাবর জঙ্গমাত্মক এ বিশাল জগৎ উৎপন্ন হয়েছে। আমি আনন্দরূপ, আবার অনানন্দরূপ, আমি বিজ্ঞান, আমি জ্ঞান, আমি দেশকালাদিপরিচ্ছেদশূন্য-পরম-মহান্ পরব্রহ্ম এবং আমি অব্রহ্ম পঞ্চীকৃত মহাভূত, আমি আবার সকলের কারণ, অপঞ্চীকৃত ভূতনিচয়ও আমি, এই সম্পূর্ণ দৃশ্য জগৎ আমি, আমি ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব —এই বেদচতুষ্টয়, আবার আমিই অবেদ। আমা ভিন্ন কিছু নাই। আমি অজ্ঞাননাশক পরমবিদ্যা (জ্ঞান), আবার আমি অজ্ঞানরূপ দুঃখপ্রদ অবিদ্যা, আমি অজ, অনুৎপন্ন-অনন্তপ্রকৃতি, আবার তা থেকে স্বতন্ত্র, আমি নিম্ন, আমি ঊর্দ্ধ, আমি তির্য্যক্। আমি অজ, একপাদ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হরণ ও ঈশ্বর—এই একাদশ রুদ্র।

আমি আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল অনল, প্রত্যুষ ও প্রভাস—এই অষ্টবসুরূপে বিচরণ করি।

আমি ধাতা, মিত্র, অর্য্যমা, রুদ্র, বরুণ, সূর্য্য, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু এবং বিশ্বদেবগণরূপে পরিভ্রমণ করি। আমি মিত্র ও বরুণ উভয়কে এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ভরণ পোষণ করি। আমি সোম, ত্বষ্টা, পূষা, এবং ভগকে ধারণ করি। ত্রৈলোক্য আক্রমণ করবার জন্য বিস্তীর্ণ পদক্ষেপকারী বিষ্ণু ব্রহ্মা ও প্রজাপতিকে আমিই ধারণ করি। আমি সম্পূর্ণ জগতের ঈশ্বর। আমি পরম তত্ত্বরহস্য-বক্তা, আমি সর্ব্বজ্ঞ, আমিই সর্ব্বশক্তি, আমিই সর্ব্বাধার, আমিই সর্ব্বস্বরূপ, আমিই সর্ব্বেশ্বর, আমিই সর্ব্ব-প্রবর্ত্তক, আমিই সর্ব্বপালক, আমিই সর্ব্বনিবর্ত্তক, আমিই সদসদাত্মক, আমি সদসদ্‌বিলক্ষণ, আমিই অন্ত-র্বহির্ব্যাপক, আমিই অতিসূক্ষ্মতর, আমিই অতি মহতো মহীয়ান্, আমিই সর্ব্বমূলা বিদ্যা নিবর্ত্তক, আমিই অবিদ্যাবিহার, আমিই অবিদ্যাধারক, আমিই বিদ্যাবেদ্য, আমিই বিদ্যাস্বরূপ, আমিই বিদ্যাতীত, আমিই সর্ব্বকারণহেতু, আমিই সর্ব্বকারণসমষ্টি, আমিই সর্ব্বকারণব্যষ্টি, কেবল আছি—আমি, আমি, আমি।

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ ২৬।১।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব!
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব ।

মা, মা, মা !

আঁধারে আতঙ্কে মরি জাগো জাগো হে শঙ্করি
কাল ঐ ছুটে আসে আর কবে জাগ্‌বি মা ।
হে গুরো করুণাসিন্ধু, বিতরি করুণাবিন্দু
দূর কর ব্যবধান যাচি পদসরোজে

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্মের গ্লানি, আর অধর্ম্মের উত্থিতি হয়—যেই যেই কালে, হে ভারত ! সেই কালে করি আমি আমারে সৃজন । সাধুগণের রক্ষণ, অসাধুবৃন্দের বিনাশের তরে, আর উত্তমরূপে স্থাপিতে ধরমে, যুগে যুগে আমি হই অবতীর্ণ ধরাধামে ।

অহং আমি অসদ্‌বৃত্তিরূপ অসাধুগণের নাশের ও সদ্‌বৃত্তিরূপ সজ্জনসমূহের পরিত্রাণের জন্য, পুরুষোত্তম ওঙ্কাররূপে ভক্তের হৃদয়ে আবির্ভূত হই—আমি, আমি, আমিই ।

আমি অখণ্ডানন্দ, আমিই পরিপূর্ণানন্দ, আমিই নিরতিশয় আনন্দ, আমিই তুরীয়, আমিই তুরীয়াতীত, আমিই অনন্ত উপনিষদ্‌বিমৃগ্য, আমিই ব্রহ্মা, ঈশান, পুরন্দরাদি অমরনিকর ও অখিল আগমের উত্তমরূপে অন্বেষণীয়, আমি সমস্ত মুমুক্ষুগণের অনুসন্ধেয়, আমিই অমৃতময়ের অন্বেষণীয়, আমিই অমৃতময়, আমিই অমৃতময়, আমিই অমৃতময় ।

আমিই সব, আমিই সব, আমিই সব ! আমিই মোক্ষ, আমিই মোক্ষদাতা, আমিই অখিল মোক্ষের সাধন, আমা ভিন্ন আর কিছু নাই । আমি ভিন্ন যা কিছু দেখা যায়, সে সমস্ত নিশ্চয় বাধিত । আমি বক্তা, আমিই শ্রোতা, আমিই গুরু, আমিই পিতা, আমিই মাতা, আমিই সর্ব্বনিয়ন্তা, আমিই নিখিল বস্তু

আমিই একমাত্র ধ্যেয়, আমিই ধ্যান, আমিই ধ্যাতা, আমি প্রলয়ে কারণসলিলে অনন্তশয়নে নিদ্রিত থাকি। আমার নাভিপদ্ম হতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়ে জগৎ সৃষ্টি করে। আমিই ব্রহ্মা, আমিই বিষ্ণু, আমিই মহেশ্বর, আমি ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু; বরুণ, কুবের, যম, অশ্বিনীকুমার। আমিই ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জন তপ সত্য—এই উর্দ্ধসপ্তলোক, আমিই অতল বিতল রসাতল সুতল তলাতল মহাতল পাতাল অধঃ সপ্ত লোক। আমি চতুর্দ্দশ ভুবনকে জলরূপে, অগ্নিরূপে, বায়ুরূপে, আকাশরূপে, অহঙ্কাররূপে, মহতত্ত্বরূপে ও প্রকৃতিরূপে বেষ্টন করি। আমিই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সেজে খেলা করি। অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে, সব আমি। আমি ব্রহ্মাণ্ডরূপ রঙ্গমঞ্চ, আমি অভিনয়, আমিই অভিনেতা, আমিই দর্শক, দ্রষ্টা আমি, দৃশ্য আমি, দর্শন আমি, জ্ঞাতা আমি, জ্ঞেয় আমি, আমি জ্ঞান, আমি শ্রোতা, আমি শ্রোতব্য, আমি শ্রবণার্হ। এ বিরাট রঙ্গমঞ্চে আমি ছাড়া আর কিছু নাই, নাই, নাই। আমি, আমি, আমি, আমিই প্রথম উৎপন্ন হয়েছিলাম, তাই আমার নাম "অহং" "অহং" "অহমেব সর্ব্বং", "অহং' "অহং"।

ॐ श्रीश्रीगुरवे नमः

ওঙ্কারমঠ, ২৭।১।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !

মা, মা, মা !

আঁধারে আতঙ্কে মরি, জাগো জাগো হে শঙ্করি
কাল ঐ ছুটে আসে আর কবে জাগ্‌বি মা।
মা, প্রেমময়ি মা ! স্নেহময়ি মা ! মধুময়ি মা !
গুরো ! গুরো ! গুরো !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

সকলের অন্তরতম "আমি"। আমি পুরুষ, আমি স্ত্রী, আমি স্বাহা, আমি স্বধা, আমি বষট্‌কার, আমি উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত—এই স্বরত্রয়, আমি অমৃতরূপিণী, আমি অ, উ, ম ত্রিবিধ মাত্রারূপে অবস্থিতা প্রণবরূপা।

অনুচ্চার্য্যা ত্রিগুণী বা তুরীয়া মাত্রাও আমি, আমি গায়ত্রী, আমি অপরিণামিনী শ্রেষ্ঠা শক্তি। আমি দেববৃন্দের আদি মাতা। আমিই জগৎ ধারণ করে আছি, আমি জগৎ সৃষ্টি করি। আমি ইহা পালন করি, প্রলয়ে আমিই এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সংহার করি, আমি জগৎ স্বরূপা, আমি জগতের সৃষ্টিকালে সৃষ্টিশক্তিরূপা, আমি পালনকালে স্থিতিশক্তিরূপিণী ও প্রলয়কালে সংহার শক্তিরূপা।

আমি মহাবিদ্যা, আমি মহামায়া, আমি মহামেধা, আমি মহাস্মৃতি, আমি মহামোহা, আমি দেবী, আমি মহাসুরী, আমি ত্রিগুণের পরিণামবিধায়িনী প্রকৃতি, আমি কালরাত্রি, মহারাত্রি, ভয়ঙ্করী, মোহরাত্রি।

আমি লক্ষ্মী, আমি ঈশ্বরী, আমি হ্রী, আমি নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, আমি লজ্জা, আমি পুষ্টি, আমি তুষ্টি, আমি শান্তি, আমি ক্ষান্তি, আমি খড়্গিনী, আমি শূলিনী, আমি ভীষণা গদিনী, আমি চক্রিণী, আমি

শঙ্খিনী, আমি ধনুর্ধারিণী, আমি বাণভূষণ্ডী ও পরিঘাস্ত্রধারিণী, আমি সুরগণের প্রতি সৌম্যা, আমি অসুরসমূহের প্রতি রুদ্রা, আমি সকল সুন্দর বস্তু হতেও অতি সুন্দরী, আমি সুরপতি প্রভৃতি হতেও শ্রেষ্ঠা, আসর্ব্বপ্রধানা দেবী, আমি পরমেশ্বরী।

যে কোন স্থানে যাহা কিছু চেতন অচেতন বস্তু ছিল, বর্ত্তমানে আছে, ভবিষ্যতে হবে—সে সকলের যে শক্তি তা আমি, বিশ্বপ্রপঞ্চে আমি ভিন্ন আর কিছু নাই। কেবল মাত্র আছি আমি। কার্য্য আমি, কারণ আমি, কার্যকারণের অতীত আমি, এমন কেহ নাই যে আমার রূপ-গুণবর্ণনা করতে পারে। আমি সম্পূর্ণ জগতের প্রভাব, পরমকারণ ও সংহারক। আমি সকল ভূতের সনাতন বীজ, আমি বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধি, আমি তেজস্বিগণের তেজ, আমি বলবানগণের কামরাগবিবর্জ্জিত বল, আমি সর্ব্বভূতের ধর্ম্মানুগত কাম, যে সকল সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিকভাব আছে সে সমস্ত আমা হতে উৎপন্ন এবং আমার অধীন।

আমি অজ, আমি অব্যয়, আমি অভয়, আমি অমৃত, আমি আনন্দ। আমি যোগমায়ায় প্রচ্ছন্ন থাকি, তাই মূঢ়গণ আমাকে জন্মহীন অব্যয় বলে জানে না। আমি ত রমণীয়, আমি কুৎসিৎ, আমি আলো, আমি আঁধার, আমি মুক্তি, আমি বন্ধন, আমি জীবন, আমি মরণ, আমি সুখ, আমি দুঃখ, আমি শান্তি, আমি অশান্তি—সব আমি, সব আমি, সব আমি।

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ ২৮।১।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !

মা মা মা !

প্রাণময়ি মা প্রাণাধিকে মা প্রাণেশ্বরি মা !

গুরো, রসতম গুরুদেব !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

যুগে যুগে আমি
হই অবতীর্ণ—ধরণী মাঝারে।

আমি সব, আমি সব, আমি সব। আমি দেবী, আমি মহাদেবী, আমি শিবা, আমি প্রকৃতি, আমি ভদ্রা, আমি রৌদ্রা, আমি নিত্যা, আমি গৌরী, আমি ধাত্রী, আমি জ্যোৎস্না, আমি ইন্দ্ররূপিণী, আমি সুখা আমি কল্যাণী, আমি বৃদ্ধি, আমি সিদ্ধি, আমি কূর্ম্মা, আমি নৈঋতি, আমি রাজলক্ষ্মী, আমি সর্ব্বাণী, আমি দুর্গা, আমি দুর্গপারা, আমি সারা, আমি সর্ব্বকারিণী, আমি খ্যাতি, আমি কৃষ্ণা, আমি ধূম্রা, আমি অতি-সৌম্যা, আমি অতিভীষণা, আমি জগতের প্রতিষ্ঠা, আমি দেবী, আমি ক্রিয়া, আমি বিষ্ণুমায়া, আমি চেতনা, আমি সর্ব্বভূতে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতা, আমি সর্ব্বভূতে নিদ্রারূপে সংস্থিতা, আমি সর্ব্বভূতে ক্ষুধারূপে নিবিষ্টা, আমি সর্ব্বভূতে ছায়ারূপে সমাশ্রিতা, আমি ভূতসমূহে শক্তিরূপে সন্নিবিষ্টা, আমি সভূর্ব্বতে তৃষ্ণারূপে অবস্থিতা, আমি সর্ব্বভুতে ক্ষান্তিরূপে সমাশ্রিতা, আমি সর্ব্বভূতে জাতিরূপে সন্নিবিষ্টা। আমি সর্ব্বভূতে লজ্জারূপে সংস্থিতা, আমি সর্ব্বভূতে শান্তিরূপে সমাশ্রিতা, আমি সর্ব্বভূতে শ্রদ্ধারূপে অবস্থিতা, আমি সর্ব্বভূতে কান্তিরূপে বিরাজিতা, আমি সর্ব্বভূতে লক্ষ্মীরূপে সন্নিহিতা, আমি সর্ব্বভূতে বৃত্তিরূপে সংস্থিতা, আমি সর্ব্বভূতে স্মৃতিরূপে অবস্থিতা, আমি সর্ব্বভূতে দয়ারূপে আশ্রিতা, আমি

সর্ব্বভূতে তুষ্টিরূপে নিবিষ্টা, আমি সর্ব্বভূতে মাতৃরূপে অবস্থিতা, আমি সর্ব্বভূতে ভ্রান্তিরূপে সংস্থিতা, আমি চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বিরাজিতা। আমি পঞ্চস্থূল-পঞ্চসূক্ষ্ম ভূতের প্রেরয়িত্রী, আমি বিশ্বব্যাপিকা, আমি ব্রহ্মময়ী, আমি ব্রহ্মরূপিণী, আমি চিতি-শক্তিরূপে সম্পূর্ণ জগৎ সমাচ্ছন্ন করত বিরাজমানা। আমি জ্যোতির্ম্ময়ী ভক্তদুঃখনাশিনী, আমি অখিল জগতের জননী, আমি বিশ্বেশ্বরী, আমি চরাচর জগতের অধীশ্বরী, আমি জগতের আধারভূতা, আমি অদ্বিতীয়া, আমি মহীস্বরূপে অবস্থিতা, আমি জলরূপে অবস্থিত হয়ে সমগ্র জগতকে পরিপুষ্ট করি, আমি অনতিক্রমণীয় শক্তিশালিনী, আমি অনন্তবীর্য্যা বৈষ্ণবশক্তি, আমি বিশ্বের আদিকারণ মহামায়া, আমি নিখিল জগৎকে বিমোহিত করি, আমি শরণাগতভক্তকে মুক্তিদান করে থাকি। আমি ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব চারিবেদ, আমি শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, আমি ধর্ম্মশাস্ত্র, আমি মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ, আয়ুর্ব্বেদ, যজুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র।

মা, মা, মা! সব আমি, সব আমি, সব আমি।

ওঁশ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ ২৯।১।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
মা, প্রেমময়ী মা, মধুময়ী মা, অমৃতময়ী মা।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্মের হানি আর অধর্ম্মের অভুত্থানে, করি আমি আমারে সৃজন। সাধুগণের পরিত্রাণ ও বিনাশিতে পাপীগণে, যুগে যুগে হই অবতীর্ণ আমি অবনীমণ্ডলে।

আমি সব। আমি নিরাকার, আমি সাকার, আমি সচ্চিদানন্দঘন মূর্ত্তি ধরে পৃথিবীতে লীলা করবার জন্য আসি।

মা, মা, মা!

চতুঃষষ্ঠিকলাযুক্তা, পাতিব্রত্য-সৌন্দর্য্য ও তারুণ্যাদি গুণান্বিতা সমস্ত রমণী আমি। আমি বিশ্বজননী, আমি জগতের অন্তরে বাইরে সমাচ্ছন্না, আমি সর্ব্বভূতা, আমি স্বর্গ মুক্তিপ্রদায়িনী, আমি সৃষ্টিস্থিতি-সংহাররূপ-ক্রীড়াকারিণী, আমি সকলের হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে অবস্থান করি, আমি স্বর্গ ও মোক্ষদায়িনী, আমি নারায়ণী, আমি কলা-কাষ্ঠা-ক্ষণ-মুহূর্ত্তাদি কালরূপে জগতের পরিণাম প্রদান করি। আমি বিশ্বসংহারসমর্থা শক্তিরূপিণী, আমি সর্ব্বমঙ্গলস্বরূপা, আমি শিবা, আমি শরণ্যা আমি ত্রিনয়না, আমি গৌরবর্ণা, আমি সৃষ্টি-স্থিতি ও সংহারের শক্তিস্বরূপিণী, আমি সনাতনী, আমি ত্রিগুণের আধার ভূতা নির্গুণা ; অথচ ত্রিগুণময়ী, আমি শরণাগত দীন ও আর্ত্তগণের সকল পাপনাশিনী, মুক্তিপ্রদায়িনী, আমি সকলের দুঃখনাশিনী, আমি ব্রহ্মাণী, আমি মহাবৃষভবাহিনী মহেশ্বরী, আমি কুমারী বৈষ্ণবী, আমি বরাহরূপিণী, আমি ঐন্দ্রী, আমি শিবদূতী, আমি ঘোররূপা, আমি চামুণ্ডা, আমি লক্ষ্মী, লজ্জা, ব্রহ্মবিদ্যা, নিত্যা, আমি শ্রদ্ধা, আমি পুষ্টি, আমি স্বধা, আমি ধ্রুবা, আমি মহারাত্রি,

আমি মহামায়া, আমি মেধা, আমি সরস্বতী, আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, আমি সাত্ত্বিকী-রাজসী-তামসীশক্তি, আমি ঈশ্বরী, আমি সর্ব্বস্বরূপা, আমি সর্ব্বেশ্বরী, আমি সর্ব্বশক্তিময়ী দুর্জ্জ্ঞেয়া, আমার স্বরূপ নির্ণয় করতে কেহ পারে না। আমি সকলের আশ্রয়দাত্রী, আমার শরণ গ্রহণ কর্‌লে সংসার পাশ ছিন্ন হয়।

আমি সব, আমি সব, আমি সব। আমি পরমব্রহ্ম, আমি পরমানন্দ, আমি জ্ঞানরূপ, আমি পরম, আমি কেবল শান্তিরূপ, আমি কেবল পরম, আমি কেবল চিন্ময়, আমি নিত্য, আমি সত্য, আমি সনাতন, আমি শাশ্বত, আমি সত্ত্বরূপ, আমি চিদাকাশ, আমি কেবল তূর্য্য, আমি তূর্য্যাতীত, আমি চৈতন্যরূপ, যা দেখা যায়—সব আমি, যা দেখা যায় না—তা আমি, আমিই জগৎ, জগতের অনু-পরমাণুতে আমি আছি। আমি ভিন্ন জগতে আর কিছু নাই। আমি, আমি, আমি।

মা, মা, মা! আমি, আমি, আমি, আমি।

———

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ ৩০।১।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
প্রেমময়ি মা, সুধাময়ি মা, মধুময়ি মা !
মা, মা !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্মের হানি আর অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয় যেই কালে, তখন করি আমি আমারে সৃজন। সাধুগণের রক্ষা আর পাপীদলে বিনাশিতে, যুগে যুগে অবতীর্ণ হই ধরণী মাঝারে।

সব আমি। আমি সর্ব্বভূতের অন্তঃকরণে বস্থিত অআত্মা, আমি প্রাণীদিগের আদি মধ্য ও অন্ত, আদিত্যগণের মধ্যে আমি বিষ্ণু, জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে আমি সূর্য্য। মরুদ্‌গণের মধ্যে আমি মরীচি, নক্ষত্রগণের মধ্যে আমি চন্দ্র, আমি অশ্বসকলের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, আমি গজেন্দ্র সমূহের মধ্যে ঐরাবত, মানববৃন্দের মধ্যে রাজা, আয়ুধ মধ্যে বজ্র, ধেনুগণের মধ্যে কামধেনু, আমি পুত্রোৎপত্তি হেতু মদন, আমি সর্পগণের মধ্যে বাসুকি, আমি নাগগণের মধ্যে অনন্ত, আমি জলচর সকলের মধ্যে বরুণ, আমি পিতৃগণের মধ্যে অর্যমা, আমি নিয়মীগণের যম, আমি দৈত্যসমূহের মধ্যে প্রহ্লাদ, গননাকারীদিগের মধ্যে কাল, আমি পক্ষিগণের মধ্যে গরুড়, আমি পবিত্রকারীবৃন্দের মধ্যে পবন, শস্ত্রধারীগণের মধ্যে দাশরথি-রাম, আমি মৎস্যগণের মধ্যে মকর, আমি সৃষ্টপদার্থ সকলের আদি-অন্ত-মধ্য, আমি স্রোতস্বতীসকলের মধ্যে জাহ্নবী, আমি বিদ্যাসমূহের মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা, আমি বাদিগণের মধ্যে বাদ।

আমি অক্ষর সকলের মধ্যে অকার, আমি সমাসের মধ্যে দ্বন্দ্ব, আমি অক্ষয় কাল, আমি সর্ব্বতোমুখ বিধাতা, আমি সর্ব্বসংহারক মৃত্যু, আমি অভ্যুদয়লাভের যোগ্য-প্রাণীদের অভ্যুদয়, আমি নারীগণের মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা, আমি সামবেদের মধ্যে বৃহৎ সাম, ছন্দ-বিশিষ্ট-

মন্ত্রের মধ্যে আমি গায়ত্রী, আমি মাসসকলের মধ্যে মার্গশীর্ষ, আমি ঋতুর মধ্যে বসন্ত। আমি প্রতারকদিগের দ্যূত, আমি তেজস্বীবৃন্দের তেজঃ, আমি জয়, আমি অধ্যবসায়, আমি সাত্ত্বিকগণের সত্ত্ব, আমি বৃষ্ণিদিগের বাসুদেব, পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয়, আমি মুনিসকলের মধ্যে ব্যাস, আমি কবিগণের মধ্যে শুক্রাচার্য্য, আমি শাসনকর্ত্তাদিগের দণ্ড, আমি জয়ার্থিগণের নীতি, আমি গুহ্য সকলের মধ্যে মৌন, আমি জ্ঞানীদিগের জ্ঞান, আমি সকল ভূতের বীজ, এই চরাচর ভূতসকল আমি, আমার বিভূতির অন্ত নাই। যে যে বস্তু ঐশ্বর্য্যযুক্ত প্রভাব-বলসম্পন্ন সেই সমস্তই আমার তেজের অংশের দ্বারা সম্ভূত হয়েছে। আমি একপদের দ্বারা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয়ে অবস্থান করছি। আমি সব, আমি সব, আমি সব। এক আমি যখন লীলা করবার ইচ্ছা হয়; তখন বহুরূপ ধরে লীলা করি, লীলান্তে সব উপসংহৃত করি, আমি আমি আমি। আমি কমলনয়ন, আমি পরমেশ্বর, আমি পুরুষোত্তম, আমি যোগেশ্বর, আমি হরি, আমি মহাযোগেশ্বর, আমি সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, আমি জ্যোতির্ম্ময়, আমি অনন্ত, আমি বিশ্বতোমুখ, আমি ব্রহ্মা, আমি ঈশান, আমি ঋষিসমূহ, আমি সর্পসমুদয়, আমি বিশ্বেশ্বর, আমি বিশ্বরূপ, আমি, আমি, আমি।

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ,
৩১।১।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
মধুময়ি মা, প্রেমময়ি মা, প্রেমরূপা মা।
গুরো, প্রাণারাম-প্রাণময়-দয়িততম-গুরো।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

যুগে যুগে ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্যই আমি। আসি, আমার আসার অন্যতম কারণ লীলা ; লীলাদেহ আমার সচ্চিদানন্দঘন—তা পঞ্চভূতসঞ্জাত নয়। লীলাতনু ধরে এসে যা লীলা করি—সেই লীলাচিন্তাই ভবসাগরতরণের উপায়। আমি সব। সমুদ্রে যেমন তরঙ্গ ওঠে, তেমনি আমাতে এ জগৎ তরঙ্গ খেলা করে। একমাত্র আমিই আছি,—পরে থাক্‌বো।

আমি কিরীটী, আমি গদাধর, আমি চক্রপাণি, আমি তেজঃপুঞ্জরূপ, আমি দুর্দর্শনীয়, আমি অক্ষর, আমি পরমব্রহ্ম, আমি এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র আশ্রয়, আমি অব্যয়, আমি শাশ্বতধর্ম্মসংস্থাপক, আমি সনাতন-ধর্ম্মপ্রতিপালক, আমি আদি মধ্য ও অন্তহীন, আমি অনন্তবীর্য্য, আমি অনন্তবাহু, সূর্য্য চন্দ্র আমার নেত্র, প্রদীপ্ত অগ্নি আমার বদন, আমি স্বকীয়তেজে বিশ্বকে সন্তপ্ত করি, আমি অদ্ভুত, আমি উগ্র, আমি লোকজ্ঞ, আমি মহাত্মা, আমি সুরবৃন্দ, আমি মহর্ষিগণ, আমি সিদ্ধসমুদয়, আমি রুদ্র, আমি আদিত্য, আমি বসুগণ, আমি সাধ্যসমূহ, আমি বিশ্বদেব, আমি অশ্বিনীকুমার যুগল, আমি মরুদ্‌গণ, আমি উষ্মপা পিতৃমণ্ডলী, আমি গন্ধর্ব, আমি যক্ষ, আমি অসুর, আমি সিদ্ধসঙ্ঘ, আমি মহাবাহু, আমার বহুবদন-নয়ন, আমার বহু উদর, আমি করালদংষ্ট্রাবিশিষ্ট, আমি বিষ্ণু, আমি সুরেশ্বর, আমি জগন্নিবাস, আমি লোকক্ষয়কারী কাল, আমি কেশব, আমি কৃষ্ণ, আমি হৃষীকেশ, আমি ব্রহ্মারও আদিকর্ত্তা, আমি অনন্ত, আমি দেবেশ, আমি অক্ষর, আমি সদসৎ, আমি সদসতের অতীত, আমি আদিদেব, আমি পুরাণপুরুষ, আমি বিশ্বের পরমনিধান, আমি বেত্তা, আমি বেদ্য, আমি পরমধাম,

আমি বিশ্বসমাচ্ছন্নকরে আছি। আমি অনন্তরূপ, আমি বায়ু, আমি যম, আমি অগ্নি, আমি বরুণ, আমি শশধর, আমি প্রজাপতি, আমি অমিতবীর্য্য, অমিতবিক্রম, আমি যাদব, আমি সখা, আমি অচ্যুত, আমি অপ্রমেয়, আমি চরাচরলোকের পিতা, আমি পূজনীয়, আমি গরীয়ান্ গুরু, আমি অপ্রতিম প্রভাব, আমি ঈশ, আমি ঈড্য, আমি পিতাপুত্র, আমি সখা, আমি প্রিয়, আমি দেব (জ্যোতির্ম্ময়), আমি দেবেন্দ্র, আমি বিশ্বনিলয়, আমি চতুর্ভুজ, আমি বিশ্ববাহু, আমি সহস্রবাহু, আমি বিশ্বমূর্ত্তি, আমি তেজোময়, আমি অনন্ত, আমি আদ্য, আমি অক্ষর, আমি অনির্দেশ্য, আমি অব্যক্ত, আমি সর্ব্বত্রগ, আমি অচিন্ত্য, আমি কূটস্থ, আমি অচল, আমি ধ্রুব, আমি ক্ষেত্র, আমি ক্ষেত্রজ্ঞ, আমি জ্ঞান, আমি জ্ঞাতা, আমি জ্ঞেয়, সব আমি সব আমি সব আমি, ছিলাম আমি, থাকবো আমি, আছি আমি। আমার তেজে চন্দ্র, সূর্য্য তেজস্বান্। আমাতেই আমি আছি, আমি আমি আমি।

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ
১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব ।
অমৃতময়ি মা, মধুময়ি মা, প্রেমময়ি মা !
মা, মা, মা, মা, মা, মা !
গুরুদেব, প্রাণারাম প্রেমতম গুরুদেব !
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

আমি ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হই ।

আমি নির্গুণ নিরীহ হয়েও সচ্চিদানন্দঘনরূপে আবির্ভূত হয়ে থাকি, আমার ভক্তগণকে রক্ষা করবার জন্য—আমি ভূতগণের আত্মা, সুহৃদ, ঈশ্বর। আমি ভূতসকলের অধিষ্ঠান, আমি তাদের সৃষ্টি-স্থিতি-নাশের কারণ, আমি কর্ম্মী জ্ঞানী প্রভৃতির গতি, আমি কালের কাল, আমি সত্ত্ব রজঃ ও তম—এই তিন গুণের সাম্যাবস্থারূপিণী প্রকৃতি, আমি গুণবান্ সমস্তবস্তুর স্বাভাবিক ধর্ম্ম, গুণিগণের মধ্যে আমি সূত্র। আমি মহৎপদার্থের মধ্যে মহত্তত্ত্ব, আমি সূক্ষ্মবস্তুর মধ্যে জীব, আমি দুর্জ্জয়গণের মধ্যে মন, আমি বেদ-অধ্যাপকগণের মধ্যে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা, আমি মন্ত্ররাশির মধ্যে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মক প্রণব, আমি অক্ষর সকলের মধ্যে অকার, আমি ছন্দসমূহের মধ্যে মধ্যে ত্রিপদা গায়ত্রী, আমি দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, আমি বসুসমূহের মধ্যে অগ্নি, আমি আদিত্যবৃন্দের মধ্যে বিষ্ণু, আমি রুদ্রসকলের মধ্যে সদাশিব, আমি মহর্ষি-গণের মধ্যে ভৃগু, আমি রাজর্ষিগণের মধ্যে মনু, দেবর্ষিদিগের মধ্যে নারদ, আমি সমস্তধেনুর মধ্যে কাম-ধেনু, আমি সিদ্ধেশ্বরগণের মধ্যে কপিল, আমি পক্ষিগণের মধ্যে গরুড়, আমি প্রজাপতিসমূহের মধ্যে দক্ষ, আমি পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা, আমি দৈত্যগণের মধ্যে অসুরেশ্বর প্রহ্লাদ, আমি নক্ষত্র ও ওষধি-সকলের পালয়িতা চন্দ্র, আমি যক্ষ ও রাক্ষসদিগের মধ্যে কুবের, আমি গজেন্দ্রগণের মধে ঐরাবত, জলজন্তু-

গণের মধ্যে বরুণ, আমি প্রতাপশালি-জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে সূর্য্য, আমি মনুষ্যগণের মধ্যে রাজা, আমি অশ্বসমূহের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, আমি ধাতুসকলের মধ্যে সুবর্ণ, আমি সংযমশীলগণের মধ্যে যম, আমি সর্প-গণের মধ্যে বাসুকি, আমি সর্পরাজগণের মধ্যে অনন্ত, আমি শৃঙ্গী-দংষ্ট্রী পশুগণের মধ্যে সিংহ, আমি আশ্রমসমূহের মধ্যে সন্ন্যাস, আমি বর্ণসকলের মধ্যে ব্রাহ্মণ, আমি প্রবাহযুক্ত-তীর্থজলাশয়ের মধ্যে গঙ্গা, আমি স্থিরজলাশয় মধ্যে সমুদ্র, আমি আয়ুধসকলের মধ্যে ধনু, আমি ধনুর্ধারিদিগের মধ্যে ত্রিপুরারী মহাদেব, আমি আশ্রয়স্থান-নিচয়ের মধ্যে মেরু, আমি দুর্গমদিগের মধ্যে হিমালয়, আমি বৃক্ষগণ মধ্যে অশ্বত্থ, আমি ওষধি মধ্যে যব, আমি পুরোহিতগণের মধ্যে বশিষ্ঠ, আমি ব্রহ্মনিষ্ঠগণের মধ্যে বৃহস্পতি, আমি সকল সেনাপতির মধ্যে ষড়ানন কার্ত্তিক, আমি অগ্রণীগণের মধ্যে ব্রহ্মা, আমি যজ্ঞসমূহের মধ্যে ব্রহ্মযজ্ঞ, আমি ব্রতনিবহ মধ্যে অহিংসা, আমি শুচিসমূহ মধ্যে শুদ্ধ বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য ও বাক্য, আমি অষ্টাঙ্গযোগের মধ্যে আত্মসংযম।

ॐশ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ
২।২।৬৬ সীতানবমী

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

যে ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি অবতীর্ণ হই—সে ধর্ম্ম কি ? ধরতি যঃ স ধর্ম্মঃ যিনি ধারণ করেন তিনি ধর্ম্ম—সে ধর্ম্ম হলাম আমি। আমিই প্রাণরূপে ও সূত্রাত্মারূপে সমস্ত ভূতদেহ এবং নিখিলব্রহ্মাণ্ড ধারণ করে আছি, যখন মানুষ প্রাণের প্রাণ-মনের মন-চক্ষুর চক্ষু-কর্ণের কর্ণ-বাকের বাক্-ঘ্রাণের ঘ্রাণ-সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়স্বরূপ ; আত্মার আত্মস্বরূপ আমাকে ভুলে গিয়ে দেহকে আত্মা ভেবে তার পরিপোষণ ও তুষ্টির জন্য উন্মত্তের মত ছুটোছুটি করতে থাকে, যখন জীব তার পরমানন্দময় আত্মার জ্ঞান বিস্মৃত হয়ে অহরহঃ হাহাকার করতে থাকে, তখন আমি আমাকে সৃজন করে ধর্ম্মসংস্থাপন অর্থাৎ জীবের আত্মা যে আমি, 'আমি ভিন্ন তার আর কাম্য নাই'—জীবের কামাকুলিত-চিত্তে ধর্ম্মকে অর্থাৎ আমাকে সম্যগ্‌রূপে সংস্থাপন করি যার দ্বারা জীব নিঃসংশয়ভাবে বুঝতে পারে—সে দেহ নয় আত্মা, সে দিগ্‌দেশ-কালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম,—এই জ্ঞানে জীবকে সংস্থিত করবার জন্যই আমাকে যুগে যুগে অবতীর্ণ হতে হয়, আমি না বোঝালে কে বোঝাবে ! তাই জীবকে বোঝাবার জন্য, জীবকে পরমানন্দময়-স্বরূপ দেবার জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হই । আমি জয়কামীদিগের মধ্যে নীতি, বিবেকনিপুণগণের মধ্যে আমি আত্মানাত্মবিবেকবিদ্যা, আমি খ্যাতিবাদী সমূহের 'আমি এইরূপ কিংবা এরূপ নহে' এবম্বিধ বিকল্প, আমি নারীগণের মধ্যে শতরূপা, আমি পুরুষদিগের মধ্যে স্বায়ম্ভুব মনু, আমি মুনিগণের মধ্যে নরনারায়ণ, আমি ব্রহ্মচারিসকলের মধ্যে সনৎকুমার, আমি ধর্ম্মসমূহের মধ্যে সন্ন্যাস, আমি অভয়স্থান-সমুদয়ের মধ্যে অন্তর্নিষ্ঠা, আমি গোপ্যপদার্থদিগের মধ্যে প্রিয় বাক্য ও মৌন, আমি মিথুন মধ্যে স্বীয় অর্দ্ধাঙ্গরূপ প্রজাপতি ব্রহ্মা, আমি কালসমূহের মধ্যে সম্বৎসর, ঋতুগণ মধ্যে আমি বসন্ত, আমি মাস সকলের মধ্যে অগ্রহায়ণ, আমি নক্ষত্র নিকর মধ্যে অভিজিৎ, আমি যুগ-

চতুষ্টয়ের মধ্যে সত্যযুগ, আমি বীরগণের মধ্যে মহর্ষি অসিত ও দেবল, আমি ব্যাসসমূহের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন, আমি জ্ঞানিদিগের মধ্যে আত্মজ্ঞ শুক্রাচার্য্য, আমি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী আবির্ভাবের মধ্যে বাসুদেব, আমি ভক্তগণের মধ্যে উদ্ধব, আমি বানরগণের মধ্যে হনুমান্, আমি বিদ্যাধরবৃন্দ মধ্যে সুদর্শন, আমি মণিগণ মধ্যে পদ্মরাগ, আমি সুন্দর পদার্থ মধ্যে পদ্মকোশ, আমি দূর্ব্বাদি তৃণজাতির মধ্যে কুশ, আমি হবিঃসমূহের মধ্যে গব্যঘৃত, আমি ব্যবসায়ি-গণের মধ্যে সম্পৎ, আমি বঞ্চনানিবহের মধ্যে ছলগ্রহ ধূর্ত্ততা, আমি সহনশীলগণের তিতিক্ষা, আমি বলবান্‌দিগের বল, ওজসহ আমি সাত্ত্বিকগণের সত্ত্ব, আমি ভাগবত-দিগের ভক্ত্যাত্মক-কর্ম্ম, আমি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, হয়গ্রীব, বরাহ, নৃসিংহ, ব্রহ্মা, —এই নবমূর্ত্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠমূর্ত্তি বাসুদেব, আমি গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে বিশ্বাবসু, অপ্সরাগণ মধ্যে পূর্ব্বচিত্তি, আমি পৃথিবীধারী অনন্ত, আমি কূর্ম্মাদির স্থৈর্য্য, আমি ধরণীর সুগন্ধ, আমি জলের মধুর রস, আমি দীপ্তিমান্ পদার্থ সকলের মধ্যে অগ্নি, আমি সূর্য্য চন্দ্র ও নক্ষত্র সমূহের প্রভা, আমি আকাশের পরশব্দ।

ॐ श्रीश्रीगुरवे नमः

ওঙ্কারমঠ

৩।২।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

যে ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে আবির্ভূত হই—সে ধর্ম্ম আমি।

আমার ইচ্ছা হয়েছিল "বাহুস্যাং প্রজায়েয়েতি" আমি বহু হব জন্মাব, আমার অপৃথগ্ভূতা মহাশক্তি যোগমায়া সহযোগে আমি অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড হলাম, দেব-দানব-মানব-পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ-বৃক্ষ-লতা-সাগর-ভূধর-সব সাজলাম, ভুল ভুল খেলায় আমি আমাকে ভুলে গেলাম। মানবজন্মই মুক্তির সোপান। মানুষ হয়ে আমি আমাকে ভুলে গেলাম, বাহ্য শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসগন্ধের জন্য আকুল হয়ে বিষয়ের পিছু পিছু ছুট্‌তে লাগলাম, কত জন্মান্তর কেটে গেল, আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে পরমানন্দের নিত্য নিকেতন ভূমা সুখ যে হৃদয় কমলেই আছে তা ভুলে গিয়ে—উন্মাদের মত ছুটতে লাগলাম, কামিনী-কাঞ্চন প্রভৃতি লাভ করবার জন্য, 'আমি আত্মা, আমিই ভূমাসুখ' এ জ্ঞান বিলোপ হয়ে গেল, আমি আত্মধর্ম্মহীন হলাম তাই আমি যে ভূমাসুখ, আমি যে পরম চরম কাম্য—এই ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি, আত্মদানের জন্যই আমার অবতার। সব আমি, সব আমি, সব আমি। বহু সেজে খেলা করছি, আমি ভিন্ন দ্বিতীয় কেহ নাই।

ব্রাহ্মণসেবিগণের মধ্যে আমি বলি. আমি বীরবৃন্দের মধ্যে অর্জ্জুন, আমি ভূত সমূহের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ, আমি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের গতি, উক্তি, ত্যাগ, গ্রহণ ও আনন্দ, আমি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের দর্শন স্পর্শন, শ্রবণ, ও আস্বাদগ্রহণ, আমি পৃথিবী, আমি বায়ু, আমি আকাশ, আমি জল, আমি জ্যোতি, আমি

আমি বিকার, আমি পুরুষ-জীব, আমি অব্যক্ত প্রকৃতি, আমি সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এবং আমি পরং ব্রহ্ম ; আমি সব, আমি সব, আমি সব। আমি এ সকলের পরিগণনাক্রম, আমি জ্ঞানফল, আমি তত্ত্বনির্ণয়, আমি ঈশ্বর, আমি জীব, আমি গুণ, আমি গুণী, আমি ক্ষেত্র, আমি ক্ষেত্রজ্ঞ, আমি ভিন্ন কোথাও অন্যভাব নাই, আমি হয়ত কখন পরমাণুর সংখ্যাও করতে পারি কিন্তু আমি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে আমার কোটি কোটি বিভূতির সংখ্যা করতে পারি না। যাতে যাতে তেজ শ্রী, কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য, হ্রী, ত্যাগ, নয়ন ও মনের আনন্দপ্রদত্ব, ভাগ্য, বীর্য্য, সহনশীলতা, বিজ্ঞান বর্ত্তমান—সে সমস্ত আমার অংশবিভূতি। আমিই আছি, সমুদ্রে যেমন তরঙ্গ উঠে তেমনি জগৎতরঙ্গ আমাতে উঠে খেলা করে. আবার আমাতেই বিলীন হয়ে যায়। সমুদ্রে এবং তরঙ্গে যেমন কোন ভেদ নাই তেমনি জগতে আর আমাতে কোন ভেদ নাই। জগৎ আমার তরঙ্গ, আমাতে আমিই আছি যেমন মাটীর হাঁড়ি-কলসি-সরা-মালসা সব মাটী, যেরূপ সোনার হার, বালা, মাকড়ী, অনন্ত সব সোনা, যে প্রকার পিতলের থালা-ঘটী-বাটী-গাড়ু-ঘড়া পিতল, যেমন লোহার কড়া-বেড়ী-খুন্তি-হাতা লোহা, যেরূপ চিনির হাতী-ঘোড়া-রথ চিনি, তেমনি এ জগতের দৃষ্টাদৃষ্ট বস্তুসমুদয় আমি, আমি নিখিল পদার্থের উপাদান কারণ, আমাদিয়ে জগৎ তৈরী হয়েছে, আমাতেই জগৎ ভাসছে আবার আমাতেই জগৎ ডুবে যাবে। আমি ছিলাম, আমি আছি, আমিই থাকবো। আমি ! আমি !! আমি !!!

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ

৪।২।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব!
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব!
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব!

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত!
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ।

ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ—এই দশ লক্ষণ ধর্ম্ম যখন বিপর্য্যস্ত হয়, মানুষ অধৈর্য্য, ক্ষমাহীন, বাহ্যবিষয়ভোগে আসক্ত, চৌর্য্যরত, শৌচাচার-বর্জ্জিত, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, সংসারমোচিনী ধীবিহীন-অর্থকরী বিদ্যাভ্যাসে যত্নশীল অসত্যাশ্রয়ী ও ক্রোধী হয়ে অসৎ পথে ধাবিত হতে থাকে, সংসারকে সার ভেবে সংসারের সেবায় ইহলৌকিক-ভোগসর্ব্বস্ব হয়ে মানব দেহ ধারণের মহান্ উদ্দেশ্য বিস্মৃত হওত উন্মত্তের মত আত্মনাশের দিকে ছুটতে থাকে; সেই দিগ্ বিদিগ্ জ্ঞানশূন্যগণকে পরমানন্দের পরমপথে চালিত করবো বলে ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আমি অজ হয়ে—জন্মাই, নিরাকার হয়েও সাকার হই, আত্মমায়ায় দেহ ধারণ করে আবির্ভূত হই! সকলকে আনন্দপথের সন্ধান দিয়ে ধর্ম্ম সংস্থাপন করে থাকি, আমার সগুণ-সাকাররূপ পরিগ্রহের উদ্দেশ্যই হল ধর্ম্ম সংস্থাপন, ধর্ম্ম রক্ষিত হলে সমস্ত রক্ষিত হয় ধর্ম্ম। বিষয়ে কিছু থাকে না, তাই আসি আমি যুগে যুগে ধর্ম্মস্থাপন করতে, ধর্ম্ম সংস্থাপন ভিন্ন আমার কোন কর্ম্ম নাই।

আমি পঞ্চভূত, আমি চতুর্দ্দশভুবন, আমি সপ্ত সমুদ্র, আমি হিমালয় আদি পর্ব্বত সকল, আমি রাক্ষসমণ্ডলী, আমি ঋষিগণ, আমি পুরাতন-পুরুষ, সৃষ্টির আদিতে একমাত্র আমিই ছিলাম, এখন আমিই বিদ্যমান আছি, ভবিষ্যতে একমাত্র আমিই থাকবো, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে আমি ভিন্ন আর কিছু নাই। আমি নিত্য, আমি অনিত্য, আমিই বেদ ও ব্রহ্মার স্রষ্টা, আমি অবিদ্যাবিহীন-শুদ্ধ-

স্বরূপ, আমি দক্ষিণ, আমি উত্তর, আমি পূর্ব্ব, আমি পশ্চিম, আমি অধ, আমি ঊর্দ্ধ, আমি দিগ্‌বিদিগ্‌ সর্ব্বত্রই পরিপূর্ণ ভাবে আছি। আমি মধ্যাহ্নে সাবিত্রী, প্রাতে গায়ত্রী, আমি স্ত্রী, আমি পুরুষ আমি নপুংসক, আমিই ত্রিষ্টুপ, আমি জগতী, আমি অনুষ্টুপ, আমি পঙ্‌ক্তিছন্দস্বরূপ, আমিই ঋক্‌ যজুঃ ও সামবেদ প্রতিপাদ্য পুরুষ, আমি সত্য স্বরূপ, আমি অবিদ্যার দ্বারা অভিভূত হই না, আমি দক্ষিণাগ্নি, আমি গার্হপত্য অগ্নি, আমি আহ্বনীয় অগ্নি, আমি গৌরব, আমি গুরু, আমি বাক্য, আমি রহস্য, আমি দ্যৌ, আমি জগন্নিয়ন্তা, আমি সকলের আদিভূত, আমি জ্যেষ্ঠ, আমি সুরগণের শ্রেষ্ঠ, আমি বর্ষিষ্ঠ, আমি সমুদ্রস্বরূপ, আমি আর্ঘ্য, আমি ভগবান্‌, আমি ঈশ্বর আমি বায়ু, ঋগাদি-বেদচতুষ্টয়, আমি ব্রহ্ম, আমি ইতিহাস, আমি পুরাণ, আমি প্রয়োগ ও প্রয়োগ কর্ত্তা, আমি বোধায়নাদি-স্বরূপ, আমি নারাশংসী মন্ত্র, আমি যজ্ঞ প্রশংসাদি, আমি উপাসনা, আমি উপনিষদ্‌, আমি শ্লোক, আমি সূত্র, আমি অনুব্যাখ্যান, আমি ব্যাখ্যা, আমি গন্ধর্ব্বাদি বিদ্যা, আমি যাগ, আমি হোম, আমি সাধনদ্রব্যসকল, আমি দানীয়গবাদি, আমি দান, আমি ইহলোক, আমি পরলোক, আমি ক্ষর, আমি অক্ষর, আমি সর্ব্বভূত, আমি দম, আমি শম, আমি খগ (বেদ গরুড়), আমি বেদসমূহের গুহ্য বস্তু, আমি অনন্যসম্ভূত দ্রব্য; আমি! আমি!! আমি!!!

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ
৫।২।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

ধর্ম্মস্থাপনের জন্যই আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। দশলক্ষণধর্ম্মের মধ্যে সত্য অন্যতম। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ব্রহ্মসত্যস্বরূপ, আবার এই যে সম্প্রসাদ (সম্যক্ গুণযুক্ত বিদ্বান্) এ শরীর হতে উত্থিত হয়ে এবং 'পরম জ্যোতিঃ' সম্পন্ন হওত স্বীয় স্বরূপে অবস্থিতি লাভ করেন। ইনিই আত্মা, ইনিই অমৃত অভয়, ইনিই ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মের নাম সত্য (১)। আমি সত্যব্রহ্ম, আমার সতব্রহ্ম-নামের তিনটি অক্ষর স, তী, অম্, 'স'কার অমর, "ত" মর, আর "য" অক্ষর দুটীকে বশীভূত করে এরূপ যিনি জানেন ব্রহ্ম-আমাকে লাভ করেন। ধর্ম্মই সত্য, "যো বৈ স ধর্ম্মঃ সত্যং"(২) সেই যে ধর্ম্ম তাহাই সত্য, ধর্ম্মই সত্য, দেবগণ সত্যআমার উপাসনা করেন—সত্যনামের স ৎ য তিনটি অক্ষর, প্রথম ও শেষ অক্ষর দুটী সত্য মাঝের 'ত'টী মিথ্যা, মিথ্যাটি উভয় দিকে সত্যবহুল হয়ে সত্যই হয়, 'সত্যং হ্যেব ব্রহ্ম' যিনি মহান্-পূজ্য-প্রথমজ-আমাকে সতব্রহ্ম বলে জানেন, তিনি সকললোক জয় করেন। কারণ সত্যই ব্রহ্ম। আমি সত্যব্রহ্ম আদিত্য, আমি আদিত্যমণ্ডলে অবস্থিত পুরুষ, এবং দক্ষিণচক্ষুতে অবস্থিত-পুরুষ আদিত্যপুরুষ, আমি রশ্মি অবলম্বনে অক্ষি-পুরুষে প্রতিষ্ঠিত এবং অক্ষিপুরুষ আমি ইন্দ্রিয়গণের সহায়ে আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত, সূর্য্যমণ্ডলস্থিত-পুরুষ আমার মস্তক, ভূঃ বাহু, ভুবঃ চরণদ্বয়, স্বর্ আমার রহস্য নাম অহর।

দক্ষিণঅক্ষিতে স্থিত পুরুষ আমার ভূঃ মস্তক, বাহুদ্বয় ভুবঃ এবং চরণদ্বয় স্বর্, আমার রহস্য নাম

(১) ছান্দোগ্য, (২) বৃহদারণ্যক।

অহম্।(১) এই ধর্ম্ম সর্ব্বভূতের মধু। সর্ব্বভূত এই ধর্ম্মের মধু, এই ধর্ম্মে যিনি তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এবং যিনি এই শরীর মধ্যে ধর্ম্মাভিমানী তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এরাও মধু,—এই ধর্ম্মাদি চতুষ্টয় তিনিই—যিনি আত্মা বলে প্রতিজ্ঞাত হয়েছেন।

এই সত্য সর্ব্বভূতের মধু, সর্ব্বভূত এই সত্যের মধু,—এই সত্যে যিনি তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে প্রতিষ্ঠিত সাত্য (আচাররূপ ধর্ম্মে অভিমানী) তেজোময়-অমৃতময়-পুরুষ এরাও মধু, এই সত্যাদিচতুষ্টয় তিনিই—যিনি আত্মা।

আমি আত্মা, আমার নাম অহঃ, আমার নাম অহং। সেই ভূমা তিনি নিম্নে, তিনি উর্দ্ধে তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে, তিনিই এই সমস্ত। আমি অধোভাগে, আমি উর্দ্ধে, আমি পশ্চাতে, আমি সম্মুখে, আমি দক্ষিণে, আমি উত্তরে, আমিই এই সমস্ত। আত্মা নিম্নে, আত্মা উর্দ্ধে, আত্মা পশ্চাতে, আত্মা সম্মুখে, আত্মা দক্ষিণে, আত্মা উত্তরে, এই সমুদয় যাহা কিছু সব আত্মা। আমার নাম ব্রহ্ম-আত্মা, আমি অজ, আমি অজর, আমি অমর, আমি অমৃত, আমি অভয় আমি সব, আমি সব, আমি সব। ভূতাকাশ আমি, দেহস্থ আকাশ আমি, আমিই হৃদয়পদ্মস্থ আকাশ, আমি দ্যুলোকের উপরে, সকলের উপরে তেজঃজ্যোতি, আমি কোটি সহস্র প্রকার নাদ, আমি কোটিশত জ্যোতি, আমি রস, আমি রসতম, আমার সমান বা আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। আমি কেবল লীলা কর্‌বার জন্য বহুরূপ ধারণ করি। যা কিছু দেখা যায় তা আমি, যা দেখা যায় না তা আমি, আমাতে আমিই আছি।

১।(বৃহদারণ্যক ৪।৫)।

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ,
৬।২।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব!
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব!
সদানন্দময়ি মা- করুণাময় গুরুদেব!

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত!
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

সেই সত্যধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য প্রতি যুগে অবতীর্ণ হই। চতুষ্পাদধর্ম্মের 'তপঃ-শৌচ-দয়া-সত্য' চারিটি পাদ, তার মধ্যে সত্য একটি পাদ, এই সত্য পরব্রহ্ম, সত্যই জনার্দ্দন, সত্যই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, সত্য ছাড়া ধর্ম্ম নাই। সত্যেই পুণ্য থাকে, যথার্থ কথনের নাম সত্য। ধর্ম্মেই সুখ, ধর্ম্ম সমৃদ্ধির কারণ সত্যই পরংব্রহ্ম, সত্যই জ্ঞানময়, সত্যেই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হয়, সত্যই সাম্য ও বস্তুধর্ম্ম, জীবের শরণ্য হল সত্য, দেবগণ দেবকীমাতার গর্ভস্থ আমাকে স্তব করেছিলেন, হে ভগবন্! আপনি সত্যসঙ্কল্প, সত্যের দ্বারা আপনাকে পাওয়া যায়। ত্রিকালে সৃষ্টির পূর্ব্বে পরে ও বর্ত্তমানে আপনি সর্ব্বদা বিদ্যমান, আপনি পঞ্চ-ভূতের উৎপত্তিস্থান, ঐ পঞ্চভূতে আপনি অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থান করেন, ঐ ক্ষিত্যাদির বিনাশ হলেও আপনি অবশেষ থাকেন। প্রিয় সত্যবাক্য ও সর্ব্বত্র সমদর্শন এ উভয়ের আপনিই প্রবর্ত্তক। আপনি সত্যাত্মক, আমরা আপনার শরণাপন্ন হলাম। এভাবে স্তব করে তাঁরা গমন করেন। দশলক্ষণ ধর্ম্মের প্রধানলক্ষণ সত্য আমি। আমি অজঃ স্বরূপ, আমি জল, আমি পবিত্র, আমি মধ্য, আমি বহিঃ, আমি অন্ত, আমি অগ্র, আমি অব্যয়, আমি জ্যোতি, আমি অন্ধকার, আমি পঞ্চতন্মাত্র, আমি ইন্দ্রিয়, আমি বুদ্ধি, আমি অহঙ্কার, আমি বিষয়, আমি ব্রহ্মা, আমি বিষ্ণু, আমি মহেশ্বর, আমি উমা-স্কন্দ-গণেশ, আমি ইন্দ্র, আমি অগ্নি, আমি যম, আমি নিঋর্তি, আমি বরুণ, আমি বায়ু, আমি কুবের, আমি শিব, আমি ভূর্লোক, আমি ভুবর্লোক, আমি স্বর্লোক, আমি মহর্লোক, আমি জনলোক, আমি তপোলোক, আমি সত্যলোক, আমি পৃথিবী, আমি জল, আমি তেজ, আমি বায়ু, আমি আকাশ, আমি সূর্য্য, আমি চন্দ্র, আমি নক্ষত্র, আমি গ্রহ, আমি পঞ্চপ্রাণ, আমি বর্ত্তমান কাল,

আমি মৃত্যু, আমি অমৃত, আমি অতীতকাল স্বরূপ, আমি ভূত-ভবিষ্যতকালবর্ত্তী সমস্ত বিশ্বস্বরূপ, আমি অন্তর্য্যামী, আমি গায়ত্রীর আদিভূত ওঙ্কার, আমি বিরাট মূর্ত্তি, আমি ভুক্ত, আমি পীত, আমি কৃত, আমি অকৃত, আমি পর, আমি অপর, আমি সর্ব্বাশ্রয় সূর্য্যস্বরূপ, আমি জগতের হিতকারী, আমি দিব্য, আমি অক্ষরস্বরূপ, আমি সূক্ষ্ম ও অব্যয়। আমি প্রাজাপত্য-পবিত্র, আমি সৌর্য্য, আমি অগ্রাহ্য, আমি অপ্রিয় বস্তুস্বরূপ, আমি সংহর্ত্তা, আমি নগ-সাগরাদির বিনাশক, প্রলয়াগ্নির আশ্রয়, আমিই প্রাণীহৃদয়ে দেবতা ও প্রাণরূপে অবস্থিত রয়েছি, উত্তরদিকে আমার মস্তক, দক্ষিণদিকে আমার চরণ এবং সমস্তই আমার মধ্যভাগ, আমি ত্রিমাত্র-ওঙ্কার, আমি ওঙ্কারজাপীগণকে স্বর্গে উন্নীত করি এবং পুণ্যক্ষীণ হ'লে অধঃকৃত করি, আমি ওঙ্কার, আমি নিত্য, আমি সনাতন-পুরুষ, আমি প্রণব, আমি সর্ব্বব্যাপী, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব ও সুরসকল আমার আদ্যন্ত জানতে পারে না বলে আমি অনন্ত, আমি ভক্তকে গর্ভ-জরা ও মৃত্যুরূপ-সংসারসাগর হতে পার করি বলে—আমি তার। আমি জরায়ুজ-অণ্ডজ-স্বেদজ-উদ্ভিদ। সব আমি, সব আমি, সব আমি।

ॐ৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ
৭।২।৬৬ বৈশাখী পূর্ণিমা

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্যই আমি যুগে যুগে দেহ ধারণ করি। "যতোঽভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সঃ সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ" যা হতে অভ্যুদয় ও জগতের উন্নতি এবং মোক্ষলাভ হয় তাইই ধর্ম্ম। "বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মস্তদ্ বিপর্যয়ঃ" বেদবিহিত কর্ম্মই ধর্ম্ম আর যা তার বিপরীত তা অধর্ম্ম, আর্য্যগণের বেদই সর্ব্বস্ব, বেদই সংসার পথের পথপ্রদর্শক, বেদ অবলম্বনে মানুষ জগতের কল্যাণ এবং মোক্ষ লাভে সমর্থ হয়। যখন কাল-প্রবাহে বৈদিক ধর্ম্ম বিপর্য্যস্ত হয়, ইন্দ্রিয়ের দাস মানবগণ যখন যথেচ্ছাচারে রত হয়, মানব জীবনের কাম্য একমাত্র ভোগ,—এই ভেবে অন্য বর্ণ তো দূরের কথা; যে ব্রাহ্মণের দেহ তপস্যার জন্য সুখের নিমিত্ত ব্রাহ্মণ জগতে আসে না; ইহলোকে তপস্যা এবং পরলোকে অনন্ত সুখ যাঁর কাম্য—সেই ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম-কর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে, ভোগপঙ্কে নিমগ্ন হয়ে, কামিনী-কাঞ্চনই একমাত্র পরম কাম্যবোধে, একান্তভাবে তারই সেবায় নিযুক্ত হন। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রও ভোগের পশ্চাতে পশ্চাতে উন্মাদের মত ছুটতে থাকে। বেদ ও শাস্ত্র সকলের কাছে উপেক্ষিত হয়।

কেবল ভোগের জন্য মানুষ আত্মজীবন ডালি দেয়, সংযম-তপস্যা-ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি হাসির কথা হয়। যখন আমাকে পর্য্যন্ত মানুষ স্বীকার করতে চায় না, চায় শুধু ভোগ ভোগ, ধর্ম্ম বিলুপ্তপ্রায় হয়ে যায়, মানুষ ছাগ ও গর্দ্দভের ন্যায় সম্বন্ধ বিচার পর্য্যন্ত ত্যাগ করে নারীর পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটতে থাকে, নারীগণ যথেচ্ছা চারিণী হয়, পতি নারায়ণ এ কথা ভুলে গিয়ে পরমারাধ্য-স্বামীর সঙ্গে দাসের ন্যায় ব্যবহার করে, ইচ্ছামত পরপুরুষসঙ্গ অবাধে করতে থাকে, সতীত্ব, পাতিব্রত্য, নারীর লজ্জাশীলতা যখন একটা হাসির কথা হয়, শাস্ত্রবাণীকে যখন লোকে ব্যঙ্গ করে, অধর্ম্মের নিরতিশয় উত্থানে যখন ধর্ম্ম ক্ষীণ হয়ে যায়

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম দলিত হয়, আমি তখন অধর্ম্মের নাশ করবার জন্য বৈদিকধর্ম্মের সংস্থাপনের নিমিত্ত আবির্ভূত হই। জনমণ্ডলীকে আবার শাস্ত্রপথে চালিত করি, তাদের যে একমাত্র কর্ত্তব্য ভগবৎ-সাক্ষাৎকার—বুঝিয়ে দিই, সকলকে শাস্ত্রপথে চালাই। অশাস্ত্রীয় ভোগে মানুষ কত যন্ত্রণা, কত রোগ। ভোগ করে একটি একটি করে দেখিয়ে দিয়ে, তাদের আনন্দের পথে লয়ে যাই। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ব্যতীত আর্যগণের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স লাভ হয় না, তা বুঝিয়ে জানিয়ে দিয়ে সেই ধর্ম্মহীন-ভোগ-লম্পট, রোগ-শোক-অভাব-জ্বালা-যন্ত্রণায় আকুল মানবগণকে শান্তির পথ পরমানন্দের পরম পথের সন্ধান দিই। তাদের আনন্দ পরিবেশন করি, তারা বুঝতে পারে যে শাস্ত্রপথই প্রকৃত পথ—তাইই একান্তভাবে অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এইভাবে আমি ধর্ম্ম সংস্থাপন করে বিপথগামী জীবকুলকে প্রকৃত মার্গে চালিত করি। আমার আসা—কেবল ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য।

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ
৮।২।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা   করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা   করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা   করুণাময় গুরুদেব !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

আমি আসি—ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য। তত্র যৎ সত্যং স ধর্ম্মো, যো ধর্ম্মঃ স প্রকাশো, যৎ প্রকাশস্তৎসুখম্ (মহাভারত) যা সত্য তাই ধর্ম্ম যা ধর্ম্ম, তাই প্রকাশ যা প্রকাশ, তাই সুখ। সত্যই ধর্ম্ম, সত্য একমাত্র আমি, আমিই ধর্ম্ম, আমিই প্রকাশ, আমিই পরমভূমা সুখ। মানুষ যখন অজ্ঞানবশে আমাকে হারিয়ে ফেলে অন্ধ হয়ে যায়, স্বতঃপ্রকাশ আমাকে আশ্রয় না করে অবিদ্যাবশে দেহাত্মবোধের জন্য; ক্ষুদ্র ভোগ সুখ লাভের জন্য; আকুল হয়, কান আত্মপ্রশংসা, ত্বক্ নারীস্পর্শ, চক্ষু পরনারীর রূপ, জিহ্বা অশাস্ত্রীয় রজস্তমবর্দ্ধক রস, নাসিকা অকিঞ্চিৎকর রাজসিক গন্ধ, বাক্ মিথ্যা দুষ্ট ও কামবর্দ্ধক বাক্য, পাণি নারীর অঙ্গস্পর্শ গ্রহণ ও পাদ যখন কুস্থানে যেতে অভ্যস্ত হয়, তুচ্ছ লৌকিক ভোগ ভিন্ন আর কিছু নাই—এই স্থির করে যখন সাংসারিক ভোগ্যপদার্থে একান্ত আসক্ত হয়ে পড়ে শাস্ত্রকে অবমাননা করে যথেচ্ছ ভোগে রত হয়, শাস্ত্রপাঠ যখন চলে যায়, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় আদি সকল বর্ণই অর্থকরী বিদ্যা অভ্যাসে আত্মনিয়োগ করে, ভোগের জন্য যখন মানব অর্থকে পরমার্থ ভেবে; সৎপথ শাস্ত্রমার্গ পরিহার করত ধনোপার্জ্জনে নিরত হয়, শাস্ত্র ও শাস্ত্রপাঠী, শাস্ত্রপথ অবলম্বনকারীগণ যখন সাধারণের নিকট পরিহাসের পাত্র হয়, বেদ ও শাস্ত্রকে বিলুপ্ত কর্‌বার জন্য ভোগোন্মাদ অধার্ম্মিকগণ বদ্ধপরিকর হয়, যখন ধর্ম্মপরায়ণগণ হাহাকার কর্‌তে থাকেন, আমি তখন স্থির থাকতে পারিনা, ছুটে আসি—ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য, ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসি। চিন্‌তে পারেনা—সেই ভোগান্ধগণ আমাকে চিন্‌তে না পেরে সাধারণ মানুষ মনে করে। আমার সঙ্গে শত্রুতা করতেও পশ্চাৎ পদ হয়না, তা'হলেও

আমি আমার কার্য্য ধর্ম্মসংস্থাপন করি। একবার নয়, যুগে যুগে যখন যখন প্রয়োজন হয়, তখন তখন আবির্ভূত হয়ে আমার ধর্ম্মকে আমি উত্তমরূপে আরোপণ করি, আবার ধর্ম্মের অত্যুজ্জ্বল আলোকে জগৎ আলোকিত হয়। অধার্ম্মিকগণ সূর্য্যোদয়ে পেচকাদি—নিশাচরগণের ন্যায় লুক্কায়িত হয়। আবার মানুষ স্বীয় জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য স্থির করে নিয়ে আত্মদর্শনের পথে অগ্রসর হতে থাকে। ওরে ওরে, আমার প্রিয়তম প্রাণাধিকগণ! আমি যে তোদের দূরে থাকিনা, অন্তরের অন্তঃস্থলে সতত বিরাজমান, দেখ দেখ ফিরে চেয়ে দেখ—তুই কত সুখের অধীশ্বর, ওরে ফিরে দেখরে—তুই কে? কেন দেহ-ধারণ করেছিস্? তোর কর্ত্তব্য কি বুঝেনে। আয় আয় ফিরে আয়, অন্তরে ফিরে আয়। আমি ভূমাসুখ নিয়ে তোকে ডাক্‌ছি, কতদিন কত যুগ যুগান্তর ডাক্‌ছি, আয় আয় দয়িততম! তোর আনন্দরাজ্যে চেয়ে দেখ ভূমাকে। মহতোমহীয়ান্ ভূমা, যা ভূমা তাহাই সুখ, অল্পে সুখ নাই। ভূমাই সুখ, তিনি নিম্নে, তিনি ঊর্দ্ধে, তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে, তিনিই এই সমস্ত। আমিই অধোভাগে, আমিই উর্দ্ধে, আমি পশ্চাতে, আমি সম্মুখে, আমি দক্ষিণে, আমি উত্তরে, আমি এই সমস্ত আত্মাই নিম্নে, আত্মাই ঊর্দ্ধে, আত্মা পশ্চাতে, আত্মা সম্মুখে, আত্মা দক্ষিণে, আত্মা উত্তরে, আত্মাই এই সমস্ত ধর্ম্মসংস্থাপন করে,—এই ভূমা সুখের সন্ধান দিই, এই জন্যই আমি আসি।

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ
৯।২।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

আমি উত্তমরূপে ধর্ম্ম রক্ষা করবার জন্যই যুগে যুগে আবির্ভূত হই ।

ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুঃ ধর্ম্মেণ বিধৃতাঃ প্রজাঃ ।
যঃ স্যাদ্ধারণসংযুক্তঃ স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥

যাহা ধারণ করে তাহাই ধর্ম্ম । ধর্ম্মের দ্বারা জনমণ্ডলী বিধৃত হয়ে আছে । যা ধারণসংযুক্ত তাহাই ধর্ম্ম, জগৎকে যিনি ধারণ করেন—তিনি ধর্ম্ম ।

স্মৃতি-শ্রুতিভ্যামুদিতং যৎ স ধর্ম্ম প্রকীর্ত্তিতঃ ।
অন্যশাস্ত্রেণ যঃ প্রোক্তো ধর্ম্মাভাসঃ স উচ্যতে ॥

স্মৃতি ও শ্রুতিতে যা কথিত হয়েছে—তাইই ধর্ম্ম বলে কথিত হয় । অন্য শাস্ত্রে যা বলা হয়েছে তা ধর্ম্মাভাস ।

স্মৃতি শ্রুতি প্রভৃতির একমাত্র লক্ষ্যই আমি । জন্ম হতে মরণকাল পর্য্যন্ত দিবারাত্রি অষ্টপ্রহর কি ভাবে চল্‌তে হবে—স্মৃতিশাস্ত্র তা উপদেশ করেছেন । স্মৃতিশাস্ত্রের কথিত মত যাঁরা চলেন, জীবন-গঠন করেন, তাঁরা অনায়াসে অবিদ্যার কবল হতে মুক্ত হতে সমর্থ হন । অতি সত্বর তাঁদের পাপক্ষয় হয়ে যায় । শ্রুতি দেহাতীত আত্মার উপদেশ করেছেন—এই আত্মতত্ত্ব পুত্র হতে প্রিয়তর, বিত্ত হতে প্রিয়তর, সকল হতেই প্রিয়তর । কারণ আত্মা অন্তরতম । সমস্ত বস্তুর জন্য সমস্ত বস্তু প্রিয় তা নয়, আত্মার জন্য সমস্ত প্রিয় হয়ে থাকে । যথাবিধি স্মৃতিশাস্ত্র বিহিত কর্ম্মশ্রুতি পাঠ করতে করতে

পাপক্ষয় হয়ে যায়, পাপক্ষয় হলেই মানুষের জ্ঞানোৎপন্ন হয়। আমি দেহ নই,—আত্মা—এই জ্ঞানের আবির্ভাব হলে মানুষ মুক্ত হয়ে যায়। দেহের বাঁধনে আর বাঁধা থাকে না। স্মৃতি-শ্রুতিবিহিত ধর্ম্ম যখন ক্ষীণ হয়ে যায়, তখন জীবকুল ধর্ম্ম নাশ হেতু আকুল হয়ে পড়ে কেবল যন্ত্রণার পর যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে থাকে, তাই আমার জীবকে জ্বালা-যন্ত্রণার কবল হতে মুক্ত করে পরমানন্দ দান করবো বলে—আমি অজ হয়েও জন্ম নিই। আমার জীবকে বড় ভালবাসি, তাদের পরমানন্দ দিবার জন্যই ধর্ম্ম সংস্থাপন করে থাকি—"সর্ব্বং ব্রহ্মোপনিষদং" সমস্তই উপনিষদ কথিত ব্রহ্ম—এই জ্ঞানলাভে জীব কৃতার্থ হয়ে যায়। তাই আসি আমি ধর্ম্মসংস্থাপন করবার জন্য। একমাত্র ধর্ম্মহীনতার জন্য আত্মা যে নিত্য শুদ্ধ মুক্ত বুদ্ধ—এ জ্ঞানাভাবে মানবকুল কত হাহাকার করে। সে যে সিংহশিশু, সে যে মেষ নয়—তা বুঝতে পারেনা, সে যে অচ্ছেদ্য-অক্লেদ্য-অশোষ্য আত্মা তা জান্‌তে না পেরে, কত যুগ-যুগান্তর ধরে দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত থাকে, তাই আসি আমি ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য। এই স্মার্ত্ত-শ্রৌত-ধর্ম্ম স্থাপিত হলে, মানব ধর্ম্মপথ অবলম্বন কর্‌লে, তার আর জ্বালা থাকে না। তার আত্মস্বরূপ জেনে যে যে আমার প্রকৃতি, আমার অংশ, এ অনুভব করে পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়। ডাকি আমি, সদাই ডাকি সকলকে। আয় আয়, ওরে পথহারা ছুটে আয়, অবলম্বন কর শাস্ত্র পথ, তোকে কিছু ভাবতে হবে না, তুই যে কোথা দিয়ে কেমন করে দুস্তর সংসার সাগর পার হয়ে গেছিস্, বুঝতেও পারবি না। হাঁ, আমি আসি ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য।

———

ॐ৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ
১০।২।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্ম উত্তমরূপে স্থাপিত করবার জন্যই আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই ।

বেদ ও স্মৃতি বিহিতক্রিয়াসাধ্য ধর্ম্ম যখন লোপ পায়, মানুষ যখন দেহ পোষণ ভিন্ন অন্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করে ; ভোগের কীট হয়ে ; ভোগে ডুবে যায়, তখন তাদের উদ্ধারের জন্য আমাকে আসতে হয় ।

ইজ্যাধ্যয়নদানানি তপঃ সত্যং ধৃতিঃ ক্ষমা ।
অলোভ ইতি মার্গোঽয়ং ধর্ম্মশ্চাষ্টবিধঃ স্মৃতঃ ॥

যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, তপস্যা, সত্য, ধৈর্য্য, ক্ষমা, আর অলোভ ধর্ম্ম এই আট প্রকার। যখন যজ্ঞ বিলুপ্ত হয়ে যায়, যজ্ঞ করাত দূরের কথা যজ্ঞের নাম পর্য্যন্ত কারও কর্ণগোচর হয় না, কি কি যজ্ঞ পূর্ব্বে আর্য্যগণ করতেন জানবার প্রয়োজন বোধ কেহ করেনা, যখন ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম লুপ্ত হয়, অর্থকামুক পিতা অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করে, বেদ অধ্যয়ন দেশ হতে চলে যায়, শাস্ত্রঅধ্যয়ন যখন বৃত্তির জন্য অনুষ্ঠিত হয়, যে দানের দ্বারা মানুষ সমস্ত বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করতে পারে—সে দানের কথা ভুলে গিয়ে মাত্র জঠরভরণের জন্য যখন মানুষ সতত চেষ্টিত হয়, তপস্যা—যে তপস্যার বলে মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে—সে তপস্যা করবার ইচ্ছা কারও হয় না, মাত্র ঐহিক ভোগ লাভই মানুষের পরম চরম কাম্য হয়, সত্য ধৈর্য্য ও ক্ষমা যখন মানবগণ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হয়, মানব যখন দানব হয়ে ধর্ম্ম ধ্বংস করতে থাকে, তখন আমি স্থির থাকৃতে পারিনা ; সাধুগণের আর্ত্তনাদে যখন জগৎ ভরে যায়, সেই ব্যথা ভরা হাহারব আমাকে স্থির থাকৃতে দেয় না, আমি অবতরণ করি। আমার পরম ধাম থেকে নেমে আসি—ধর্ম্মের হানি দূর করবার জন্য। অধার্ম্মিকগণকে বিনাশ করবো বলে যোগমায়া অবলম্বনে নরদেহ ধারণ করত ধর্ম্ম সংস্থাপন

করে থাকি। ধর্ম্মই জগৎকে ধারণ করে আছেন। চন্দ্র-সূর্য্য ধর্ম্ম কর্ত্তৃক বিধৃত হয়ে যথানিয়মে স্ব স্ব কার্য্য করেন। ঋতু সকল ধর্ম্মের শাসনে যথানিয়মে এসে উপস্থিত হয়, ধর্ম্মহীন হলে সংসারের চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকে না, ধর্ম্মহীন মানব পশুর সমান। ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি অসাধ্য সাধন করতে পারেন, ধর্ম্ম ব্যতীত একপদও কেউ চলতে পারে না। ধর্ম্মহীন-মানবনামধারি দানবগণের দুঃখ কেউ মোচন করতে পারে না, মানবগণের দুঃখ দূর করে, তাদের আনন্দ দিতে দিতে আমার পরমানন্দময় লোকে আনবো বলেই ত নামি আমি ধরাধামে। যখন পথহারা মানুষসকল আমার রূপ দেখে, আমার গুণ শুনে, আমাতে অনুরক্ত হয়, তখন তাঁদের কৃত অধর্ম্ম আর থাকে না। আমার নামে আমার স্মরণে পাপী নিষ্পাপ হয়ে যায়। ধর্ম্মই যে একমাত্র অবলম্বনের বস্তু তা বুঝতে পেরে সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মকে আশ্রয় করে। ধর্ম্মও তাঁকে রক্ষা করেন। ধর্ম্ম ভিন্ন জগচ্চক্র চলতে পারে না। ধর্ম্ম রক্ষা কর্বার জন্যই আমি এসেছি, আসি ও আসবো।

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ
১১।২।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ।

ধর্ম্মই ত সব, ধর্ম্মই ত ধরণীকে ধরে রেখেছে, সে ধর্ম্ম যখন লুপ্তপ্রায় হয়ে যায় তখন আমাকে দেহ ধারণ করে ধরাতলে আবির্ভূত হতে হয়।

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ ।
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ ধর্ম্মস্য লক্ষণম্ ॥ মনুঃ

বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও স্বীয় আত্মার প্রীতিজনক, এই চারিটি সাক্ষাৎ ধর্ম্মের লক্ষণ। যখন বেদের পঠন পাঠন চলে যায়, স্মৃতি ও যখন অনুষ্ঠানহীন শাস্ত্রজ্ঞের হাতে নির্যাতন ভোগ করে, সদাচার কাকে বলে—জনমণ্ডলী যখন তাও জানবার চেষ্টা করে না; শুধু পশুর মত ভোগ লাভের জন্য ইতস্তত ধাবিত হয়, ভোগের জন্য কায়-মন-বাক্য সমর্পণ করে যখন মানুষনামধারী অদ্ভুত জীবগণ অর্থোপার্জ্জন করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বুঝে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ন্যায়, অন্যায় ইত্যাদি কোনদিকে দৃষ্টিপাত না করে অর্থোপার্জ্জনেই রত হয়, দ্বিজগণ সন্ধ্যা-পূজা-জপাদি ত্যাগ করত. অর্থ অর্থ করে ছুটতে থাকে, আহার-বিহারের একেবারে নিয়মশূন্য হয়, পশুর মত যেখানে সেখানে যার তার হাতে যখন তখন ভোজন করে, শাস্ত্রবাক্য অবহেলা করাই যখন ঔদার্য্য বলে গণিত হয়, মানুষ যখন বাইরের নেশায় উন্মাদ হয়ে বাইরের দিকে পাগলের মত ছুটে, তখন তখন আমি স্থির থাকতে পারি না। বর্ণাশ্রম ধর্ম রক্ষা করবার জন্য অবতীর্ণ হই। আর্যগণের যা কিছু সব বর্ণাশ্রমধর্মের মধ্যে। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, সংহিতা, তন্ত্র সকল শাস্ত্রই বর্ণাশ্রম ধর্মের মহিমা ঘোষণা করেছেন—এই বর্ণাশ্রম ধর্ম দলিত হলে আর্য্যগণের আর্য্যত্ব বলে কিছু থাকবে না, কালের প্রভাবে

ব্রাহ্মণেতর বর্ণীগণ শাস্ত্রপাঠ করে বর্ণাশ্রম ধর্ম যখন বিদলিত করতে অগ্রসর হয়, তখন আমাকে আসতে হয়। আমার সাক্ষাৎ আবির্ভাব ব্যতীত কেউ আমার শাস্ত্র মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে না, তাই আসি আমি যুগে যুগে, ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আবির্ভূত হই। ধর্মই মানবের একমাত্র সাথী। মানুষ একাকী জন্মগ্রহণ করে একাকীই নাশ প্রাপ্ত হয়। পিতামাতা আত্মীয় স্বজন কেউই কারো অনুগমন করে না। ধর্মই কেবল জন্ম জন্মান্তর গমন করেন। ধর্মের অনুষ্ঠানে মানুষ মুক্তিলাভে সমর্থ হয়, এজন্য ধর্মের সেবা করা কর্ত্তব্য।

ধর্মো মাতা পিতা ভ্রাতা ধর্মো নাথঃ সুহৃত্তথা।
ধর্মঃ স্বামী সখা গোপ্তা তথা ধাতা চ পোষকঃ॥ ব্রহ্মপুরাণ

ধর্ম মাতা, ধর্ম পিতা, ভ্রাতা, ধর্ম্ম নাথ, সুহৃৎ, ধর্ম স্বামী, সখা, রক্ষাকর্ত্তা, ধর্ম ধারণকর্ত্তা, পোষক। একমাত্র ধর্ম আশ্রয় করলে মানুষ তার পরম কাম্য,—যার জন্য কল্প কল্পান্তর, যুগ যুগান্তর জন্ম জন্মান্তর নানা সাজে সেজে ভ্রমণ করছে, ধর্মই সেই "আত্মরত্ন" সেই অমূল্য ধন সেই প্রিয় হতে প্রিয়তম আমাকে লাভ করিয়ে দেয়। তাই আমি আমার প্রিয়তমগণকে আমার কাছে নেবার জন্য, তাদের পরমানন্দ দান করব বলে আসি, বার বার আসি, আর ধর্মসংস্থাপন করি, বিনা ধর্ম স্থাপনে তো আমার প্রিয়তমগণ আমাকে পাবে না! আমার প্রাপ্তির পথ জান্তে পারবেনা, তাই যুগে যুগে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আসি।

—০—

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ
১২।২।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত কর্‌বার জন্যই আমি যুগে যুগে দেহ ধারণ করি । ব্রহ্মা বলেছেন—

শ্রুতি-স্মৃত্যুদিতং ধর্ম্মং যো নাচরতি মূঢ়ধীঃ ।
শুনঃ শেফেন নূনং স ভবাব্ধিং তর্ত্তুমিচ্ছতি ॥
ধর্ম্মমূলমিদং সর্ব্বং ধর্ম্মমূলং জনার্দ্দনঃ ।
ধর্ম্মেণ নীয়তে তস্মাৎ স্বমূলং প্রতি মানবঃ ॥
অয়মেব পরো ধর্ম্মো যেন গম্যো ভবেদ্ধরিঃ ।
যেন ন প্রাপ্যতে বিষ্ণুঃ স ধর্ম্মো মূলবিচ্যুতঃ ॥ (বৃহদ্‌ব্রহ্মসংহিতা, ২য় পাদ সপ্তম অধ্যায়)

যে মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তি শ্রুতি-স্মৃতিকথিত ধর্ম্মের আচরণ না করে, সে কুকুরের ল্যাজ ধরে সংসার-সাগর পার হতে ইচ্ছা করে। এই বিশাল জগতের মূল ধর্ম্ম, জনার্দ্দন ধর্ম্ম মূল । সে হেতু ধর্ম্ম মানবকে স্বীয় মূলের দিকে নিয়ে যায়—এই হল পরম ধর্ম্ম, যার দ্বারা মানুষ হরির নিকট যেতে পারে। যার দ্বারা হরিকে পাওয়া যায় না—সে ধর্ম্ম মূল হতে বিচ্ছিন্ন ।

আমাকে লাভ করাই ধর্ম্মাচরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য। মানুষ ধর্ম্মানুষ্ঠান করলে বুঝতে পারে যে, আমি পরমাত্মা, জীবাত্মা বুদ্ধি ও মনরূপে প্রতি শরীরে অবস্থান কর্‌ছি। জীবাত্মা, বুদ্ধি, মন স্বতন্ত্র

আর কেহ নয়, আমিই আত্মা আমিই বুদ্ধি। আমার কোন ধর্ম্ম নাই। সূক্ষ্ম অব্যক্ত হতে যখন সর্ব্বপ্রথম অভিব্যক্তি লাভ করে ব্যক্ত হয়, তখন তার নাম মহতত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব। ঐ বুদ্ধিতত্ত্বের অষ্টবিধ প্রকাশ দৃষ্ট হয়, তাদের সাধারণ নাম ধর্ম্ম, ধর্ম্ম অধর্ম্ম জ্ঞান অজ্ঞান, বৈরাগ্য অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য অনৈশ্বর্য্য মহত্তত্ত্বের অষ্টবিধ প্রকাশের নাম ধর্ম্ম। কেবল বোধরূপ অমার পূর্ব্বোক্ত অষ্টবিধ ধর্ম্ম, আমি স্বরূপতঃ যখন জানাস্বরূপে অন্বপ্রকাশ করি, তখন জীবে অষ্টবিধ ভেদ দেখা যায়। নৃত্যগীতকারীকে দেখে দর্শক যেমন তাল লয়ের অনুকরণ করে, তদ্রূপ অনীহ জীব, বুদ্ধির ঐ অষ্টগুণ আশ্রয় পূর্ব্বক তার অনুবর্ত্তন করতে থাকে। বেগ গতিশীল জলের কাছে যেমন তীরতরুসকল ধাবিতের ন্যায় দেখা যায়, ঘূর্ণমান চক্ষুতে যেমন পৃথিবী চলা বলে দেখা যায়, কামাকুলিতচিত্ত ব্যক্তির বিষয়ানুভব যেমন মিথ্যা, জীবের সংসার তদ্রূপ স্বপ্ন দৃষ্টের ন্যায় মিথ্যা, যদিও বস্তু সকল যথার্থ নাই, তথাপি স্বপ্নকালে সর্পদংশনাদি অনর্থকর বস্তুর অনুভব হয়। বিষয়চিন্তাকারী জীবের তদ্রূপ মিথ্যা সংসারের অনুভূতি হয়ে থাকে। মানুষ একথা তাবৎ বুঝিতে পারে না, যাবৎ সে সুষ্ঠুভাবে বেদ-স্মৃতিকথিত ধর্ম্মের আচরণ না করে। সেই ধর্ম্ম যখন অপ্রতিষ্ঠিত হয়, মানুষ ভোগের দাবানলে আত্মাহুতি দিয়ে যখন ধর্ম্মকে দলিত করে, পাপ পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সব ভুলে গিয়ে; শুধু ভোগের জন্য দিবারাত্রি ছুটতে থাকে, ভোগ ভিন্ন আর কিছু আছে—একথা পর্য্যন্ত সে সময় তাদের স্মৃতি হতে বিলুপ্ত হয়ে যায়। আকাশ বাতাস যখন তাপিত-জীবের হাহাকারে পূর্ণ হয়, তখন আমি ধর্ম্মসংস্থাপন করবার জন্য আমার জীবকে আনন্দের পথে চালাবো বলে, যোগমায়ার সহায়ে দেহধারণ করি। সে দেহ মায়িক দেহ নয়, সে অপ্রাকৃত দেহ পরিগ্রহ করে ধরায় অবতীর্ণ হয়ে ধর্ম্মসংস্থাপন করি।

ॐ৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ,
১৩।২।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা   করুণায় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা   করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা   করুণাময় গুরুদেব !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

যুগে যুগে আসি আমি ধর্মসংস্থাপন কর্বার জন্য। যখন আমার পরম ধর্ম পারমেশ্বর-জ্ঞান লুপ্তপ্রায় হয়, তখন আসি কখন আমার প্রিয়তম যোগীভক্তের দ্বারা তাতে আবিষ্ট হয়ে পরমধর্ম পারমেশ্বর-জ্ঞান সংস্থাপিত করি।

মানবের পরম ধর্ম দয়া, তপস্যা, শৌচ, তিতিক্ষা, যুক্তাযুক্তবিবেক, শম, দম, দান, স্বাধ্যায়, সরলতা, সন্তোষ, মহত্তের সেবা, প্রবর্ত্তক কর্ম হতে নিবৃত্তি, মানুষের নিষ্ফলক্রিয়া দর্শন, মৌন, দেহাতিরিক্ত আত্মার অনুসন্ধান, ভূতগণের প্রতি যথাযোগ্যরূপে অন্নাদির সমবিভাগ, সকল ভূতে আত্মা ও দেবতা-বুদ্ধি, শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবা, অর্চ্চনা, প্রণাম, দাস্য, সখ্য ও আত্মসমর্পণ— এই ত্রিশটি পরম ধর্ম। এর দ্বারা আমি তুষ্ট হই। এই ধর্ম যখন জনগণ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হয়, মানবমণ্ডলী যে সময় দেহকে আত্মা ভেবে সর্ব্বতোভাবে দেহ পোষণের জন্য আত্মনিয়োগ করে, সন্ধ্যা-পূজা-পাঠ-উপাসনায় মানবকুল যখন বিরত হয়, সাম্যবাদের নামে যে কালে ধ্বংস এসে শাস্ত্র ও সজ্জনের মূলোচ্ছেদ কর্তে অগ্রসর হয়, পাপীগণ হর্ষে নৃত্য করতে থাকে, পুণ্যবান্‌গণ যৎকালে অতিশয় ক্লিষ্ট হয়, তখন আসি আমি ধর্ম স্থাপন করবার জন্য। পরম ধর্ম স্থাপন করি— পারমেশ্বরজ্ঞান। "সর্ব্বং ব্রহ্মোপনিষদং" যা কিছু দেখা যায় সব উপনিষদ্ উক্ত ব্রহ্ম। এখানে নানা কিছু নাই, সমস্ত ব্রহ্ম। সকল জগৎ আত্মা, ব্রহ্মই সমস্ত নামরূপ, ব্রহ্মই বৃহদাকার নিখিল জগৎ, পরমব্যোম পরব্রহ্ম, একমাত্র ব্রহ্মই আছেন; যা আছে তা সৎ, যা শোভা পায় তা

চিৎ, যা প্রিয় তা আনন্দ, আমিই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম—এই পারমেশ্বর জ্ঞান সুপ্রতিষ্ঠিত করি। মানুষকে অন্তর্মুখ কর্‌বার জন্য পরমধর্ম্ম পারমেশ্বর জ্ঞান প্রতিষ্ঠা করতে হয়; মানুষ অন্তর্মুখ হলে সে বুঝতে পারে—সে কে? তার কর্ত্তব্য কি? মক্ষিকার ব্রণাস্বাদনের মত প্রাকৃতরূপ-রসাদি আর তাকে বহির্মুখ কর্‌তে পারে না। অপ্রাকৃত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ তাকে সর্ব্বদা ঘিরে থাকে; তার লোমে লোমে আনন্দ নৃত্য কর্‌তে থাকে। বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় সুখ সে না চাইলেও ভোগ করতে বাধ্য হয়। সে সুখে ব্রহ্ম সংস্পর্শ লাভ করে—তাতে অত্যন্ত সুখ প্রাপ্ত হয়। সে আত্মক্রীড়, আত্মরতি, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ হয়ে অবস্থান করে। তার অজ্ঞাননিদ্রার অবসান হয়, জেগে উঠে, সে সুকৃতিমান্ পুরুষ পরমানন্দের সাড়া পেয়ে জ্ঞানসূর্য্য চিরদিনের মত সমুদিত হন; দিবানিশি সে আলোকে পুলকে আনন্দে আকাশে ভরে থাকে, জগৎটা আনন্দে ভরে যায়। সুমুখে পিছনে, বামে দক্ষিণে, অধে উর্দ্ধে আনন্দের প্রাচীর উঠে, জগৎ আনন্দ সাগরে পরিণত হয়। ডুবে থাকে—সেই পুরুষোত্তম প্রেমামৃত পারাবারে। ধর্ম্মস্থাপন ব্যতীত মানব প্রকৃত শান্তি পাবে না বলেই—আসি আমি ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য।

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

ॐ৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ
১৪।২।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ।

আমি যুগে যুগে ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হই। আত্মতত্ত্বহীন-পুরুষের আত্মলাভের নিমিত্ত যে সব উপায় বলেছি, সেই সকলের নাম ভাগবতধর্ম্ম—এই ধর্ম্মকে আশ্রয় করে, মানুষ চক্ষু নিমীলন করে ধাবমান হলেও কখন পদস্খলন হয়ে পতিত হয়ে প্রমাদগ্রস্ত হয় না। এই ভাগবতধর্ম্ম আমি কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে সখা অর্জ্জুনকে উপদেশ করেছিলাম—শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতা, ভাগবতধর্ম্ম ; তুমি মন্মনা মদ্‌ভক্ত, আমার পূজনশীল হও এবং আমাকে প্রণাম কর ; এর দ্বারা মৎপরায়ণ হয়ে আমাতে সম্পূর্ণরূপে মন নিবিষ্ট কর্‌লে তুমি আমাকে প্রাপ্ত হবে। আমি তোমার কাছে সত্য প্রতিজ্ঞা করে বলছি, কেননা তুমি আমার নিরতিশয় প্রিয়।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

হে অর্জ্জুন ! তুমি সর্ব্ববিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করে, একমাত্র আমার শরণাগত হও। আমি তোমায় সমস্ত পাপ পতে মুক্ত কর্‌বো।

অর্জ্জুনকে আমার শরণাগতিরূপ পরমধর্ম্ম বলেছিলাম, এই গীতা আমার বাণী ভাগবত-ধর্ম্ম। এই গীতাধর্ম্মের অনুষ্ঠানে মানুষ বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় পরমসুখ লাভ করে। মানুষ এর আচরণে

সুখে ব্রহ্মসংস্পর্শ লাভে সমর্থ হয়। মানব একান্ত ভাবে আমার গীতার আশ্রিত হলে তাকে আমি সংসার সাগর হতে উদ্ধার করি। যখন এই ভাগবতধর্ম্ম মানবগণ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হয়, জঠরভরণ-পরায়ণ জনগণ যখন এ ধর্ম্ম বিস্মৃত হয়ে বিপথে ধাবিত হওত দুর্নিবার ক্লেশ ভোগ করতে থাকে তখন আমি থাকতে পারি না—ছুটে আসি আমার ভাগবতধর্ম্ম সংস্থাপন কর্‌বার জন্য, আমার ধর্ম্ম আশ্রয় কর্‌লেই মানব একেবারে নির্ভয় হয়ে যায়। তাই ডাকি, আয় আয় আমার ভাগবতধর্ম্ম নে নে, কঠিন নয়, খুব পার্‌বি, শুধু করজোড়ে বল, "আমি তোমার শরণাগত"। তাহলেই তুই নিশ্চিন্ত হয়ে যাবি, আমি তোকে বুকে তুলে নিব। ওরে, আমার আনন্দের দুলাল! তোরা যখন বিপথে যাস, তখন ডাকি—ওরে ফিরে আয় ফিরে আয়। ওপথ কণ্টকাকীর্ণ, তোর কোমলপদ ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাবে, আয়—ফিরে আয়, ওরে তোরা যখন আমাকে আশ্রয় করিস্, তখন পুত্র কারাগার থেকে মুক্ত হলে পিতার যেরূপ আনন্দ হয়, আমারও তদ্রূপ হয়। আয় আয়—ওরে নিত্যমুক্ত সন্তান, আয় আয়—ওরে পরমানন্দ পিপাসু, আয় আয়—ওরে আনন্দের দুলাল, নে, গ্রহণ কর, আশ্রয় কর, আমার ভাগবত ধর্ম্ম এই বলে ডাকি। আমার ধর্ম্ম সংস্থাপন করবার জন্য কতবার এসেছি—আবার কতবার আসবো। ভীত হস্‌নে, ওরে প্রিয়তম তোরা নিরাশ্রয় নোস্। তোদের আশ্রয়-দাতার রক্ষাকর্ত্তা, একজন আছেন। শুধু ঊর্দ্ধবাহু হয়ে বল—হে নাথ! শরণাগতোঽহং, তবাস্মি, তবাস্মি, তবাস্মি।

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ
১৫।২।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

যুগে যুগে আমি আসি—ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য। সখা অর্জ্জুনকে যে গীতা উপদেশ করেছিলাম, অর্জ্জুন যুদ্ধে জয়লাভ করে রাজ্য প্রাপ্তির পর সে গীতা ধর্ম্মের কথা বিস্মৃত হয়ে আমাকে পুনরায় উপদেশ করবার জন্য প্রার্থনা করায়, আমি তাকে ব্রহ্মজ্ঞানসম্পাদক অনুগীতা উপদেশ করি। অনুগীতা কথিত আমার ভাগবতধর্ম্ম আমার সাক্ষাৎ উপদেশ, এই অনুগীতায় আমি ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস প্রভৃতি আমার প্রাপ্তি মূল আশ্রয় চতুষ্টয়ের কথা বলেছি। জ্ঞানই পরম ব্রহ্ম,—এই উপদেশ করেছি, "সন্ন্যাসই উত্তম তপস্যা" বলেছি, "যিনি দেহের সহিত আত্মার অভিন্ন ও ভিন্ন ভাব এবং জীবের সহিত ঈশ্বরের অভিন্ন ও ভিন্নভাব দর্শন করেন, তাঁর দুঃখের লেশমাত্র থাকে না"। "যে ব্যক্তি নিগূঢ়ভাবে জ্ঞানতত্ত্ব জান্‌তে পারে তার সমুদয় কামনা পরিপূর্ণ হয়।" "সত্যস্বরূপ আমা হতে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জীব সকল উৎপন্ন হয়ে কর্ম্ম প্রবাহে জীবিত থাকে"। "সত্য স্বভাবতঃ নির্গুণ, যখন উহা সগুণ হয় তখন উহাকে—ঈশ্বর-ধর্ম্ম জীব-আকাশাদি ভূত ও জরায়ুজাদি প্রাণী এই পাঁচ প্রকার বলে নির্দ্দেশ করা যায়।" আমি এই অনুগীতায় ব্রাহ্মণগণের শুভ সম্পাদনের জন্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি এই চারি বর্ণ, ব্রাহ্মচর্য্য-গার্হস্থ্য-বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস চারি আশ্রম, নিত্য চতুষ্পদ (তপস্যা, শৌচ, দয়া, সত্য)। রূপ, পাদচতুষ্টয়যুক্ত ধর্ম্ম, ধর্ম্মার্থ, কাম, মোক্ষরূপ চতুবর্গের ও বিজ্ঞ লোকেরা ব্রহ্মভাব লাভের নিমিত্ত যে পথ অবলম্বন করেছিলেন, সেই শুভজনক পথ বলেছি। যোগিগণ আত্মজ্ঞান লাভের জন্য তপস্যা যোগাভ্যাস করেন। যতদিন যোগীদের আত্মজ্ঞান না

হয়, ততদিন তাঁরা জ্যোতি-আকাশ-আদিত্য-বায়ু-ইন্দ্র-প্রজাপতি প্রভৃতি বিবিধ বিভিন্নরূপ দর্শন করেন। আত্মজ্ঞান হলে বিভিন্ন জ্ঞান লোপ হয়, তাঁদের হৃদয়ে একমাত্র ব্রহ্মাই উদ্ভাসিত হন। সর্ব্বভূতের হিতকরসত্ত্বগুণের কথা বলেছি, যথা—আনন্দ, প্রীতি, উন্নতি, প্রকাশ, সুখ, বদান্যতা, অভয়, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, অহিংসা, সমতা, সত্য, সরলতা, অক্রোধ, শৌচ, দক্ষতা, উৎসাহ, বিশ্বাস, লজ্জা, তিতিক্ষা, ত্যাগ, অতন্দ্রিতা, অনৃশংসতা, অসম্মোহ, সর্ব্বভূতে দয়া, অক্রুরতা, হর্ষ, তুষ্ট, বিস্ময়, বিনয়, সাধুব্যবহার, শান্তিকার্য্যে সরলতা, বিশুদ্ধবুদ্ধি, পাপকার্য্যে নিবৃত্তি, ঔদাসীন্য, ব্রহ্মচর্য্য, অনাসক্তি, নির্ম্মমত্ব, ফলকামনা পরিত্যাগ ও নিত্যধর্ম্মের অনুশীলন—এ সকল কার্য্য সত্ত্বগুণ হতে সমুৎপন্ন হয়। যে ব্রাহ্মণগণ ঐ সকল আশ্রয় করে ক্রমে ক্রমে শাস্ত্রীয়জ্ঞান-ব্যবহার-সেবা-আশ্রয়-দান-যজ্ঞ-অধ্যয়ন-ব্রত-প্রতিগ্রহ-ধর্ম্ম ও তপস্যাতে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক পরব্রহ্মে নিতান্ত ভক্তিপরায়ণ হন, তাঁরাই যথার্থ সাধুদর্শী—এই ভাবে আমার ভগবদ্ধর্মের উপদেশ অনুগীতায় করেছি। যখন আমার এই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আমি সাকার সগুণরূপ ধারণ করে জগতে আবির্ভূত হই। ধর্ম্ম আশ্রয় ব্যতীত জীবের পরম কল্যাণ কিছুতে হতে পারেনা, তাই আসি আমি ধর্ম্ম স্থাপন করবার জন্য ; যুগে যুগে এসেছি, ভবিষ্যতে আসবো।

———

ॐ৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ
১৬।২।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা　　করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা　　করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা　　করুণাময় গুরুদেব !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

যুগে যুগে হই আবির্ভূত
আমি ধর্ম্ম স্থাপিবারে।

আমি উদ্ধবকে বলেছিলাম—হে উদ্ধব! শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে লোকপাবনী নিরতিশয়মঙ্গলকারিণী আমার কথা শ্রবণ, নিরন্তর মদীয় জন্ম-কর্ম্মকীর্ত্তন অনুস্মরণ ও অভিনিবেশ সহকারে ধারণ কর্‌লে এবং আমার আশ্রিত থেকে আমার উদ্দেশ্যে ধর্ম্ম কাম ও অর্থের আচরণ কর্‌লে, লোক সনাতন স্বরূপ আমাতে ভক্তি লাভ কর্‌তে পারে।

আমি মানবগণের কল্যাণের জন্য জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি এই তিনটি যোগ বলেছি। যাঁরা কর্ম্মে বিরক্ত হয়ে কর্ম্মত্যাগ করেন, তাঁদের জ্ঞান-যোগ-কর্ম্মে অবিরক্ত কামনাপরায়ণগণের কর্ম্মযোগ আর আমার কথাদিতে যাঁর শ্রদ্ধা জন্মে একান্ত নির্ব্বিণ্ণ বা অত্যন্ত আসক্ত নহেন, তাঁদের ভক্তিযোগ সুখপ্রদ। আমার কথিত ভক্তিযোগ দ্বারা যে মুনিবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি আমাকে নিত্য ভজনা করেন, আমি তাঁর হৃদয়ে বাস করি, অতএব তাঁর সমস্ত কামনা বিধ্বস্ত হয়ে যায়। আমি অখিলাত্মা, আমাকে যিনি দর্শন করেন—তাঁর হৃদয় গ্রন্থি ভিন্ন হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয়ে যায়, সমস্ত কর্ম্মের ক্ষয় হয়ে থাকে, অতএব আমাতে ভক্তিযুক্ত আমাতে অর্পিতচিত্ত যোগীর জ্ঞান বা বৈরাগ্য ইহলোকে আর কি মঙ্গল সাধন কর্‌বে। কর্ম্মদ্বারা তপস্যাদ্বারা জ্ঞান ও বৈরাগ্যদ্বারা যোগ ও দান ধর্ম্মদ্বারা অথবা শ্রেয়ঃসাধন অন্যান্য কর্ম্মের দ্বারা যাহা লাভ করা যায়, তৎসমস্ত এবং স্বর্গমুক্তি এমন কি আমার

বৈকুণ্ঠলোকও যদি আমার ভক্ত প্রার্থনা করে, আমার ভক্তির দ্বারা তাও তৎক্ষণাৎ লাভ করে থাকে। আমার একান্ত ভক্ত ধীর-সাধুগণ কিছুই কামনা করেন না, অধিক কি আমি আত্যন্তিকী মুক্তি প্রদান কর্‌লেও তাঁরা তার অভিলাষ করেন না। কামনা ত্যাগই মহৎ উৎকৃষ্ট ফল ও ফলের উৎকৃষ্ট সাধন কথিত হয়েছে, অতএব কামনাশূন্য প্রার্থনাহীন ব্যক্তিরই মদীয় ভক্তি লাভ হয়।

সখা উদ্ধবকে বলেছিলাম—অতএব হে উদ্ধব! শ্রুতি স্মৃতি, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, শ্রোতব্য শ্রুত, সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া সর্ব্বভাবে সর্ব্বদেহীর শরণ্য পরমাত্মা আমার শরণ লও, তাহলে আমার দ্বারা তোমার সকল ভয় অপসারিত হবে।

নির্ম্মলমনা মানব সর্ব্বব্যাপক আকাশের মত পরমাত্মা আমাকেই স্বীয় আত্মায় ও সর্ব্বভূতের অন্তরে বাইরে অনাবৃতরূপে অবলোকন কর্‌বে। কেবল জ্ঞানময়ীর দৃষ্টির আশ্রয়ে সকল প্রাণীকে আমার ভাবে ভাবিত মনে করে, যিনি তাঁদের প্রতি সৎকার করেন এবং ব্রাহ্মণ অন্ত্যজ তস্কর ও দাতা সূর্য্য এবং অগ্নি কুটিল ও সরলের প্রতি সমদর্শী হন—তিনিই পণ্ডিত। যে ব্যক্তি নিত্য সর্ব্বপ্রাণীকে মদীয় ঈশ্বর ভাবের চিন্তা করেন, তাঁর অহঙ্কারের সহিত স্পর্দ্ধা অসূয়া আক্রোশ নিঃসংশয় আশু বিনষ্ট হয়। স্বজন হতে উপহাস, উচ্চ নীচ দৃষ্টি এবং তজ্জন্য লজ্জা উপেক্ষা করে, কুকুর-চণ্ডাল-গো-গর্দ্দভ পর্য্যন্ত প্রাণীগণকে দণ্ডের ন্যায় ভূমিতে পতিত হয়ে প্রণাম করবে। যে পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রাণীতে আমার ভাব না জন্মায় তাবৎ কাল এইরূপে বাক্য মন ও শরীরের দ্বারা উপাসনা করবে, এ প্রকার আচরণে তাঁর সমস্ত ব্রহ্মময় হয়ে যায়। তারপর সর্ব্বত্র ঈশ্বর দৃষ্টিরূপা বিদ্যার দ্বারা সর্ব্বত্র ব্রহ্মভাব দর্শন করতে করতে মুক্তসন্দেহ হয়ে, তিনি সমস্ত বস্তু হতে উপরত হন। মন বাক্য ও কায়কৃত ব্যাপারের দ্বারা এই যে সর্ব্বভূতে মদীয় ভাব, একেই আমি অন্যান্য সমস্ত উপায় হতে সমীচীন মনে করি। আমার এই ভাগবদ্ধর্ম্ম সংলোপ হলে তা সংস্থাপন করতে আমায় আসতে হয়।

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ

১৭।২।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

অবতীর্ণ হই আমি যুগে যুগে উত্তমরূপে ধর্ম্ম করিতে স্থাপন।

আমার ভগবত ধর্ম্ম ব্রহ্মা, শিব, নারদ, সনৎকুমার, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, দৈত্যরাজ-বলি, ব্যাসপুত্র শুকদেব এবং যমরাজ এই দ্বাদশ জন মাত্র অবগত আছেন। অন্য কেহ বিশুদ্ধ গুহ্য-মুক্তিপ্রদ মহাত্ম্য জানে না।

আমি প্রজাপতি ব্রহ্মাকে উপদেশ করেছিলাম,—যেমন শুদ্ধ সুবর্ণের কটক অঙ্গদ মুকুট আদি ভেদ, যেমন সমুদ্রসলিলের স্থূল-সূক্ষ্ম-তরঙ্গ, ফেন, বুদ্বুদ, করক, লবন, পাষাণ আদি অনন্ত বস্তু ভেদ, যেরূপ ভূমির পর্ব্বত, বৃক্ষ, তৃণ, গুল্ম, লতাদি অনন্ত ভেদ, তদ্রূপ অদ্বৈত পরমানন্দ লক্ষণ আমার 'সর্ব্বাদ্বৈতমুপপন্ন' আমার স্বরূপই সমস্ত আমা ভিন্ন অনুমাত্র কিছু নাই। (ত্রিপাদবিভুতি মহানারায়ণ উপনিষৎ।)

বারান্তরে ব্রহ্মা প্রজাপতিকে বলেছিলাম—গুরু কে? গুরু সাক্ষাৎ আদি নারায়ণ। সেই আদি নারায়ণ আমি। সেহেতু একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর, আমার ভক্তিনিষ্ঠ হও, আমার উপাসনা কর—আমাকেই পাবে। আমা ব্যতিরিক্ত সব বাধিত, আমা ভিন্ন অবাধিত কিছু নাই, নিরতিশয় আনন্দ অদ্বিতীয় আমিই, সর্ব্বপরিপূর্ণ আমি, সর্ব্বাশ্রয় আমিই, বাক্যের অগোচর নিরাকার পরব্রহ্ম স্বরূপ আমিই, আমার অধিক অনুমাত্র নাই।

আমার উপাসক সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আমার উপাসনার দ্বারা সমস্ত মঙ্গল হয়, আমার উপাসনায়

সমুদয় জয় করতে পারে, আমার উপাসক সকলের বন্দনীয় হয়, আমার উপাসকের অসাধ্য কিছু নাই, নিখিল বন্ধ প্রবিনষ্ট হয়, সদ্‌বৃত্তের ন্যায় সুরনিকর তাঁকে সেবা করে থাকেন, মহাশ্রেয়ঃ-সকল তাঁকে সেবা করে থাকে, তজ্জন্য আমার উপাসক নিরতিশয় অদ্বৈত পরমানন্দ লক্ষণ পরব্রহ্ম হন। যে কোন মুমুক্ষু এপথে উত্তমরূপে আচরণ করেন, তিনি পরমানন্দ লক্ষণ পরব্রহ্ম হন। এই পরম রহস্য যিনি আমার ভক্তগণকে বলেন, তিনি আমার ভক্তি নিষ্ঠ হয়ে আমাকেই প্রাপ্ত হন। যিনি আমাদের এ সংবাদ পাঠ করেন তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ হন।

এইভাবে আমি আমার পরমভক্ত সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি ব্রহ্মাকে আমার তত্ত্ব উপদেশ করেছিলাম, জগৎ বলে কিছু নাই, আমিই জগৎ সেজে খেলা করছি, যা দৃষ্টি গোচর হয়—তা আমি, যা দেখা যায় না তা আমি, যা মন কল্পনা করে—তা আমি, যা অনুভব করে; তাও আমি, আমি দিয়ে আমি—আমিময় এ জগৎ গড়েছি। জগতের অন্তরে বাইরে এমন কিছু নাই—যা আমি নই, আমিই লীলা করবো বলে জগৎ রূপ ধরেছি, এ বিশ্ব রঙ্গমঞ্চ, আমি অভিনয়, আমি অভিনেতা, আমি অভিনয় শুনছি, আমি দেখছি, আমাকেই আমি সৃজন করি, পালন করি নাশকরি, নাই নাই, কিছু নাই। আমি ভিন্ন কিছু নাই, আছি আমি, ছিলাম আমি, থাকবো আমি, দেখবো আমি, খেলবো আমি, আমিতে আমি আছি, আমিকে আমি নিয়ে হাসি, আমিকে আমি নিয়ে খেলি আমিকে আমি নিয়ে আনন্দ করি, আমি আমি আমি, সুমুখে পিছুনে দক্ষিণে বামে উর্দ্ধে অধে মধ্যে আমিই আছি, আমি এই ধর্ম্ম স্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হই।

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ

১৮।২।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ।

হই অবতীর্ণ আমি যুগে যুগে ধর্ম্ম করিতে সংস্থাপন। আমি আমার ভাগবদ্ধর্ম্ম আমার আদি ভক্ত জগৎ স্রষ্টা প্রজাপতি ব্রহ্মাকে উপদেশ করেছিলাম—হে ব্রহ্মন্ ! বিজ্ঞান সমন্বিত আমার সম্বন্ধীয় যে পরম গোপনীয় জ্ঞান ; রহস্যের সহিত তা তোমাকে বল্‌ছি—তুমি সে জ্ঞান ও তার অঙ্গভূত অন্যান্য জ্ঞান গ্রহণ কর। হে ব্রহ্মন্! আমার পরিমাণ ভাব রূপ গুণ ও কর্ম্ম সকল যে প্রকার—আমার অনুগ্রহে তোমার সেই সেই বিষয় তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হোক্। সৃষ্টি যখন হয় নাই, তখন একমাত্র আমিই ছিলাম, স্থূল-সূক্ষ্ম-কার্য্য-কারণাত্মক এই যে কিছু দৃশ্যমান বস্তু, তখন এসকল কিছুই ছিল না। অধুনা যা কিছু বর্ত্তমান আছে, ভবিষ্যতে যা কিছু বিদ্যমান থাক্‌বে এবং মহাপ্রলয়ের অবসানে যিনি অবশিষ্ট থাক্‌বেন এ সমস্ত আমিই। পরমার্থ স্বরূপ আমি ব্যতীত যার প্রতীতি হয়, অথচ স্বরূপ বিষয়ে যার কিছুমাত্র উপলব্ধি হয় না, তাকেই আমার আপন মায়া বলে জান্‌বে। এর দৃষ্টান্ত যেমন আভাস আলোকাদি এবং তমঃ অন্ধকারাদি। যেমন ক্ষিতি অপঃ তেজ মরুত্ ব্যোম এই মহাভূত সকল বৃহৎ ও ক্ষুদ্র নিখিল পদার্থের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েও অপ্রবিষ্ট অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে বিরাজিত আছে, আমিও সেইরূপ সেই ভূতসমূহের মধ্যে আছি বটে ; আবার না আছিও বটে অর্থাৎ ভগবদ্রূপে আমি নিত্য বিরাজমান। যে পদার্থ অন্বয়-ব্যতিরেক-দ্বারা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে, ব্রহ্ম দেহাদি নন—দেহাতীত দেহাদি বস্তু ব্রহ্ম নয়, দেহাদি হতে ভিন্ন তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি সেই সম্বন্ধেই তোমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌বেন্, অতএব হে ব্রহ্মন্ !

তুমি আমার এই মত একাগ্রচিত্তে উত্তমরূপে অনুষ্ঠান কর—তা'হলে মহাকল্পে কি অনুকল্পে কখনই মুগ্ধ হবে না। আমি স্বয়ং ব্রহ্মাকে এই জ্ঞানদান করেছিলাম, এই জ্ঞান ব্রহ্মা নারদকে দেন শ্রীমদ্ভাগবতের মূল বীজ এই চতুঃশ্লোকি-ভাগবত। এই জ্ঞানই পরম জ্ঞান, সৃষ্টির আগে আমিই ছিলাম বর্ত্তমানে নানারূপে একমাত্রই আমিই বিদ্যমান আছি এবং প্রলয়ে নানারূপের অবসানে অদ্বিতীয় আমিই অবশিষ্ট থাকবো,—এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হলে আর কিছু জান্‌বার বোঝবার অবশিষ্ট থাকবে না। ছিলাম আমি এক অনির্ব্বচনীয় রূপে, বর্ত্তমানে আছি বহুরূপ ধরে, প্রলয়ে আবার একরূপেই থাক্‌বো। আমিই সব, আমিই সব, আমিই সব, আমিই অপরা প্রকৃতি দ্বারা দেহ রচনা করে পরা প্রকৃতি আত্মারূপ ধরে, দেহ ধারণ করে থাকি, আবার আমিই অন্তর্যামীরূপে প্রকৃত দেহ এবং আত্মাকে ধরে রেখেছি, এক আমিই পরা অপরা প্রকৃতি সেজেছি, বহুরূপ দৃষ্ট হলেও আমি বহু নই, এক এক, এক 'একমেব, দ্বিতীয়ং ব্রহ্ম' যখন এই ভাগবত ধর্ম্ম লুপ্ত প্রায় হয়ে আসে তখন অবতীর্ণ হয়ে ধর্ম্ম সংস্থাপন করি।

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ

১৯।২।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

যুগে যুগে আসি আমি
করিতে স্থাপন আমার ধর্ম্মেরে।

আমার ভাগবত ধর্ম্মবেত্তা পরম ভক্ত নারদ বহুলোককে উপদেশ দান করে, আমার শরণাপন্ন হয়ে আমার ভাগবত ধর্ম্ম প্রচার করেছেন। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, রাজা যুধিষ্ঠির, বাল্মীকি, ব্যাস প্রভৃতি নারদের অনুগ্রহ লাভ করে কৃতার্থ হয়েছেন। আমি নরনারায়ণ রূপে ও শ্বেতদ্বীপে নারদকে আমার অনেক ভক্তই ভাগবত ধর্ম্ম উপদেশ করেছিলাম। নারদ ব্যাসদেবকে বলেছিলেন, সেই বাক্যই জনগণের পাপ নষ্ট করে থাকে, যাতে প্রতি শ্লোকে অন্তরে যশ অঙ্কিত থাকে, যা সাধুগণ শ্রবণ গান ও গ্রহণ করেন, স্বধর্ম্ম ত্যাগ করত হরি চরণকমল ভজনা পূর্ব্বক যদি অপক্ক অবস্থায় ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে দেহ ত্যাগ করে তথাপি সে ভক্ত পরম গতিই প্রাপ্ত হয়।

নারদ প্রাচীন বর্হিকে উপদেশ করেন, যারদ্বারা হরি পরিতুষ্ট হন—সেই কর্ম্মই প্রকৃত কর্ম্ম, যে বিদ্যায় হরিতে মতি হয়—সেই বিদ্যাই যথার্থ বিদ্যা, হরি দেহধারীগণের আত্মা, তিনি প্রকৃতির ঈশ্বর, হরিই প্রিয়তম আত্মা, যা হতে অনুমাত্র ভয় নাই, যিনি একথা জানেন—তিনিই বিদ্বান্, তিনি গুরু, তিনি হরি। সংসারনাশের জন্য যা হতে সংসারের উৎপত্তি স্থিতি নাশ হয়, তদাত্মক বিশ্ব দেখতে দেখতে সর্ব্বপ্রযত্নে হরিকে ভজনা কর।

নারদ বলেছিলেন—সকল শ্রেয়ের মধ্যে আত্মলাভই পরম শ্রেয়ঃ, সকল ভূতের আত্মা ও আত্মদাতা-

হরি। যেমন বৃক্ষের মূলে জল সেচন ক'র্লে, তার গুঁড়ি ডাল শাখা প্রশাখা তৃপ্ত হয়, যেমন প্রাণের তৃপ্তিতে ইন্দ্রিয়সমূহ তৃপ্ত হ'য়ে থাকে, তদ্রূপ একমাত্র হরির অর্চ্চনার দ্বারা সকলের পূজা হ'য়ে থাকে। আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত নারদ সমস্ত ভক্তগণের গুরু, সকলকেই তিনি উপদেশ করেছেন। পরম ভাগবত নারদ 'ভক্তিসূত্র' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা ক'রে আমার ভক্তির মহিমা প্রচার ক'রেছেন। ঈশ্বরে ঐকান্তিকী প্রেমস্বরূপা ভক্তি তাহা অমৃত স্বরূপিণী, মানব সে ভক্তি লাভে সিদ্ধ হয়, অমৃত হয়, পরম পরিতৃপ্ত হ'য়ে থাকে। যে ভক্তি লাভ প্রাপ্ত হ'লে ভক্ত কিছু বাঞ্ছা করেন না, শোক করেন না, দ্বেষ করেন না, কোন বস্তুতে রতি থাকে না, কোন কার্য্যে উৎসাহ থাকেনা, যে ভক্তিকে লাভ ক'রে ভক্ত উন্মত্ত হয়, স্তব্ধ হয়, আত্মারাম হ'য়ে যায়। ভক্তি অনির্ব্বচনীয় প্রেমস্বরূপ, সে প্রেম গুণরহিত-কামনা রহিত-প্রতিক্ষণ বর্দ্ধমান-অবিচ্ছিন্ন-সূক্ষ্মতর-অনুভবরূপ। প্রেম লাভ ক'রে প্রেমিক তাইই দেখেন, তাইই শোনেন, তাইই বলেন, তাইই চিন্তা করেন। প্রেমিক ভক্তের আমি ব্যতিরিক্ত আর কিছু দ্রষ্টব্য-শ্রোতব্য-জ্ঞাতব্য থাকেনা, আরও বলেছেন—কে কে মায়া হতে উত্তীর্ণ হয়? যিনি সঙ্গ ত্যাগ করেন, যিনি মহাভাগবতের সেবা করেন, যিনি মমতা শূন্য হন, যিনি নির্জ্জনস্থান সেবা করেন, লোকসঙ্গরূপ বন্ধন নির্মূল করেন, যিনি গুণত্রয়কে অতিক্রম ক'রে থাকেন, যিনি প্রাপ্তের রক্ষণ, অপ্রাপ্তের ইচ্ছা করেন না, ভক্তি শান্তিস্বরূপ, পরমানন্দ-স্বরূপ—এই ভাবে আমার ভাগবত ধর্ম্মের প্রচার ক'রেছেন। মানুষ আমার ভক্তি অবলম্বনে কৃতার্থ হ'য়ে থাকে। যখন যখন আমার এই ভাগবত ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, ভক্তনামধারী ভক্তগণ যখন ভক্তি আবরণে দেহেন্দ্রিয়ের সেবা পরায়ণ হয়, তখন তখন ধর্ম্ম স্থাপন ক'র্‌তে আমি দেহ ধারণ করি।

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ

২০।২।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

সাধুগণের পরিত্রাণ, পাপীদের
বিনাশ করিতে, আর ধর্ম্মস্থাপিবারে
আমি হই অবতীর্ণ—লীলাদেহ করিয়া ধারণ।

আমার ভাগবতধর্ম্ম স্থাপন ক'র্তে আমি আসি। পরমভক্ত প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁর পুত্র দেবর্ষি নারদকে আমার ভাগবত ধর্ম্ম উপদেশ করেন। ব্রহ্মাই ভাগবত ধর্ম্মের প্রথম প্রধান উপদেষ্টা, তিনি নারদকে ব'লেছিলেন—দ্রব্য মহাভূতসকল, জন্মনিমিত্তকর্ম্ম তার ক্ষোভক কাল, স্বভাব তার পরিণাম হেতু, জীব ভোক্তা বাসুদেব হতে অন্য নয়, একমাত্র বাসুদেবই দ্রব্য-কর্ম্ম-কাল-স্বভাব-জীবরূপে লীলা ক'চ্ছেন। বেদসকল নারায়ণপর, নারায়ণকেই প্রতিপাদন ক'রে দেবতাবৃন্দ নারায়ণের অঙ্গ হ'তে সমুৎপন্ন ; লোকসকল নারায়ণপর, যজ্ঞ সকল নারায়ণপর ; নারায়ণের প্রীতির জন্যই অনুষ্ঠিত হ'য়ে থাকে, তপস্যা নারায়ণকে লাভ কর্বার জন্যই আচরিত হয়, জ্ঞান নারায়ণপর, জ্ঞানের সাধ্য নারায়ণ, জ্ঞানের গতি নারায়ণ, সেই নির্গুণ গুণাত্মা সত্ত্ব-রজঃ ও তমগুণত্রয়কে সর্ব্বব্যাপী বিভু সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয়ের জন্য মায়ার দ্বারা গ্রহণ করেন। সেই অজ আদ্য পুরুষ কল্পে কল্পে আত্মার দ্বারা আত্মাকে সৃজন করেন, পালন ও শেষে সংহার ক'রে থাকেন। পরে নারদকে তিনি আমার উপদিষ্ট-চতুঃশ্লোকী ভাগবত উপদেশ করেন। নারদ সেই ভাগবত ব্যাসদেবকে বলেন।

জীবের দুঃখে কাতর নারদ একবার দ্বাপরের শেষে ব্রহ্মার নিকট গিয়ে কি প্রকারে কলি সংসার

সাগর হ'তে পার হ'ব—একথা ব'ল্‌লে, প্রজাপতি ব্রহ্মা বলেন, আদি পুরুষ নারায়ণের নাম উচ্চারণ কর্‌বা মাত্রই মানব কলি পারাবার উত্তীর্ণ হয়, নারদ জিজ্ঞাসা করেন—সে নাম কি ?

ব্রহ্মা বলেন—

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ॥

এ ষোলটী নামের দ্বারাই কলিকলুষ দূর হবে,—এ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায় আর সমস্ত বেদে দেখা যায় না। মেঘ দূরীভূত হ'লে ভুবন-ভাস্করের রশ্মিমণ্ডলীর ন্যায় প্রাণ শ্রদ্ধা আকাশ বায়ু তেজ জল পৃথিবী ইন্দ্রিয় মন অন্ন অন্নজাতবীর্য্য মন্ত্রসকল অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্ম লোকসমূহ ও লোক-সকলে অবস্থিত নাম এই ষোড়শ কলা অপগত হ'লে পরব্রহ্মের প্রকাশ হয়। নারদ জিজ্ঞাস করেন এর বিধি কি ?

ব্রহ্মা বলেন এর কোন বিধি নাই, শুচি অশুচি যে কোন অবস্থায় সর্ব্বদা জপ ক'রে ব্রাহ্মণ সালোক্য সামীপ্য সারূপ্য সাযুজ্য মুক্তি লাভ করেন। এই ষোড়শ নাম সাড়ে তিন কোটীবার জপ ক'র্‌লে মানব ব্রহ্ম হত্যা বীর হত্যা স্বর্ণস্তেয় হতে পবিত্র হয়, পিতৃদেব ও মনুষ্যগণের অপরাধ হ'তে পূত হয়, সর্ব্বধর্ম্মপরিত্যাগ-পাপ হ'তে তৎক্ষণাৎ শুদ্ধ হয়, সদ্যঃমুক্ত হয়। নারদ পিতার নিকট এ উপদেশ লাভ ক'রে তাপিত-জীবকুলের তাপ নিবারণ করবার জন্য বীণা যন্ত্র করে নিয়ে দিবানিশি এই তারকব্রহ্ম নাম গান ক'রে বেড়াচ্ছেন, দিকে দিকে নামের প্লাবনের কারণ শ্রীনারদ। নারদই এই মহামন্ত্র গান ক'রে কলিহত জীবকুলকে পরমানন্দ পারাবারে নিয়ে চলেছেন। এই নাম ধর্ম্মে যখন যখন দোষ দর্শন জন্য অপ্রবৃত্তি হয়, আমি সেই সেই কালে আবির্ভূত হই।

———

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ
২১।২।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব ।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

আমার ধর্ম্ম রক্ষা কর্‌বার জন্যই আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই। আমার পরম ভক্ত নারদকে আমার ভাগবত ধর্ম্মের উপদেশ আমি ক'রেছিলাম। নারদ একদিন আমায় জিজ্ঞাসা করেন,—তুমি অক্ষর পরমব্রহ্ম, তমোগুণের অতীতলোকে তোমায় পরমধাম ও কমলোদ্ভব ব্রহ্মা বলে, হে ভগবন্! ভক্তযোগী মুমুক্ষুগণ তোমায় চিন্তা ক'র্‌বেন, মানবগণ নিত্য প্রাতে কি জপ ক'রবে ? এবং সর্ব্বদা কি ভাবেই বা জপ ধ্যান কর্‌বে ? সেই সনাতন তত্ত্ব বলুন।

আমি নারদকে বল্লাম, ওহো কি আনন্দ! এই দিব্য অনুস্মৃতি তোমাকে ব'ল্‌বো। যার দ্বারা মৃত্যুকালে মানব আমাকে স্মরণ ক'রে পরমগতি প্রাপ্ত হয় এবং মদ্ভাব লাভ করে, হে নারদ— প্রয়াণ সময়ে ওঙ্কারকে অগ্রে ক'রে এবং আমাকে নমস্কার পূর্ব্বক যা পাঠ ক'র্‌লে মদ্‌ভাব প্রাপ্ত হয়, একাগ্র চিত্ত ও যত্নশীল হ'য়ে "ওঁ নমো বাসুদেবায়" এই মন্ত্র উচ্চারণ কর'বে। অবশভাবে যে নামকীর্ত্তন ক'রলেও সিংহ-ভয়ে ভীত মৃগগণের ন্যায় সমস্ত পাপ হ'তে পুরুষ তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়। ক্ষর ও অক্ষরের অতীত ও উত্তম ব'লে পুরুষোত্তম অভিহিত হন। তুমি অধ্যক্ষ শাশ্বত দেব, প্রভব, পুরুষোত্তম, পুণ্ডরীকাক্ষ নারায়ণ জ্যোতির্ম্ময় হরি, লোকনাথ, সহস্রাক্ষ, অক্ষর, পরমপদ-আমি তোমার শরণ নিতেছি, তুমি বিশ্বতোমুখ সর্ব্ব-লোকের স্রষ্টা, অনন্ত ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের কর্ত্তা। আমি তোমার শরণাগত, তুমি পদ্মনাভ হৃষিকেশ সত্য অচ্যুত হিরণ্যগর্ভ অমৃত, আমি তোমার শরণ নিতেছি। তুমি প্রভুর প্রভু, অনাদ্য, সহস্রশীর্ষক মহর্ষি মধ্যে সত্ত্বভাবকারী রবি তুল্য,

আমি তোমার শরণ নিতেছি. তুমি সূক্ষ্ম অচল বরেণ্য নিষ্পাপ শুচি নারায়ণ পুরাণেশ যোগভূমি সনাতন, আমি তোমার শরণ নিতেছি,—এইভাবে নারদকে আমার সমগ্রা অলৌকিকী অনুস্মৃতি উপদেশ করি। নিদ্রা হ'তে উঠে এই অনুস্মৃতি সযত্নে পাঠ ও অভ্যাস ক'র্‌বে। নারদকে আরও বলি—মৃত্যু সমুপস্থিত হ'লে, যদি কেহ একমাত্র আমাকে শরণ করে, সে যদি পাপাচারী হয় তা হ'লেও পরমাগতি লাভ ক'রে থাকে, অহঙ্কার আশ্রয়পূর্ব্বক যজ্ঞাদানাদি ক্রিয়া ক'র্‌লে ফল পাওয়া যায় কিন্তু তাতে পুনর্জ্জন্ম হয়, পিতৃগণের অর্চ্চনা, দেবগণের স্তব, জ্বলদগ্নিতে হোম এবং আমার পূজোপহার দিতে দিতে যে ব্যক্তি আমাকে স্মরণ করে, সে পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। মহামনাদিগের যজ্ঞ দান তপস্যা পবিত্রকারী তা রাগবিবর্জ্জিত হ'য়ে করা উচিত। পূর্ণিমা অমাবস্যা ও দ্বাদশীতিথিতে শ্রদ্ধাসম্পন্ন বিশেষত আমার ভক্তজনগণকে ইহা শোনাবে, হে নারদ! শ্রদ্ধাযুক্ত হ'য়ে আমার যে ভক্ত "নমঃ" এইমাত্র বলে, সে চণ্ডাল হলেও অক্ষয়লোক পেয়ে থাকে। বিধিপূর্ব্বক যে সাধকগণ আমার ভজন করেন, তাঁরা শ্রদ্ধাবান্ ও যতাত্মা হ'য়ে পরমগতি লাভ করেন। এ সংসারে কর্ম্মসমূহ আদ্যন্ত সমন্বিত কিন্তু আমার ভক্ত অনন্ত আমাকে প্রাপ্ত হন। হে দেবর্ষে! তজ্জন্য অনলস হ'য়ে তুমি আমার ধ্যান কর। ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা অজ্ঞান-ব্যক্তিগণকে যিনি জ্ঞান দান করেন, সমস্ত পৃথিবী দান করলেও তার তুল্য ফল হয় না। তজ্জন্য সাধুদিগকে বন্ধ-ভয়হারী এই অনুস্মৃতি জপদান করা কর্ত্তব্য, এরূপ আচরণে তুমি সিদ্ধিলাভ ক'র্‌বে এবং পরমপদ পাবে। আমার ভক্তসকল যে পরমপদ লাভ করেন, সহস্র অশ্বমেধ ও শত বাজপেয় যজ্ঞের দ্বারা সে পদ পাওয়া যায় না। আমি নারদকে এভাবে আমার ভাগবত ধর্ম্ম বলেছিলাম। যখন মানববৃন্দ ভোগের মোহে আমার পরম ধর্ম্ম বিস্মৃত হয়, তখন আমি আমার ধর্ম্ম সংস্থাপন করবার জন্য লীলাদেহ ধারণ করি।

ওঁ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ

২২।২।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

আমি জন্মরহিত অনশ্বর স্বভাব হ'য়েও স্বীয় শুদ্ধ সত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে স্বীকার ক'রে, বিশুদ্ধ উর্জ্জিত সত্ত্বমূর্ত্তিতে যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, সাধুগনের পরিত্রাণ দুষ্কৃতকারীদিগকে নাশ ও ধর্ম-সংস্থাপনের জন্য স্বেচ্ছায় অবতরণ করি।

আমার ধর্মকে আমি সংস্থাপিত ক'রে থাকি, ভগবান্ শঙ্কর আমার পরমভক্ত ভাগবতধর্মবেত্তা লোক-কল্যাণের জন্য তিনি সতত উদ্‌গ্রীব। একবার সহস্রমন্বন্তর কাল জপ, হোম, অর্চ্চনা সহকারে রামমন্ত্র জপ করেন, তখন আমি প্রসন্ন হয়ে শঙ্করকে বলি—হে পরমেশ্বর! তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে তা দিব। তখন শঙ্কর বলেন,—মণিকর্ণিকায় আমার ক্ষেত্রে গঙ্গায় অথবা তটে জীব যেখানেই দেহত্যাগ করুক তার যেন মুক্তি হয়—এই আমার বর, আমি আর কিছু চাই না।

আমি বলি, হে দেবেশ! তোমার ক্ষেত্রে যে কোন স্থানে মৃত মানব, এমন কি কৃমি-কীটগণও আশু মুক্ত হবে—এর অন্যথা হবে না। তোমার অবিমুক্ত ক্ষেত্রে সকলের মুক্তিসিদ্ধির জন্য আমি সেখানে পাষাণ প্রতিমাদিতেও সন্নিহিত থাক্‌বো।

শঙ্করের তুল্য আমার দ্বিতীয় ভক্ত নাই, আমি তাঁকে আমার শরীর ব'লে মনে করি, তাঁকে যত ভালবাসি এমন কাউকে ভালবাসি না, শঙ্কর আমার প্রিয়তম, শঙ্কর প্রচেতাগণকে আমার একটী অনুপম স্তব উপদেশ করেন, ভাগবতে তা রুদ্রগীত বলে কথিত হয়েছে। তিনি শেষে তাঁদের বলেন, "হে রাজপুত্রসকল! পুরুষোত্তম পরমাত্মার এই স্তব তোমাদের ব'ল্‌লাম। তোমরা একান্তভাবে ইহা

জপ ক'র্তে ক'র্তে তপস্যা করো, তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। তিনি অন্তর্হিত হন। দশসহস্র-বৎসরকাল তারা তপস্যা করে, আমি দর্শন দান করত তাদের অভীষ্ট বর প্রদান করি, সেই রুদ্রগীতের দ্বারা প্রাতঃ ও সায়ংকালে যারা আমার স্তব ক'র্বে, তাদের অভিলষিত বর ও শোভনপ্রজ্ঞা দান ক'র্বো।

শ্রীশিব গৌতমমুনিকে বলেছিলেন—হে সত্তম! শোনো—আমি স্বতন্ত্র আত্মা নই। আমি সত্য সত্য ব'ল্ছি নারায়ণ হ'তে এ জগৎ উৎপন্ন হয়, নারায়ণে প্রলীন হয়, তিনিই পালন করেন, তজ্জন্য জ্যোতির্ম্ময় নারায়ণ প্রকৃতি হ'তে শ্রেষ্ঠ, আমি নির্গুণ হলেও তাঁর আজ্ঞা পালন করি, আমি অধিকারে নিবিষ্ট হ'য়ে তামসী প্রকৃতি লাভ ক'রেছি, তাঁর প্রসাদে তাঁর সাম্যও সংপ্রাপ্ত হ'য়েছি, তিনি সব করান; তাঁর দ্বারা কারিত হ'য়ে ব্রহ্মা সৃজন করেন, আমি নাশ করি, ভাস্কর অখিল জগৎ উদ্ভাসিত করে, বায়ু প্রবাহিত হয়, হুতাশন নভোমার্গ দান করে, কাল জীর্ণ করে থাকে, মৃত্যু সকলদিকে ধাবিত হয়, সেখানে সূর্য্য দীপ্তি প্রদান করেন, চন্দ্র তারাগণ ও বিদ্যুৎ কোথায়? তিনি প্রকাশমান ব'লে সমস্ত বস্তু তদনুযায়ী দীপ্তমান্ হয়।

হে মুনীশ্বর! আমি অশিব হ'য়েও শিব (মঙ্গলময়), যাঁর প্রসাদে আমি সেই দেবতার দাস আমি সত্য সত্য বল্ছি এতে কোন সংশয় নাই। হে গৌতম! আমি সত্য সত্য বল্ছি নারায়ণ আমার আধার, আমি তাঁর আধেয়, আমি বাহু উত্তোলন ক'রে বল্ছি—মুনিগণ কর্তৃক উত্তমরূপে সেবিত নারায়ণের চরণকমল ভিন্ন অপর কোন উদ্ধারের উপায় নাই। শ্রীশঙ্কর এইভাবে ভাগবত ধর্ম্মের উপদেশ করেছেন। যখন যখন এই ভাগবত ধর্ম্মের হানি হয়, তখন তখন আমি ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আবির্ভূত হ'ই। (বৃহদ্ব্রহ্মসংহিতা ২য়পাদ ৯ম অধ্যায়)।

—০—

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

ॐ৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ

২৩।২।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

আমার ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি দেহ ধারণ ক'রি। ভগবান্ শঙ্কর আমার ভাগবত ধর্ম্ম যে ভাবে প্রচার ক'রেছেন, সেরূপ আর কেহ ক'র্‌তে পারে নাই। তিনি পঞ্চমুখে অহরহঃ রামনাম কীর্ত্তন ক'রে রামনাম কিভাবে ক'র্‌তে হয় ভক্তগণকে সেখাচ্ছেন, একবার আমায় ব'লেছিলেন—আমি আপনার নাম জপ ক'রে কৃতার্থ হ'য়ে ভবানীর সহিত কাশীধামে নিরন্তর বাস করি এবং মুমূর্ষগণের মুক্তির জন্য আপনার রাম নাম দান করি। (অগস্ত্যসংহিতা।)

পার্ব্বতীমাতাকে ব'লেছিলেন, হে দেবি, হে সুন্দরবদনে ! সর্ব্বশাস্ত্রে কথিত হ'য়েছে—রামনাম পরমতত্ত্ব। যে নামপ্রভাবে আমি সর্ব্বজ্ঞ হ'য়েছি, রামনাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ত্রিজগতের মধ্যে আর কিছু নাই, অজ্ঞানে অথবা জ্ঞানে 'রাম' এ দুটী অক্ষর উচ্চারণ ক'র্‌লে কোটীজন্মকৃত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়। যজ্ঞ দান তপস্যা তীর্থ অধ্যাত্ম বোধ হ'তে কোটীগুণ পবিত্রতা রামনামে আছে, তা হ'তে কোটী-গুণ পুণ্য ও সুখদায়ক সীতানামসহিত সেই রামনাম।

এজন্য নারদাদি মুনিগণ ও সুখদায়ক-'সীতারাম' জপ ক'রেন যতক্ষণ 'সীতা' নাম জপ করা না হয় ততক্ষণ রামনাম ফল সাধন হয় না। সীতার সহিত রামনাম উচ্চারণ হলেই নাম অপরাধ শূন্য হয়ে যায়, ষড়ঙ্গরহস্য বেদ পাঠ ও সকল যজ্ঞের ফল রামনাম কীর্ত্তনে হয়। (লোমশ সংহিতা।)

স্কন্দপুরাণে শিব ভবানীকে ব'লেছেন—কাম-ক্রোধ-মোহ-হর্ষ-ঈর্ষাদিপরবশ হয়েও পরমব্রহ্মবাচক রামনাম স্মরণ ক'র্‌লে জীব কৃতার্থ হয়। বিশুদ্ধ চিন্ময় রামনামে যাঁর অচলা প্রীতি, তাঁর সমস্ত মনোরথ পূর্ণ হয়। সমস্ত অবতার শ্রীরামনামশক্তি হ'তে সমুদ্ভূত হয়েছে।

যে কোন প্রকারে তুমি রামনাম স্মরণ ক'র্‌বে, তার দ্বারা তুমি মনোরম সিদ্ধিলাভে সমর্থ হবে, তবে নিয়মপূর্ব্বক ধারণ করা ততদিন কর্ত্তব্য, যতদিন না চিত্ত সম্যগ রূপে স্মরণ না করে। প্রথমে অনিয়মকৃত জপ নিষ্ফল হয়, ভাগ্যবান্‌গণই নিয়ম অখণ্ডিত রেখে রামনাম জপ ক'রে থাকেন। (অত্রি সংহিতা।)

হে প্রিয়ে! রামনাম সকল ঐশ্বর্য্যপ্রদ, সমস্ত সিদ্ধি ও পরমার্থ দান করেন। হে প্রিয়ে রামনাম অপেক্ষা সুখলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় আর নাই, আমি সত্য সত্য পুনরায় সত্য ক'রে ব'ল্‌ছি—বেদসকল রামনাম পর, রামনাম পরমগতি, যজ্ঞ সকল রামনাম পর, ক্রিয়া সকল রামনাম পর, রামনাম সদা আনন্দ, রামনাম সদা গতি, রামনাম সদা তুষ্ট, রামনাম সদা অমল। (ব্রহ্মযামল।)

হে প্রিয়ে! আমি যত মন্ত্র তন্ত্র নিরূপণ ক'রেছি, সে সমস্ত রামনাম হ'তে সিদ্ধি প্রাপ্ত হ'য়েছে, রামনামপ্রভাবে পঞ্চভূতাত্মকদেহ সচ্চিদানন্দময় হ'য়ে যায়—আমি সত্য ব'ল্‌ছি। যাঁরা একাগ্রচিত্তে রামনাম জপ করেন তাঁদের কিছুই দুর্ল্লভ নহে। হে প্রিয়ে! রামনাম আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর, আমি ক্ষণকাল রামনাম ত্যাগ ক'র্‌তে সমর্থ নই। (সম্মোহন তন্ত্র।)

শ্রীশঙ্কর যোগসার তন্ত্রে শ্রীপার্ব্বতীদেবীকে ব'লেছিলেন,—কলিজীবের তারকমন্ত্র—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

নারদকেও রামনাম সম্বন্ধে উপদেশ ক'রেছেন, তন্ত্রসমূহে তিনি আমার ভাগবত ধর্ম্মপ্রচার ক'রেছেন। শিব আমি ভিন্ন নই, শিব আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়, আমার নাম ধর্ম্মে যখন গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন আমি দেহ ধারণ ক'রি।

—০—

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ

২৪।২।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্যই আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই। আমার ভাগবত ধর্ম্মবেত্তা সনৎকুমারাদি ব্রহ্মার মানসপুত্র সেই সনকাদিকে আমি হংসরূপে স্বয়ং উপদেশ ক'রেছিলাম। তাঁরা কোন দিন ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেন, চিত্ত গুণে প্রবেশ করে এবং চিত্তে গুণ প্রবেশ ক'রে থাকে, অতএব মোক্ষাভিলাষী বিষয়-ত্যাগীগণের কিরূপে পরস্পর মিলিত গুণ ও চিত্তের সম্বন্ধচ্ছেদ হ'তে পারে ? ব্রহ্মা কর্ম্মে বিক্ষিপ্ত-চিত্ত ব'লে ; এ প্রশ্নের মূল ধ'র্তে না পেরে ; আমাকে ধ্যান ক'রলেন, আমি হংসরূপে তাঁদের নিকট উপস্থিত হ'লাম। সনকাদিযোগীগণ আমাকে দেখে ; ব্রহ্মাকে আগে ক'রে ; আমার নিকটে এসে পাদবন্দন করত জিজ্ঞাসা ক'র্লেন, কে আপনি ?

আমি তাদের ব'ল্লাম—আমার সম্বন্ধে আপনাদের এরূপ প্রশ্ন কিরূপ সঙ্গত হয়—পরমাত্মার যখন একত্ব তখন অন্য আর কি আছে, যা অবলম্বনে আমি উত্তর দিব ? বস্তুবিচারে অর্থাৎ দেব-মনুষ্যাদি শরীর পঞ্চভূতাত্মক, এহেতু সমান, এবং পরমকারণ পরমাত্মা ও জীবাত্মা অভিন্ন, এজন্য আপনাদের 'কে আপনি' এ প্রশ্ন অনর্থক বাগ্‌বিন্যাস মাত্র। মন-বাক্য-দৃষ্টি ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণদ্বারা যা গৃহীত হয়, তা একমাত্র আমিই, আমা ভিন্ন আর কিছু নাই—তা নিঃসংশয়ে বুঝিবে। হে বৎসগণ ! চিত্ত 'বিষয়ে' এবং বিষয় 'চিত্তে' আবিষ্ট হয়, সুতরাং চিত্ত ও বিষয় একত্র গ্রথিত। এই উভয় মদাত্মক জীবের উপাধি মাত্র পুনঃ পুনঃ বিষয় সেবার ফলে চিত্ত বিষয়ে

আবিষ্ট হয়, এবং সংস্কার বশে বিষয় বাসনা চিত্ত হ'তে উদ্ভূত হ'য়ে থাকে। জপ-ধ্যানাদির দ্বারা মদ্‌রূপ হ'য়ে (ব্রহ্মময় হয়ে) চিত্ত ও বিষয় উভয়েই ত্যাগ ক'র্‌বে। সত্ত্বাদিগুণসঞ্জাত জাগরণ নিদ্রা ও সুষুপ্তি বুদ্ধির বিশেষ বিশেষ অবস্থা মাত্র, তাদের সাক্ষিত্ব হেতু জীব সে অবস্থাত্রয় রহিত যখন সংসার বন্ধন আত্মার গুণবৃত্তি প্রদান করে, তখন চৈতন্যরূপ আমাতে স্থিত হ'য়ে সে সংসার বন্ধন ত্যাগ ক'র্‌বে, বিষয়নিবিষ্টচিত্তব্যক্তিগণের তাইই প্রকৃত ত্যাগ। অহঙ্কারকৃত সংসারবন্ধন আত্মার অনর্থ সাধক। বিদ্বান্ ব্যক্তি তা দুঃখকরবোধে আনন্দরূপ তুরীয় ব্রহ্ম আমাতে অবস্থান ক'রে, সংসারচিন্তা পরিত্যাগ ক'র্‌বে। যে পর্য্যন্ত অজ্ঞব্যক্তির নানারূপ বিষয়গ্রহণের বুদ্ধি যুক্তির দ্বারা নিবর্ত্তিত না হয়, তৎকাল অবধি যেমন নিদ্রাবস্থায় অলীকস্বপ্নদর্শন তদ্রূপ জাগরণ অবস্থাও বন্ধন। আত্মাভিন্ন যখন দেহাদির অপর কোন সত্ত্বাই নাই, তখন তৎকৃত বর্ণাশ্রমাচাররূপভেদ স্বর্গাদি ফল এবং সেই ফলজনক কর্ম্মসকল আত্মার সম্বন্ধে স্বপ্ন দর্শনের ন্যায় মিথ্যা। যিনি জাগরণ অবস্থায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা ক্ষণভঙ্গুর বিষয়সকলের উপভোগ; স্বপ্নকালে তত্তুল্য অস্থায়ী বাসনাময় পদার্থের সেবা করেন এবং সুষুপ্তিকালে ভোগশূন্য হন, তিনি একমাত্র অদ্বিতীয় এবং অবস্থাত্রয়ের দ্রষ্টা। এইরূপ বিচার বুদ্ধির দ্বারা মনের সত্ত্বাদি গুণগত যে অবস্থাত্রয় তা আমার সৃষ্ট মায়ার দ্বারা আমাতে কল্পিত—ইহা নিশ্চয় জেনে, অনুমান সদুক্তি ও জ্ঞানরূপতীক্ষ্ণ খড়্গ দ্বারা অহঙ্কার ছেদন ক'রে, আমাকে ভজনা কর। দৃষ্ট ও বিনাশশীল অলাত-চক্রবৎ অতি চঞ্চল, মনের কৌতুক আস্পদ— এই জগৎ ভ্রমময় দর্শন ক'র্‌বে। এইভাবে তাঁদের আমি উপদেশ ক'রেছিলাম। আমার দেহ ধারণ কেবল ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য।

—০—

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ

২৫।২।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

আমার ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্যই যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। আমার ধর্ম্মবেত্তা প্রজাপতি ব্রহ্মা ও সনৎকুমার প্রভৃতিকে আরও বলি—দৃশ্য-স্থূলজগৎ হ'তে দৃষ্টি প্রতিনিবৃত্ত ক'রে, বিতৃষ্ণ মনোবাগ্-ব্যাপার রহিত এবং আনন্দানুভূতি সম্পন্ন ও নিরীহ নিশ্চেষ্ট হবে, যদি কখনও প্রাণধারণের জন্য নিতান্ত আবশ্যক আহারাদিব্যাপারে সচেষ্ট হও, তা অকিঞ্চিৎকর হ'লেও ভ্রম ব'লে গন্য হবেনা। দেহপাত পর্য্যন্ত সংস্কাররূপে স্মৃতি থাকাই স্বাভাবিক। মদ্যপানে অন্ধদৃষ্টিব্যক্তির যেমন স্বীয় পরিহিত বসন স্খলিত বা কটিলগ্ন আছে—এর কোনটাই অনুসন্ধানে আসেনা, তদ্রূপ ব্রহ্মানুভব লব্ধজ্ঞানসিদ্ধব্যক্তিও বিনাশশীল দেহকে আসন অবস্থিত, আসনে হ'তে উত্থিত দেখেন না, যে পর্য্যন্ত প্রারব্ধকর্ম্ম থাকে, দৈবাধীন-দেহও প্রাণ ধারণ ক'রে জীবিত থাকে, কিন্তু সমাধিযোগে আরূঢ় হ'য়ে পরমার্থবোধ জন্মিলে, আর সেই ইন্দ্রিয় বিষয়ভোগী স্বপ্ন-তুল্য দেহের ভজনা ক'র্‌বে না, এই আমি আত্মানাত্মাবিবেক ও অষ্টাঙ্গযোগ বিষয়ক যে গুহ্যধর্ম্ম তা ব'ল্লাম, হে বিপ্রগণ! তোমাদের জিজ্ঞাসিত ধর্ম্ম বল্‌বার জন্যই আমি এসেছি। আমি বিষ্ণু, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আমি যোগ-সাংখ্য-সত্য-ঋত-তেজ-শ্রী-কীর্ত্তি ও দমের পরায়ণ পরম আশ্রয়, যে সকল গুণ পরিণামী নহে ও যাতে প্রাকৃতবস্তুসমূহে ঔদাসীন্য বশতঃ সমতা ও অপ্রাকৃতবস্তুতে আসক্তি থাকে, সে সব গুণই নির্গুণ, প্রিয়, সুহৃদ ও নিরপেক্ষ আমাকে ভজনা করে আমার কথা শুনে, তাঁরা আমার পূজা করেন। আমি স্বধামে গমন ক'রি, সনৎকুমার প্রভৃতি আমার ধর্ম্ম বিশেষরূপে অবগত আছেন।

একবার নারদ সনৎকুমারের নিকটে গিয়ে বলেন—হে ভগবন্! আমি সাঙ্গবেদসকল ও অন্যান্য সমস্তশাস্ত্র অবগত আছি, শাস্ত্রপাঠে মন্ত্রবিদ্ হয়েছি বটে কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ ক'রতে পারিনি আপনাদের মত জ্ঞানীগণের কাছে অবগত আছি যে আত্মজ্ঞ শোক অতিক্রম করেন। হে ভগবন্! আমি শোকার্ত্ত, আপনি আমাকে শোকের পরপারে নিয়ে চলুন। সনৎকুমার ব'ল্লেন—বেদসমূহ অন্যান্য শাস্ত্রসমুদয় 'নাম মাত্র, তুমি নামের উপাসনা কর। নারদ ব'ল্লেন—নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে? তিনি ব'ল্লেন—হাঁ, আছে। নারদ ব'ল্লেন—আপনি আমাকে তাই বলুন, সনৎকুমার ব'ল্লেন—নাম অপেক্ষা বাক্ শ্রেষ্ঠা, এইভাবে মন, সঙ্কল্পচিত্ত, ধ্যান, বিজ্ঞান, বল, অন্ন, আবির্ভাব, তিরোভাব, জল, তেজ, আকাশ, স্মৃতি, আশা, প্রাণ প্রভৃতি উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ বলেন। তারপর ভূমার উপদেশ করেন, অল্পে সুখ নাই, ভূমাই সুখ। সেই ভূমা নিম্নে, তিনি উর্দ্ধে, তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে, তিনিই এই সমস্ত। আমি নিম্নে, আমি উর্দ্ধে, আমি পশ্চাতে, আমি সুমুখে, আমি দক্ষিণে, আমি উত্তরে, আমি এই সমুদয়, আত্মা নিম্নে, আত্মা উর্দ্ধে, আত্মা পশ্চাতে, আত্মা সম্মুখে, আত্মা দক্ষিণে, আত্মা উত্তরে এই সমস্তই আত্মা, এভাবে ভূমা অহং এবং আত্মা এক। নারদকে বলেন—আত্মা হতে প্রাণ, আত্মা হতে আশা, আত্মা হতে স্মৃতি, আত্মা হতে আবির্ভাব, তিরোভাব, অন্ন, বল, বিজ্ঞান, ধ্যান, চিত্ত, সঙ্কল্প, মন, বাক্ ও আত্মা হতে নাম, মন্ত্রসমূহ, কর্ম্মসমূহ এই যা কিছু সকলই হ'য়ে থাকে। এভাবে আত্মজ্ঞান দান ক'রে নারদকে তিনি অজ্ঞান অন্ধকারের পরপার দেখালেন। সনৎকুমার আমার ধর্ম্মবেত্তা। যখন এ ধর্ম্মের গ্লানি হয় তখন আমি দেহ ধারণ করি।

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ

২৬।২।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব!
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব!
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব!

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত!
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ।

ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই যুগে যুগে আত্মমায়ায় অবতীর্ণ হই। আমার ধর্ম্মের কথা প্রজাপতি-ব্রহ্মাকে একদিন সনৎকুমার জিজ্ঞাসা করেন—নারায়ণের অষ্টাক্ষর কি প্রকার? তিনি বলেন যিনি নারায়ণ তিনি পরব্রহ্ম, আনন্দ, অষ্টাক্ষর, অষ্টমূর্ত্তি। প্রথম অকার পৃথিবী, দ্বিতীয় উকার আপ, তৃতীয় মকার তেজ, চতুর্থ নাদ বায়ু, পঞ্চম বিন্দু আকাশ, ষষ্ঠ কলা চন্দ্রমা, সপ্তম অনুসন্ধান সূর্য্য, অষ্টম ধ্যান যজমান, অকার সদ্যোজাত, উকার বামদেব, অঘোর মকার, তৎপুরুষ নাদ, বিন্দু ঈশান, কলা ব্যাপক, অনুসন্ধান নিত্য, ধ্যান স্বরূপ ব্রহ্ম এই অষ্টাক্ষর সর্ব্বব্যাপক। নারায়ণ পরব্রহ্ম, জ্ঞান পরম নারায়ণ, নারায়ণ মহাপুরুষ, নারায়ণ বিশ্বাত্মা অব্যয়, অন্তরে বাইরে পরম নারায়ণ অবস্থিত, নারায়ণ জ্যোতির্ম্ময়, সহস্রশীর্ষ, পরমপদ, নারায়ণ সমস্ত বেদান্তগোচর শান্ত; শিব। সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-তিরোধান ও অনুসম্মত এই পঞ্চকর্ম্মের কর্ত্তা অনাময় নারায়ণ। 'ওঁ নমো নারায়ণায়' এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র-রাজ, শিব নারায়ণ, শুক্র নারায়ণ, দিক্ নারায়ণ, ঊর্দ্ধ নারায়ণ, অন্ত নারায়ণ, নারায়ণ 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' নারায়ণ হ'তে অণ্ডজ-স্বেদজ-উদ্ভিজ-জরায়ুজ-মনসিজ প্রভৃতি সমস্ত মহাভূত প্রজাত হয়।(১) অণ্ডজ সমস্ত পক্ষীরূপ, স্বেদজ কৃমি কীটাদি, উদ্ভিজ তরু গুল্ম লতাদি, জরায়ুজ নর পশু মৃগাদি, মনসিজ নারদাদি ঋষিসকল উৎপন্ন হন। নারায়ণ স্থাবর জঙ্গমাত্মক, অষ্টবসু নারায়ণ, একাদশ রুদ্র নারায়ণ, নারায়ণ দ্বাদশ আদিত্য, সমস্ত দেবতা ঋষি, মুনি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ সকলই নারায়ণ—এই সমুদয়ই নারায়ণ, লক্ষ্মী মূল প্রকৃতি, একমাত্র বস্তু পরব্রহ্ম সনাতন নারায়ণ,

(১) নারায়ণ পূর্বতাপিনী উপনিষৎ।

জ্যোতির্ম্ময় সাক্ষাৎ নারায়ণ পরব্রহ্ম ব'লে কথিত হন। তিনি সচ্চিদানন্দময়, সুবর্ণে কটকাদির ন্যায় এক মাত্র নারায়ণেরই নানাবিধ রূপ; ব্রহ্মা বলেন—ভূঃ নারায়ণ, ভুবঃ নারায়ণ, স্বঃ নারায়ণ, মহঃ নারায়ণ, জনঃ নারায়ণ, তপঃ নারায়ণ, সত্য নারায়ণ। নারায়ণ পরব্রহ্ম; নারায়ণই দৃষ্টাদৃষ্ট নিখিল বস্তু, নারায়ণ ভিন্ন জগতে কিছু নাই, 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' নারায়ণ। দিক্ দেশকালাদির দ্বারা অপরিছিন্ন পরম মহান্ ব্রহ্ম, তাঁ হ তে আকাশ সম্ভূত হ'য়েছে, আকাশ হ'তে বায়ু, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি হ'তে জল, জল থেকে পৃথিবী, পৃথিবী হ'তে ওষধিসমূহ, সে সকল হ'তে অন্ন, অন্ন হ'তে পুরুষ, নারায়ণ সমস্ত পুরুষ পরব্রহ্ম, নারায়ণ সকল ভূতের অন্তর্যামী আত্মা, আত্মা এই সমস্ত নারায়ণ, নারায়ণ স্বয়ং জ্যোতি। তা হ'তে প্রকাশাত্মা সেই নারায়ণ বিরাট্ পুরুষ, দেবগণের মধ্যে তিনি বাসব, ইন্দ্রিয় নিচয়ের মধ্যে মন, সমস্ত বস্তুর মুখ্যবস্তু নারায়ণ, এইরূপে আমার পরমজ্ঞান ব্রহ্মা সনৎকুমারকে উপদেশ করেন, উপনিষদ্-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মই সমস্ত—এই হ'ল পরম জ্ঞান, এই জ্ঞান লাভ জীব যতদিন না ক'র্‌তে পারে, ততদিন যাতায়াত ক'র্‌তে থাকে। আমার ধর্ম্মে যখন মানুষ একান্ত শ্রদ্ধা সম্পন্ন হ'য়ে ধর্ম্ম পরায়ণ হয়, তখন সে প্রকৃত পথ পায়, আমার ধর্ম্মের হানি হলে, ধর্ম্ম সংস্থাপিত কর্‌বার জন্য আমি আবির্ভূত হই।

ওঁশ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ

২৭।২।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত ক'র্বার জন্যই আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। ভক্তবর সনৎকুমার আমার ভাগবত ধর্ম্ম পরমভক্ত বৃত্রাসুরকে উপদেশ করেছিলেন—(শান্তিপর্ব্ব)। হে দৈত্যরাজ! বিষ্ণুর উত্তম মাহাত্ম্য শ্রবণকর, হে পরন্তপ! এই সম্পূর্ণ জগৎ বিষ্ণুতে অবস্থিত জান্‌বে। ইনি চতুর্বিধ ভূতগ্রাম সৃজন করেন। ইনিই সংহার করেন, কালে কালে সৃজন ক'রে থাকেন, আবার এতেই বিলয় হয়। জ্ঞানবান্ তপস্যা কিম্বা যজ্ঞের দ্বারা এঁকে লাভ ক'র্‌তে পারে না, কিন্তু ইন্দ্রিয়গণের সংযমকারী এঁকে লাভ ক'র্‌তে সমর্থ হয়। শ্রীনারায়ণ প্রভু হরি অনাদি নিধন—এঁর আদি বা অন্ত নাই, ইনি চরাচর বিশ্ব সৃজন করেন, ইনি সমস্ত ভূতে ক্ষর এবং অক্ষর একাদশ বিকারাত্মা রশ্মিসমূহের দ্বারা জগৎ পালন ক'রে থাকেন। তাঁর চরণ যুগল সাগর, মেখলা শস্যশ্যামলা পৃথিবী, আর মস্তক দ্যুলোক। তাঁর বাহুসকল দশ দিক্, তাঁর শ্রবণ আকাশ, তাঁর নয়ন তেজোময় সূর্য্য আর চন্দ্রমা মন, বুদ্ধি নিত্য-জ্ঞানগতা এবং রজঃ জলে প্রতিষ্ঠিত, তাঁর ভ্রূযুগলের মধ্য গ্রহদল, তাঁর নেত্রসকল নক্ষত্রচক্র, পদ যুগল ভূ। হে দানবসত্তম! রজঃ তম ও সত্ত্বগুণ নারায়ণাত্মক, বেদ-সকল তাঁর রোম, অক্ষর সরস্বতী, বহু আশ্রয়-বহু ধর্ম্ম তাঁর হৃদয়ে সমাশ্রিত। তিনি ব্রহ্ম, তিনি পরম ধর্ম্ম, তিনি তপস্যা, সদ্ অসদ্ সব তিনি। সেই বিষ্ণু পিতামহ, তিনি পুরন্দর, তিনি মিত্র, তিনি বরুণ, তিনি যম, তিনি ধনদ, একমাত্র তিনি নানারূপ ধারণ ক'রেছেন। এই ভাবে সনৎকুমার ভক্ত বৃত্রাসুরকে আমার পরম ধর্ম্ম উপদেশ করেন।

পৃথুরাজাকেও সনৎকুমার পরম ধর্ম্মের কথা ব'লেছিলেন,—হে রাজন্! শ্রীভগবানের গুণানুবাদে আপনার এরূপ নৈষ্ঠিকী প্রীতি, যা প্রাপ্ত হওয়া অতি কঠিন। সেই গুণকথন অন্তঃকরণের সমস্ত মল নষ্ট ক'রে দেয়, আত্মার অতিরিক্ত দেহ-গেহ আদি পদার্থে অনাসক্ত থাকা ও অন্তরাত্মাদ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মে সুদৃঢ় অনুরাগই শাস্ত্রসকল মানুষের কল্যাণের কারণ ব'লেছেন। গুরু এবং শাস্ত্রবাক্যের উপর বিশ্বাস ভাগবত ধর্ম্মের আচরণ, অধ্যাত্ম যোগচর্য্যা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা, যোগেশ্বরের উপাসনা, নিত্য পবিত্রকীর্ত্তি-শ্রীহরির পরমপাবন কথা শ্রবণ, প্রাকৃত জনের সঙ্গ ত্যাগ, আপনার প্রীতিকরপদার্থের অসংগ্রহ, ভগবদ্-গুণামৃত পান, নির্জ্জনসেবনে প্রেম, ভগবানের লীলা কথারূপ অমৃত বারংবার পান ক'রলে নির্গুণব্রহ্মে পরমা প্রীতি লাভ হয়। যোগাদির দ্বারা সংসারসাগরপার হওয়া অতি দুষ্কর। শ্রীভগবান্ হরির চরণ-যুগলকে নৌকা ক'রে তুমি অনায়াসে দুস্তর-ভবপারাবার উত্তীর্ণ হ'য়ে যাবে। এইভাবে আমার পরম ধর্ম্ম অনন্যভাবে আমার চরণ আশ্রয়ের উপদেশ প্রদান করেন, আমার শরণাগতি রূপ পরমধর্ম্মের যখন গ্লানি হয়, তখন আমি দেহ ধারণ ক'রে ধর্ম্ম সংস্থাপন ক'রি।

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ

২৮।২।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

যুগে যুগে ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি আবির্ভূত হই। পরমভক্ত সনৎকুমার রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে পরমধর্ম্মের উপদেশ ক'রেছিলেন,—জ্ঞান, সত্য, দম, বেদান্তাদিশাস্ত্র শ্রবণ, অমাৎসর্য্য, লজ্জা, তিতিক্ষা, অনসূয়া, যজ্ঞ, দান, ধৃতি, শম—এই দ্বাদশটী ব্রাহ্মণের মহাব্রত পুরুষার্থ সাধন। এই দ্বাদশটী গুণ হ'তে যিনি বিচ্যুত না হন, তিনি সম্যগ্‌রূপে সমস্ত পৃথিবী প্রশাসন করেন। এ সকলের তিনটী দুইটী এমনকি একটী গুণে শোভিত হ'লেও মানব মৌনাবলম্বন করত ক্রমে সংসার মুক্ত হন। (যে পরমেশ্বরের উদ্দেশে বেদশব্দ উত্থিত হয়, সেই পরমেশ্বরে মৌনী (তন্ময়) হ'য়ে বিরাজ করেন)।

সত্য, ধ্যান, সমাধি, চোদ্য (কে ছিলাম, কেন ছিলাম, কোথা হ'তে এসেছিলাম, কোথায় আছি, কেন আছি, কিরূপে আছি, আবার আমি কি হব, কেন হ'ব, কোথায় হ'ব ? সনৎসুজাতীয়মধ্যাত্মশাস্ত্রম্), বৈরাগ্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অসংগ্রহ এই আটটী প্রমাদরাহিত্যের লক্ষণ। হে রাজেন্দ্র ! তুমি সত্যাত্মা হও, কারণ সত্যেই অমৃত নিহিত আছে, সত্যে লোক প্রতিষ্ঠিত এবং বেদচতুষ্টয়। এঁদের সত্যমুখ বলেছেন—দোষ বিনাশ ক'রে, সকলের উপাসনারূপ ব্রত আচরণ করা কর্ত্তব্য। দোষ নিবৃত্ত হ'লে বিদ্বান্ বা যোগীর কাছে সত্যাত্মক ব্রহ্মই আশ্রয়স্বরূপ হন।

মৌন সহকারে উপাসনা ক'র্‌বে, ইন্দ্রিয়ব্যাপার মনেও যেন স্থান না পায়। এরূপ ক'র্‌লে ব্রহ্মের অভিমুখী হয়, পরে সমাধি পরিপাকে পরমাত্ম প্রাপ্তি হ'য়ে থাকে। মৌন অবলম্বনে বা

অরণ্যবাসে মুনি হওয়া যায় না। যিনি পরমাত্মাকে বুঝেছেন, তিনি শ্রেষ্ঠ মুনি। ব্রহ্মচর্য্য হেতু দেবগণ দেবত্ব পেয়েছেন, ঋষিরা সৌভাগ্যশালী হ'য়েছেন, অপ্‌সরোগণ ও গন্ধর্ব্বগণ রূপ পেয়েছেন, এই ব্রহ্মচর্য্যহেতুই সূর্য্য দ্যোতনের জন্য সত্বালাভ ক'রেছেন, চিন্তামনির ন্যায় ব্রহ্মচর্য্যকে জেনে দেবগণ স্ব স্ব অধিকার পেয়েছেন। ধৃতরাষ্ট্র বলেন—ব্রহ্ম কি প্রকার, কি বর্ণ? সনৎসুজাত বলেন—ব্রহ্ম শুক্ল, লোহিতাদি বর্ণ-বিশিষ্ট নহেন, পৃথিবী অন্তরীক্ষ তাঁর স্বরূপ নহে, সমুদ্রসলিল তাঁর রূপধারণ করেনা, চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা, বিদ্যুৎ, মেঘ, বায়ু বা দেবতাদিতে ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি হয় না, বেদ চতুষ্টয়ে তাঁর স্বরূপ দেখা যায় না। হে রাজন্! মহাব্রতের হৃদয়ে তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি হ'য়ে থাকে, কাল পর্য্যন্ত প্রলয়কালে উহাতে প্রবিষ্ট হয়, তিনি অনু হ'তে অনু, মহৎ হ'তে মহীয়ান্, প্রকাশ্যবস্তু ব্রহ্মের বিকাশ মাত্র, কারণ, তাঁতেই সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত, আত্মবিদ্ জ্ঞানযোগে ইহা দেখেন। যিনি বিশ্বের রহস্য বুঝ্‌তে পারেন, তিনি অমরণ ধর্ম্মী হন।

আত্মজ্ঞ জ্ঞান যোগে যাঁকে দর্শন করেন, তিনি শুদ্ধ মহৎ জ্যোতি দেদীপ্যমান ও মহদ যশঃ দেবগণ তাঁকে উপাসনা করেও পাননা, যোগীগণ সেই ভগবান্ সনাতনকে দর্শন করেন, পূর্ণ হ'তে পূর্ণ উদ্ধৃত হয়েছেন। তিনি পূর্ণ হ'তে পূর্ণের বিধান ক'রেছেন, পূর্ণ হ'তে পূর্ণ হরণ ক'র্‌লেও পূর্ণই অবশিষ্ট থাকেন, আকাশস্থিত অবকাশের ন্যায় অথবা গঙ্গাস্থিত তরঙ্গমালার ন্যায় ব্রহ্ম হতে চরাচর উৎপন্ন হ'য়ে তাঁতেই বিলীন হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরমেশ্বরের শরীররূপ রথ। এঁকে চক্ষুদ্বারা কেহ দেখ্‌তে পায় না, যাঁরা মনও হৃদয়ের দ্বারা এঁকে জান্‌তে পারেন—তাঁরা অমর হন। অসাধন সসাধন উভয়ের পক্ষে ব্রহ্ম সমান, মুক্তগণ মধুর উৎস লাভ করেন। আত্মাই আমার স্থান, আত্মাই আমার জন্ম, ব্রহ্মাবাদিরা সর্ব্বভূতের অন্তরে আত্মাকে নিহিত ব'লে অনুভব করেন। আমার এই ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আমি দেহ ধারণ করি।

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ

২৯।২।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায়সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্মের গ্লানি অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হ'লে আমি আমাকে সৃজন করি। সাধুগণের পরিত্রাণ অসাধুগণের বিনাশ আর ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

কপিলরূপ ধারণ ক'রে আমি মাতা দেবহুতিকে আমার ভক্তিযোগ প্রভৃতির উপদেশ করি, ভক্তিযোগই আমার প্রাপ্তির সহজ সুগম উপায়। সাধুগণের দ্বারা মানুষ নির্ম্মল হয়, সাধুসঙ্গ সঙ্গ-দোষ হরণ করে, সাধুসঙ্গে আমার লীলাগুণ ঐশ্বর্য্যের হৃদয়-কর্ণ-রসায়ণ কথা হয়, তাহা সেবনে সত্বর মোক্ষমার্গে ক্রমে শ্রদ্ধা রতি ও ভক্তি হ'য়ে থাকে, মানব ইহলোক পরলোকে ধন্য হয়। পশু গৃহ আত্মীয়স্বজন অন্যান্য সমস্ত একেবারে ত্যাগ ক'রে, বিশ্বতোমুখ আমাকে অনন্যা ভক্তির দ্বারা যারা আমার ভজনা করে, আমি তাদের মৃত্যুর পরপারে নিয়ে যাই। প্রধান ও পুরুষের ঈশ্বর ভগবান্ পুরুষোত্তম আমার আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত সর্ব্বভূতের তীব্র সংসার ভয় নিবর্ত্তিত হয় না। আমার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, আমার ভয়ে সূর্য্য তাপ দেয়, ইন্দ্র আমার ভয়ে বারিবর্ষণ করে, অগ্নিদগ্ধ ও মৃত্যু আমার ভয়ে বিচরণ করে, যোগিগণ জ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিযোগের দ্বারা মোক্ষের জন্য অকুতোভয় আমার পাদমূলে প্রবেশ করে, এই ইহলোকে তীব্র ভক্তিযোগের দ্বারা আমাতে স্থিরভাবে মন অর্পিত করাই মোক্ষের কারণ। মাতাকে তামস রাজস ও সাত্ত্বিক তিন প্রকার সগুণ ভক্তির কথা ব'লে তারপর আমার নির্গুণ ভক্তির কথা বলি। যেমন গঙ্গাজল অবিচ্ছিন্নগতিতে সাগর অভিমুখে ধাবিত

হয়, তদ্রূপ আমার গুণ শ্রবণমাত্রেই সকল জীবের অন্তঃকরণে অবস্থিত পুরুষোত্তম আমার প্রতি যে অবিচ্ছিন্নভাবে মনোগতি ধাবিত হয়, তাইই অহৈতুকী নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ। এরূপ ভক্ত আমি দিলেও আমার সেবা ভিন্ন সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্য কিম্বা একত্ব অভেদ মুক্তিও চান না। এর নাম আত্যন্তিক ভক্তিযোগ। যার দ্বারা ভক্ত ত্রিগুণকে অতিক্রম ক'রে মদ্ভাব প্রাপ্ত হয়। নিত্য হিংসাহীন ক্রিয়াযোগ—আমার বিগ্রহ দর্শন, স্পর্শন, পূজা, স্তুতি, অভিনন্দন, সকল ভূতে আমার ভাবনা। ধৈর্য্য সহকারে লোকসঙ্গ ত্যাগ, মহদ্‌ব্যক্তিগণকে সম্মান, দীনব্যক্তিগণকে অনুকম্পা এবং আত্মতুল্যগণের সহিত মিত্রতা, যম-নিয়ম আধ্যাত্মিক শাস্ত্র সকল পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, আমার নাম সঙ্কীর্ত্তন সরলতা, সাধুগণের সঙ্গ, অহঙ্কার শূন্যতা, আমার ধর্ম্ম অনুষ্ঠানকারী পুরুষের চিত্ত আমার গুণ শ্রবণ কর্‌বামাত্রই সত্বর যেমন বায়ু পুষ্পাদি হ'তে গন্ধকে নাসার কাছে নিয়ে যায়, তদ্রূপ যোগরত চিত্ত আমাতে সন্নিবিষ্ট হয়, সর্ব্বভূতে আমি অবস্থিত আপনার ও পরের অল্পমাত্র ভেদ করা কর্ত্তব্য নয়। যে আপনার এবং অপরের ঈষদ্‌ভেদ করে সেই ভিন্নদর্শীর মৃত্যুরূপী আমি ভীতি প্রদান করি। এইজন্য সর্ব্বভূতে অবস্থিত আমাকে দান, মান, মিত্রতা, সপ্রেম দৃষ্টির দ্বারা পূজা ক'র্‌বে। মনের দ্বারা এই ভূতসমূহকে সম্মান করত অংশরূপে জীবরূপে ভগবান্ ইহাতে প্রবিষ্ট—এইভাবে মনের দ্বারা প্রণাম ক'র্‌বে। আমি তোমায় ভক্তিযোগ এবং যোগ ব'ল্‌লাম। পরুষ এ-দুটির যে কোনটীর দ্বারা পরম পুরুষকে লাভ করে। আমি এইভাবে মাতা দেবহূতিকে আমার ধর্ম্ম উপদেশ ক'রেছিলাম। ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্যই আমি দেহ ধারণ করি।

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ

৩০।২।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্যই যুগে যুগে আমি আবির্ভূত হই। মনু আমার ভাগবত ধর্ম্মের অন্যতম বেত্তা মনুসংহিতা নামক গ্রন্থে তিনি বিশেষভাবে সকল ধর্ম্মের কথা ব'লেছেন। চতুবর্ণ চতুরাশ্রম প্রভৃতির ও নারীধর্ম্মের কথা তাতে কথিত হ'য়েছে। আচার্য্য ব্রহ্মার মূর্ত্তি, পিতা প্রজাপতির মূর্ত্তি এবং মাতা পৃথিবীর মূর্ত্তি—তাঁদের নিত্যপ্রিয় অনুষ্ঠান ক'র্‌বে, তাঁরা তিনজন সন্তুষ্ট হ'লে সমস্ত তপস্যা করা হয়, তাঁদের শুশ্রূষাই পরম তপস্যা।

সত্য ব'ল্‌বে, প্রিয় ব'ল্‌বে, অপ্রিয় সত্য ব'ল্‌বে না, মিথ্যা প্রিয় বলবে না। এই সনাতন ধর্ম্ম।

বেদের অনভ্যাস, আচার ত্যাগ, আলস্য ও অন্নদোষ হ'তেই মৃত্যু ব্রাহ্মণগণকে হিংসা করে, যজ্ঞের দ্বারা দেবঋণ, পুত্রের দ্বারা পিতৃঋণ, এবং স্বাধ্যায়ের দ্বারা ঋষিঋণ, এই ঋণ শোধ ক'রে তবে মোক্ষে মনোনিবেশ ক'র্‌বে। ঋণ শোধ না ক'রে মোক্ষ সেবায় অধঃপাত হয়। ধর্ম্মই একমাত্র সুহৃদ্, যিনি মরণের পরও অনুগমন করেন ; অন্য সমস্তই শরীরের সহিত নাশ প্রাপ্ত হয়।

মহাভাগা প্রজনার্থ (গর্ভোৎপাদনার্থ) গৃহের শোভাকারিণী নারীগণ সম্মাননীয়া লক্ষ্মী এবং স্ত্রী উভয়ের কোন বিশেষ নাই। কায়মনো বাক্যে যে স্ত্রী ব্যভিচার করেন না, তিনি পতির সহিত পতিলোক প্রাপ্ত হন, সাধুগণ তাঁকে সাধ্বী বলেন। স্ত্রীলোক ব্যভিচার ক'র্‌লে পাপরোগের দ্বারা পীড়িত হয়, জন্মান্তরে শৃগালী হয়। ব্রাহ্মণ নিত্য যথাকালে অনলস হ'য়ে বেদ অভ্যাস ক'র্‌বেন।

ব্রাহ্মণের বেদ অভ্যাসই পরমধর্ম্ম, অন্য সব উপধর্ম্ম। সতত বেদাভ্যাস শৌচ তপস্যা ভূতগণের অদ্রোহের দ্বারা পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি লাভ হয়, পূর্ব্বস্মৃতি লাভ করত অজস্র বেদ অভ্যাসের দ্বারা অনন্ত সুখভোগ করেন। অনলস ভাবে ধর্ম্মের মূল সদাচার সেবা ক'র্‌বে, আচারের দ্বারা আয়ু, আচারের দ্বারা বাঞ্ছিত সন্তান, আচার হ'তে অক্ষয় ধনলাভ হয়, আচার অলক্ষণ নষ্ট করে। দুরাচারী পুরুষ জগতে নিন্দনীয় হয়। ধৃতি ক্ষমা দম অস্তেয় শৌচ ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ধী বিদ্যা সত্য অক্রোধ দশ লক্ষণ ধর্ম্মের কথা মনু ব'লেছেন। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এই পাঁচটি সর্ব্ববর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম-ইহাও কথিত হ'য়েছে। দেব মানুষ এই সমস্ত সুখের মূল তপস্যা, বেদদর্শিগণের দর্শন তপস্যায় অন্ত, ব্রাহ্মণের তপস্যা জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের তপস্যা রক্ষা, বৈশ্যের তপস্যা বার্ত্তা বাণিজ্য পশুপালনাদি, শূদ্রের তপস্যা সেবা। ফল মূলাদি সংযতাত্মা ঋষিগণ তপস্যার দ্বারা সচরাচর ত্রৈলোক্য দর্শন করেন। ঔষধসমূহ আরোগ্য বিদ্যাবিবিধা দৈবীস্থিতি তাহা তপস্যার দ্বারা প্রসিদ্ধ হয়। তপস্যাই তার সাধন, যাহা দুস্তর, যাহা দুঃখে প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাহা দুর্গ, কষ্টকর, যাহা দুষ্কর, সমস্ত তপস্যা সাধ্য, তপস্যার শক্তি দুর্লজ্ঘ্য মহাপাতকী অশেষ পাপকারী তপস্যার দ্বারা শুদ্ধ হয়। কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, স্থাবর, ভূতসকল তপস্যার দ্বারা স্বর্গে যায়। তপস্যার অসাধ্য কিছু নাই।

সর্ব্বভূতে আত্মাকে আর সমস্ত ভূতকে আত্মায় অর্থাৎ পরমাত্মা আমাতে অবস্থিত দেখে আত্মযাজী ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন। দ্বিজোত্তম যথোক্ত কার্য্য সকল পরিত্যাগ ক'রে আত্মজ্ঞানে শমে ও বেদাভ্যাসে যত্নবান্ হন্—এই হল বিশেষত ব্রাহ্মণের জন্ম সাফল্য, এর দ্বারা ব্রাহ্মণ কৃতকৃত্য হন। জগতের যা কিছু সব বেদ হ'তে উৎপন্ন হ'য়েছে। বেদজ্ঞ যে স্থানে থাকুন তিনি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন। তপস্যা ও বিদ্যা বিপ্রের পরমমোক্ষপ্রদ। তপস্যার দ্বারা পাপ নষ্ট হয়, এবং বিদ্যার দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হ'য়ে থাকে। সমাহিত হ'য়ে সব আত্মাতে দেখ্‌বে, সমস্ত আত্মায় দেখে অধর্ম্মে মন দিবে না। সমস্ত দেবতা, আত্মা, সব আত্মাতেই অবস্থিত। আত্মাই শরীরিগণের কর্ম্মযোগ জন্মান। এক পরমাত্মাকে কেহ অগ্নি, কেহ মনু, অপরে প্রজাপতি, কেহ ইন্দ্র, কেহ বা প্রাণ, কেহ শাশ্বত ব্রহ্ম বলেন। যিনি সর্ব্বভূতে বিশুদ্ধ মনের দ্বারা আত্মাকে দেখেন। তিনি সমতা প্রাপ্ত হ'য়ে ব্রহ্মত্ব লাভ ক'রে পরম পদ প্রাপ্ত হন। যখন এই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয় তখন দেহ ধারণ ক'রে ধর্ম্মসংস্থাপন করি।

ওঁশ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ

৩১।২।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা   করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা   করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা   করুণাময় গুরুদেব !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

যুগে যুগে ধর্ম্মসংস্থাপন কর্‌বার জন্যই আমি দেহ ধারণ করি। আমার পরমভক্ত প্রহ্লাদ অন্যতম ভাগবত ধর্ম্মবিৎ। প্রহ্লাদ গুরুগৃহ হ'তে পিতার কাছে উপস্থিত হ'লে, পিতা বলেন—বৎস ! তুমি যা সাধু মনে কর তা আমাকে বল। প্রহ্লাদ বলে—'অহং মম' এই মিথ্যা অভিনিবেশ হেতু সতত সমুদ্বিগ্ন বুদ্ধি দেহিগণের বনগমনপূর্ব্বক হরিকে আশ্রয় করাই সাধু ব'লে মনে করি। হিরণ্যকশিপু হাস্য করত গুরুগৃহে পাঠাভ্যাসের জন্য পাঠায় বারান্তরে হিরণ্যকশিপু কি উত্তম অধ্যয়ন ক'রেছে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে প্রহ্লাদ বলে—বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি, তাঁর নাম শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ, তাঁর পাদসেবা পূজা বন্দনা দাস্য সখ্য আত্মনিবেদন এই নবলক্ষণ যুক্তা যে বিদ্যালাভ ক'র্‌লে মানুষ এরূপ ভক্তি হরিতে সমর্পণ ক'র্‌তে পারে, সেই শিক্ষাই আমি সর্ব্বোত্তম বলে মনে করি। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বিনাশ কর্‌বার জন্য বহু চেষ্টা ক'রে অকৃতকার্য্য হয়। আমি তাকে রক্ষা করি, তারপর প্রহ্লাদ গুরুগৃহে মাতার গর্ভস্থ অবস্থায় নারদ তার মাতাকে যে ভাগবত ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন, বালকগণকে সেই উপদেশ করে—মনুষ্য জন্ম দুর্ল্লভ ও অনিত্য, এই মনুষ্য জন্মে চেষ্টা ক'র্‌লে পরম কল্যাণময় হরিকে পাওয়া যায়। অতএব জ্ঞানিব্যক্তি যৌবন বার্দ্ধক্যের অপেক্ষা না রেখে বাল্যেই ভাগবত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ক'র্‌বে। জীবের মানবজন্মে শ্রীভগবানের চরণ আশ্রয় করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। কারণ, তিনিই সর্ব্বভূতের আশ্রয় ও সুহৃৎ, ইন্দ্রিয় সুখে আসক্ত হওয়া উচিত নহে। পূর্ব্ব-

সঞ্চিত কর্ম্মবশে বিনা চেষ্টায় দুঃখ প্রাপ্তির ন্যায় মানুষ, পশু প্রভৃতি সমস্ত যোনিতেই সকলের বিনা চেষ্টায় ইন্দ্রিয় সুখলাভ হ'য়ে থাকে। যৌবনের বিষয় আসক্তি ঘোরতর হয়, তজ্জন্য বাল্যেই ভাগবত ধর্ম্ম অভ্যাস ক'রে বিষয়াসক্তি দূর করা উচিত। সংসারী পত্নীপুত্রাদির মোহে আত্মধর্ম্ম বিস্মৃত হ'য়ে যায়, অতএব কৌমারকালেই প্রেমপূর্ব্বক ভগবদ্‌ভজন ক'র্‌লে সংসারের মোহ-মানুষকে আচ্ছন্ন ক'র্‌তে পারে না, এই হেতু তোমরা অসুরভাব পরিত্যাগ ক'রে সর্ব্বভূতে দয়া ও মিত্রতা স্থাপন কর। সর্ব্বভূতময়-বিভুর বিস্তার এ জগৎ। তিনি সর্ব্বময়—এজন্য বিদ্বান্‌গণ অভেদ বুদ্ধিতে সকলকেই আত্মবৎ দেখে থাকেন। অতএব তোমরা অসুরভাব ত্যাগ ক'রে যাতে পরম নির্বৃতি প্রাপ্ত হও তার চেষ্টা কর। অগ্নি, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ, চন্দ্র প্রভৃতি কারও দ্বারা মানব মোক্ষলাভ ক'র্‌তে পারে না। কেবলমাত্র কেশব হৃদয়ে সংস্থিত হ'লে মানুষ পাপ ত্যাগ ক'রে নিত্যমুক্তি প্রাপ্ত হয়। অতএব তোমরা দেব-মনুষ্য-অসুরাদি দেহে জন্ম মরণে সন্তুষ্ট হয়ো না; সর্ব্বত্র সমদর্শী হও, আমি সাহস পূর্ব্বক ব'ল্‌ছি সমভাবই বিষ্ণুর আরাধনা। তিনি প্রসন্ন হ'লে জগতে অলভ্য কি? ধর্ম্ম অর্থ কাম ত তুচ্ছ কথা মোক্ষও প্রার্থনা ক'র্‌তে হবে না। তাঁর আশ্রয় নিলে তোমরা নিশ্চয়ই মহৎ ফল পাবে। পিতাকে প্রহ্লাদ ব'লেছিল—হরিকে সর্ব্বভূতময় জেনে সর্ব্বভূতের প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তি করাই কর্ত্তব্য। সর্ব্বভূতাত্মক-জগন্নাথ-জগন্ময়-পরমাত্ম-গোবিন্দে মিত্র, অমিত্র কথা কোথা থেকে হবে, ভগবান্ বিষ্ণু আপনাতে আমাতে এবং অন্যত্র বিদ্যমান। যেখানে সেখানেই ইনি, আমার মিত্র শত্রু কোথায়? দেব, মনুষ্য, পশুপক্ষী, বৃক্ষ ও সরীসৃপ সকলই অনন্ত বিষ্ণুরূপ, তারপর প্রহ্লাদ আমার স্তব করে অনন্তের সর্ব্বব্যাপিত্ব হেতু তিনিই আমি। আমা হ'তে সব উৎপন্ন, আমিও সর্ব্বরূপে বর্ত্তমান। আমাতে সব লয় হবে। সৃষ্টির পূর্ব্বে আমি, শেষেও আমি, আমিই অব্যয় সমস্ত পরমাত্মা, আমি তাকে দেখা দিই, ধর্ম্মের সংস্থাপনের জন্যই আমার আবির্ভাব।

"মা" "মা" "মা"

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ
১লা আষাঢ়
দশহরা
১৩৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

যুগে যুগে ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি অবতীর্ণ হই। পরমভক্ত মনু বৃহস্পতিকে আমার পরমধর্ম্ম উপদেশ করেন। যা হ'তে সম্পূর্ণ জগতের উৎপত্তি হ'য়েছে, যাকে জেনে মনোজয়ী জ্ঞানবান্ এই সংসার অতিক্রম ক'রে পরমপদ প্রাপ্ত হন্ এবং বেদে মন্ত্রসমূহের দ্বারা যাঁর প্রকৃত স্বরূপ পূর্ণভাবে প্রকাশ হয় না, সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তুর বর্ণনা ক'র্‌ছি, সেই অনির্ব্বচনীয় পরম বস্তু নানাপ্রকার রস বিবিধ গন্ধ ও শব্দ স্পর্শ রূপ হ'তে বিমুক্ত, মন বুদ্ধি এবং বাক্যের দ্বারাও তাঁকে প্রসন্ন করা যায় না, তিনি অব্যক্ত অদ্বিতীয়, রূপ-বর্ণরহিত হ'য়েও প্রজাগণের জন্য রূপ রস আদি পঞ্চবিষয় সৃষ্টি করেন। তিনি স্ত্রী নন্ পুরুষ নন্ বা নপুংসক নন্, তিনি সৎ নন্ অসৎ নন্, অথবা সৎ অসৎ উভয়রূপ নন্, ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষই তাঁর সাক্ষাৎকার লাভ করেন, তাঁর কখনও ক্ষয় হয় না। এজন্য তিনি অবিনাশী পরমাত্মা পরব্রহ্ম অক্ষর ব'লে কথিত হন্—একথা তুমি উত্তমরূপে জান্‌বে। সেই পরমাত্মতত্ত্ব উষ্ণ নয়, শীতল নয়, কোমল নয়, তীক্ষ্ণ নয়, অম্ল নয়, কষায় নয়, মধুর বা তিক্ত নয়, তাহা শব্দ গন্ধ ও রূপ রহিত, তাঁর স্বরূপ সমস্ত হ'তে উৎকৃষ্ট ও ও বিলক্ষণ। ত্বক্ স্পর্শ জিহ্বা রস ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধ কর্ণ শব্দ, নেত্র রূপকে অনুভব করে। সেই ইন্দ্রিয়-সকল পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ ক'র্‌তে সমর্থ হয় না। অধ্যাত্মজ্ঞানহীন মানব পরমাত্মাকে অনুভব ক'র্‌তে পারে না, যিনি ইন্দ্রিয়গণকে অন্তর্মুখী ক'র্‌তে পারেন, তাঁরা পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ ক'র্‌তে পারেন। আত্মা শরীর হ'তে সর্ব্বপ্রকারে ভিন্ন, ইনি উৎপত্তি বৃদ্ধি ক্ষয় এবং মৃত্যু আদি দোষসমূহ দ্বারা লিপ্ত হন না, কিন্তু অজ্ঞানী পুরুষ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলে এর উপর আরোপিত সূক্ষ্মশরীর সহ অন্য শরীরে গমন করে। যে মানব সুখ এবং দুঃখ দুইই ত্যাগ করেন, তিনি অক্ষয়ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। এই জন্য সেই পুরুষ কখনও শোক করেন না। জ্ঞান ফল জ্ঞেয় এবং কর্ম্ম এই সকল অন্ত হ'লে পর যা প্রাপ্তব্য ফলরূপে শেষ থাকেন তাঁকেই তুমি জ্ঞেয়মাত্র ব্যাপ্ত হ'য়ে স্থিত জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা জান্‌বে। সেই পরম মহৎ তত্ত্বকে

যোগীগণই দেখতে পান। বিষয়াসক্ত অজ্ঞানী পুরুষ আপনার ভিতর বিরাজমান সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে দেখতে পায় না। এ জগতে পৃথিবীরূপ হ'তে জলের রূপ মহান্, জল হ'তে তেজ অতি মহান্, তেজ হ'তে পবন মহান্, পবন হতে আকাশ মহান্, আকাশ হ'তে মন পরতর অর্থাৎ সুক্ষ্ম শ্রেষ্ঠ এবং মহান্, মন হ'তে বুদ্ধি মহান্, বুদ্ধি হ'তে কাল অর্থাৎ প্রকৃতি মহান্ এবং কাল হ'তে ভগবান্ বিষ্ণু অনন্ত সূক্ষ্ম শ্রেষ্ঠ এবং মহান্ এই সম্পূর্ণ জগৎ যা হ'তে সৃষ্টি সৃষ্ট হয়েছে, সেই ভগবান্ বিষ্ণুর আদি মধ্য কিম্বা অন্ত নাই। তিনি আদি মধ্য ও অন্ত রহিত হবার কারণ অবিনাশী, অতএব সমস্ত দুঃখের অতীত; কেননা বিনাশশীল বস্তুই দুঃখরূপ ব'লে কথিত হয়। অবিনাশী বিষ্ণুই পরমব্রহ্ম, তিনিই পরমধাম, তাঁকে প্রাপ্ত হ'লে জীব কালের রাজ্যে মুক্ত হ'য়ে মোক্ষধামে স্থিত হয়। ধ্যান দ্বারা শুদ্ধ ও সূক্ষ্ম মনের দ্বারা পরমাত্মার স্বরূপ অনুভব ক'র্তে জ্ঞানী সমর্থ হন কিন্তু বাক্যের দ্বারা তাহা প্রকাশ ক'র্তে পারেন না। এই জন্য জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধিকে, বুদ্ধির দ্বারা মনকে এবং মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে শুদ্ধ করত অবিনাশী পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি কোন স্থান হ'তে আসেন নাই, নিত্য বিদ্যমান পুণ্যবান্‌সমূহের পরমগতি, স্বয়ম্ভু (অজন্মা), সকলের উৎপত্তি ও প্রলয়ের স্থান, অবিনাশী, সনাতন, অমৃতের, অধিকারী, এবং অচল তাঁর জ্ঞানলাভে মানুষ পরম অমৃতপ্রাপ্ত হয়,' এই পরম ধর্ম্মের যখন গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আমি দেহ ধারণ করি।

ॐ৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ
২।৩।৬৬ একাদশী

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

আমি যুগে যুগে ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আবির্ভূত হই। আমার ধর্ম্মবেত্তা ভাগবতোত্তম রাজা জনক শুকদেবকে উপদেশ ক'রেছিলেন। শুকদেব জিজ্ঞাসা করেন—কারও যদি ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে জ্ঞানবিজ্ঞান প্রকট হ'য়ে যায় তা'হলে তার অপর তিন আশ্রমে প্রয়োজন কি ?

জনক বলেন—জ্ঞানবিজ্ঞান ব্যতীত যেমন মোক্ষলাভ হয় না, তদ্রূপ সদগুরুর সম্বন্ধ ব্যতিরেকে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। গুরু এই সংসারসাগরের পারের কর্ত্তা কর্ণধার এবং তাঁর দত্তজ্ঞান নৌকাস্বরূপ, মানুষ সেই জ্ঞান পেয়ে ভবসাগর হ'তে পার হয়ে যায়। যেমন মানুষ নদী পার হ'য়ে নৌকা এবং মাঝি দুই ত্যাগ করে, তদ্রূপ মুক্ত পুরুষ গুরু এবং জ্ঞান দুইই ত্যাগ করেন। প্রথমে বিদ্বান্ লোক মর্য্যাদা এবং কর্ম্মপরম্পরা রক্ষা কর্‌বার জন্য চার আশ্রমের সহিত বর্ণ ধর্ম্ম পালন করেন। এরূপ নানাপ্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান ক'র্‌তে ক'র্‌তে শুভাশুভ কর্ম্মের আসক্তি পরিত্যাগের দ্বারা ইহলোকেই মোক্ষপ্রাপ্ত হন্। অনেক জন্ম কর্ম্মানুষ্ঠান হেতু যখন ইন্দ্রিয়গণ সম্পূর্ণ পবিত্র হ'য়ে যায়, তখন মানব ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেই জ্ঞান লাভে সমর্থ হন্। রাজস ও তামসদোষ পরিত্যাগ ক'রে সাত্ত্বিকমার্গ আশ্রয়পূর্ব্বক শুদ্ধবুদ্ধির দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার করা বিদ্বানের কর্ত্তব্য। যিনি সম্পূর্ণ ভূতসকলে আত্মাকে এবং আত্মাতে সম্পূর্ণ ভূতসমূহকে দেখেন, তিনি জলচরপক্ষী যেমন জলে থেকেও তাতে লিপ্ত হয় না—তদ্রূপ সংসারে লিপ্ত হন্ না। তিনি নীড় ত্যাগ ক'রে উড্ডীয়মান পক্ষীর ন্যায় দেহ হ'তে পৃথক্ এবং নির্দ্বন্দ্ব শান্ত হ'য়ে পরলোকে অক্ষয়পদ মোক্ষলাভ করেন।

প্রিয়তম! এ বিষয়ে রাজা যযাতির গাথা শ্রবণ কর। আপনার ভিতরই আত্মজ্যোতির প্রকাশ অন্যত্র নহে, সেই জ্যোতি নিখিল প্রাণীর মধ্যে সমানরূপে স্থিত, আপনার চিত্তকে উত্তমরূপে একাগ্রকারীতা স্বয়ং দেখ্‌তে সমর্থ হন। যা হ'তে দ্বিতীয় কোন প্রাণী ভীত না হয়, যিনি স্বয়ং অপর প্রাণী হ'তে ভীত হন্ না, যিনি কোন ইচ্ছা ক'রেন না, দ্বেষ ক'রেন না, তিনি তৎকালেই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। যখন মানুষ কায়

মনোবাক্যে সকল প্রাণীতে দ্বেষশূন্য হন্ সেই সময় তিনি ব্রহ্মভাব লাভ করেন। যখন সাধক শোনবার এবং দেখবার যোগ্য বস্তুসকল হ'তে ও সম্পূর্ণ প্রাণিসকলে সমভাবাপন্ন নির্দ্বন্দ্ব হন, তখন তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হ'য়ে থাকেন। যখন মানব স্তুতি নিন্দা সমানভাবে দেখেন, স্বর্ণ লৌহ, সুখ দুঃখ, শীত উষ্ণ, অর্থ অনর্থ প্রিয় অপ্রিয় ও জীবনমরণেও উঁহার সমান দৃষ্টি হ'য়ে যায়, তখন তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হ'য়ে থাকেন। যেমন কূর্ম্ম স্বীয় অঙ্গ প্রসারিত করত আবার নিয়ন্ত্রণ করে লয়—এইরূপ ভিক্ষুর মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে নিয়ন্ত্রিত রাখা কর্ত্তব্য। যেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহ দীপের দ্বারা দেখা যায়, তদ্রূপ অজ্ঞান অন্ধকারাবৃত আত্মাকে বুদ্ধিরূপ দীপের দ্বারা সাক্ষাৎ করা যায়। ব্রহ্মন্! আপনি জ্ঞানপ্রাপ্ত হ'য়েছেন আপনার বুদ্ধিও স্থির আপনার বিষয় লোলুপতা নাই, পরন্তু বিশুদ্ধ; নিশ্চয় বিনা কেহ পরমাত্মভাব প্রাপ্ত হয় না, আপনার সুখ-দুঃখে কোন বিশেষ নাই। আপনার মনে লোভ নাই। আপনার নৃত্যগীত দর্শনে শ্রবণে ঔৎসুক্য নাই, কোন বিষয় আপনার মনে রাগ উৎপন্ন হয় না। মহাভাগ! আপনার ভাই বন্ধুগণের প্রতি আসক্তি নাই। কোনও ভয়প্রদ পদার্থে আপনার ভয় নাই। আমি দেখছি—আপনার কাছে মৃত্তিকা প্রস্তর এবং লৌহ সমান। আমি এবং অন্য মনীষী পুরুষগণ আপনাকে অক্ষয় এবং অনাময় পরমমার্গ (মোক্ষ) স্থিত মনে করি। এ জগতে ব্রাহ্মণ হবার যে ফল এবং মোক্ষের যা স্বরূপ তাতে আপনি স্থিতিলাভ ক'রেছেন। জনক কর্তৃক উপদিষ্ট শুকদেব এই জ্ঞান লাভ ক'রে কৃতার্থ হন। যখন যখন আমার ধর্ম্মের গ্লানি হয় তখন তখন আমি আত্মমায়ায় শুদ্ধ সত্ত্বাত্মিকা শরীর ধারণ করি।

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ
৩।৩।৬৬
দ্বাদশী

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্যই যুগে যুগে আমি দেহধারণ করি। আমার পরম ভক্ত গঙ্গানন্দন ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের কথা ব'লেছিল,—মাতা পিতা এবং গুরুগণের পূজা আমার মতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এর আচরণে মানব পবিত্র লোকসকল এবং মহাযশ পেয়ে থাকে ! হে যুধিষ্ঠির। তাঁরা সুপূজিত হ'য়ে যা ক'র্‌তে আদেশ ক'রবেন তা ধর্ম্মসঙ্গত অথবা ধর্ম্মবিরুদ্ধ ইহা বিচার না ক'রে অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। তাঁদের আজ্ঞা না পেয়ে অপর ধর্ম্ম আচরণ ক'র্‌বে না, তাঁরা যা আদেশ করেন তা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ইহা নিশ্চয়ই জানবে। তাঁরা পৃথিবী স্বর্গ এবং ব্রহ্ম তিনলোক, তাঁরা ঋক্ যজুঃ ও সামবেদ, গার্হপত্য দক্ষিণ এবং আহ্বনীয় তিন অগ্নি অর্থাৎ তাঁদের সেবা পূজার দ্বারা তিনলোক জিত হয়, আশ্রমত্রয়ের ধর্ম্ম পালন করা হয় এবং বেদত্রয় পাঠ করা ও অগ্নি তিনটীতে হোম করার ফললাভ হ'য়ে থাকে।

পিতা গার্হপত্য অগ্নি, মাতা দক্ষিণ অগ্নি এবং গুরু আহ্বনীয় অগ্নিস্বরূপ, পিতা মাতা ও গুরুদেবের পূজার দ্বারা অগ্নিত্রয়ের পূজা করা হয়। তজ্জন্য তাঁরা অগ্নিত্রয় হ'তে গরীয়ান্, অপ্রমত্তভাবে এ তিন জনের সেবা ক'র্‌লে তিনলোক জয়ে সমর্থ হবে। পিতার সেবায় পরলোক, মাতার সেবায় ইহলোক, এবং গুরুর সেবার দ্বারা ব্রহ্মলোক অবশ্যই জয় ক'র্‌তে পার্‌বে। হে ভারত ! উত্তমরূপে এঁদের সেবা পূজা কর তাইলে তিনলোকে যশঃ মঙ্গল ধর্ম্ম ও সুমহৎ ফললাভ ক'র্‌বে। কখন এঁদের শয়নের পূর্ব্বে শয়ন, ভোজনের আগে ভোজন অথবা দোষ কীর্ত্তন ক'র্‌বে না। তাইই উত্তম সুকৃত, তার দ্বারাই তুমি কীর্ত্তি পুণ্য ও উত্তম লোক সকল পাবে। যিনি এ তিন জনকে আদর করেন, তাঁর দ্বারা সমস্ত ধর্ম্ম আদৃত হ'য়ে থাকে। যে ব্যক্তি এঁদের অনাদর করে তার সমস্ত কর্ম্ম নিষ্ফল হয়, ইহ ও পরলোকে মঙ্গল হয় না। আমি যে কর্ম্ম করি বা যা উপার্জ্জন ক'রে থাকি, সে সকল তাঁদের নিবেদন করি, সে জন্য আমার তা শত সহস্র গুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তজ্জন্য আমার নিকট তিনলোক প্রকাশিত হ'য়েছে। সতত

আচার্য্য শ্রোত্রিয় হ'তে দশগুণ, উপাধ্যায় আচার্য্য হ'তে দশগুণ, এবং পিতা উপাধ্যায় হ'তে দশগুণ, ও একমাত্র মাতা পিতা অপেক্ষা দশগুণ সম্মাননীয়া কিম্বা মাতা পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতরা, মাতার তুল্য গুরু নাই! আমি মনে করি—মন্ত্রদাতা গুরু, পিতামাতা হ'তে গুরুতর, যে হেতু মাতাপিতা কেবল জন্মের কারণ, কারণ পিতামাতা বিনশ্বর দেহমাত্র দেন। গুরুদীক্ষা দানের দ্বারা যে জন্ম দেন তা অলৌকিক অজর ও অমর। বিদ্যালাভ ক'রে যারা গুরুকে মন বা বাক্যের দ্বারা আদর করে না, তাদের ভ্রূণহত্যা হ'তে অধিক পাপ হয়। পিতাকে সন্তুষ্ট ক'রলে প্রজাপতি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন, মাতাকে সন্তুষ্টকারীর পৃথিবীকে পূজা করা হয়। গুরুকে যিনি সন্তুষ্ট করেন তাঁর দ্বারা ব্রহ্ম পূজিত হন। এ জন্য গুরু পিতামাতা হ'তে পূজ্যতম, গুরুর তুল্য পিতামাতা কেহই নন। গুরুসকল পূজিত হ'লে পিতৃগণের সহিত দেব ও ঋষি প্রীত হন্ তজ্জন্য গুরু পূজ্যতম। তাঁদের অবমাননা করা কর্ত্তব্য নহে। তাঁদের কর্ম্মে দোষারোপ ক'র্‌বে না। মহর্ষিগণ গুরুবৃন্দের এরূপ সমাদর অনুমোদন করেন। যারা গুরু পিতা ও মাতাকে মন বা কর্ম্মের দ্বারা পীড়িত করে তাদের ভ্রূণ হত্যা হ'তেও অধিক পাপ হয়। ভরণপোষণের দ্বারা বর্দ্ধিত যে আত্মজ পুত্র পিতামাতার ভরণপোষণ করে না, তার ভ্রূণ হত্যা হতেও অধিকতর পাপ হয়ে থাকে। সংসারে তদপেক্ষা পাপকারী আর নাই। মিত্রদ্রোহী উপকারীর অনিষ্টকারী স্ত্রী ও গুরু হত্যাকারী অর্থাৎ উভয়ের পীড়নকারী এই চারিজনের ইহও পরলোকে কুত্রাপি নিষ্কৃতি নাই। মানবের করণীয় যাহা আমি বেদের নির্দেশ মত বল্লাম। এ অপেক্ষা কল্যাণজনক শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই। এই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মে যখন গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন পিতামাতা ও গুরুভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য দেহ ধারণ ক'রে ধর্ম্ম সংস্থাপন করি।

৺৬শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ

৪।৩।৬৬ চতুর্দ্দশী

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

যুগে যুগে ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্যই আমি দেহ ধারণ করি। যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে পরম ধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করায় ভীষ্ম বলে,—যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু, দেবগণেরও দেবতা, অনন্ত, পুরুষোত্তম, পুরুষ তাঁকে সতত সহস্র নামের দ্বারা স্তব ক'রে ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয়—ভক্তিসহকারে সেই অব্যয় পুরুষকে ধ্যান স্তব প্রণাম করত ও অনাদি নিধন আদি অন্তহীন সমস্ত লোকের মহেশ্বর লোকাধ্যক্ষ সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মকর্ত্তা তাঁকে নিত্য স্তব ক'রে সমস্ত দুঃখের অতীত হয়। তিনিই ব্রহ্মণ্য সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, লোকসকলের কীর্ত্তিবর্দ্ধন লোকনাথ, মহদ্‌ভুত, সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তির কারণ, আমার মতে এই ধর্ম্মই সকল ধর্ম অপেক্ষা অধিকতম, ভক্তিসহকারে পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীভগবানের সতত স্তবের দ্বারা অর্চ্চনা কর। যিনি পরম মহৎ তেজ, যিনি মহৎ তপস্যা, যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহদ্‌ব্রহ্ম, প্রকৃতি ও বেদস্বরূপ, যিনি পরম সর্ব্বোৎকৃষ্ট আশ্রয়, যিনি পবিত্র সকলের মধ্যে পবিত্র, যিনি সমস্ত মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ, সুরগণের ও দেবতা এবং ভূতগণের অব্যয় পিতা যা হ'তে আদিযুগে উৎপত্তিকালে সমস্ত ভুতসকল সমুৎপন্ন হয়, পুনরায় প্রলয় সময়ে যাতেই নিখিল প্রাণীবিলীন হ'য়ে যায়, সেই লোক সমুহের প্রধান জগন্নাথ বিষ্ণুর পাপ ও ভয়নাশকারী সহস্র নাম শ্রবণ কর বিশেষ বিশেষ গুণযোগে সে নাম সকল প্রবৃত্ত হ'য়েছে সেই বিখ্যাত ঋষিসমূহ কর্ত্তৃক পরিকীর্ত্তিত আমি তোমায় বল্‌ছি—এই কথা ব'লে ভীষ্ম, আমার সহস্র নাম যুধিষ্ঠিরকে ব'লে ফলশ্রুতি শুনিয়েছিল। মহাত্মা কেশবের সহস্র নাম তোমায় অশেষ ভাবে ব'ল্‌লাম, যিনি ইহা নিত্য শ্রবণ করেন বা যিনি নিত্য কীর্ত্তন ক'রে থাকেন, তিনি ইহ ও পরলোকে কোনরূপ অমঙ্গল প্রাপ্ত হন্‌না, এর শ্রবণে কীর্ত্তনে ব্রাহ্মণ বেদান্তের পারগামী হন্, ক্ষত্রিয় বিজয়ী, বৈশ্য ধনসম্পন্ন ও শূদ্র ধনসম্পন্ন হন, সহস্রনাম পাঠে বা শ্রবণে যিনি যা ইচ্ছা করেন তিনি তা লাভে সমর্থ হ'য়ে থাকেন, বাসুদেবে অনন্য শরণ ও বাসুদেব পরায়ণ মানব সর্ব্বপাপ হ'তে বিশুদ্ধ চিত্ত হ'য়ে সনাতন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন্। বাসুদেবভক্তগণের কোথাও অশুভ সংঘটন হয়না, জন্ম, মৃত্যু, জরা ব্যাধি ভয়ও হয়না। শ্রদ্ধাভক্তি যুক্ত হয়ে এই স্তব

ক'র্‌লে স্তাবক আত্মসুখ ক্ষান্তি ক্ষমা ধৈর্য্য স্মৃতি (পরমস্মৃতি) ও কীর্ত্তি লাভ করেন, পুরুষোত্তমে পুণ্যশীল ভক্তগণের ক্রোধ মাৎসর্য্য লোভ ও অশুভ বুদ্ধি হয় না। মহাত্মা বাসুদেবের বীর্য্যবলে চন্দ্র সূর্য্য ও তারকাগণের সহিত দ্যুলোক আকাশ দিক্‌সমূহ পৃথিবী ও মহাসমুদ্র বিশেষভাবে ধরা হ'য়ে আছে। সুর অসুর গন্ধর্ব্ব যক্ষ সর্প ও রাক্ষস সকল সচরাচর এই জগৎ কৃষ্ণের বশে অবস্থিত। ইন্দ্রিয়সমূহ মন বুদ্ধি সত্ত্ব তেজ বল ধৃতি, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এ সমুদয়ই বাসুদেবাত্মক অর্থাৎ সমস্তের আত্মাই বাসুদেব এ কথা তত্ত্বজ্ঞগণ ব'লে থাকেন। নিখিল বেদের মধ্যে সদাচারই প্রথম ব'লে কল্পিত হ'য়েছে, ধর্ম্ম আচার হ'তে উৎপন্ন হয়, ধর্ম্মের প্রভু অচ্যুত, ঋষিগণ পিতৃসমূহ চতুর্ব্বেদ মহাভূতপঞ্চক ধাতুসকল চরাচর সমস্ত জগৎ নারায়ণ হ'তে সঞ্জাত হ'য়েছে। যোগ জ্ঞান সাংখ্য অষ্টাদশবিদ্যা শিল্প কর্ম্ম বেদসমূহ ও বিজ্ঞান এ সমস্তই জনার্দ্দন হ'তেই সমুদ্ভূত হ'য়েছে, সকলপ্রাণীর আত্মস্বরূপ বিশ্বের ভোক্তা অব্যয় ক্ষয়োদয়-হীন একমাত্র বিষ্ণুই নিরতিশয় মহত্তম, বহুপ্রকার পৃথক্ ভূতগণকে ও তিনলোক আচ্ছন্ন ক'রে তিনি ভোগ ক'চ্ছেন; অবস্থান বা পালন কর্‌ছেন, তাঁকে আশ্রয় ক'র্‌লে মানুষ পরাভূত হয় না। এই পরমধর্ম্মে যখন গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি আত্মমায়ায় শুদ্ধ সত্ত্বাত্মিকা দেহ ধারণ করি।

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ

৫।৩।৬৬

স্নানযাত্রা

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে আমায় দেহ ধারণ ক'র্‌তে হয়, লীলাতনুধরে ধর্ম্মের হানি অধর্ম্মের বর্দ্ধন নাশ করি। পরমভক্ত বলি আমার ভাগবতধর্ম্মের অন্যতম জ্ঞাতা। বলির যজ্ঞে গিয়ে ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা করি, বলি দিতে স্বীকৃত হয়। গুরু শুক্রাচার্য্যের নিষেধ না শুনে বলি আমাকে ত্রিপাদভূমি দান করে, আমি এক পদের দ্বারা পৃথিবী, দ্বিতীয় পদের দ্বারা স্বর্গ, শরীরের দ্বারা আকাশ-মণ্ডল, বাহুর দ্বারা দিক্‌সকল অধিকার করি। তৃতীয় পদের স্থান দাও ব'ল্‌লে, বলি বলে—আমার মস্তকে আপনার তৃতীয় পদ স্থাপন করুন। আমি বলির মস্তকে তৃতীয় পদ রক্ষা করি। বলি গুরু কর্ত্তৃক তিরস্কৃত ও শপ্ত হ'য়েও সত্য ত্যাগ করে নাই, সেজন্য তাকে দেবগণেরও দুর্ল্ভ স্থান দান ক'রেছিলাম। সাবর্ণি মন্বন্তরে বলি ইন্দ্র হবে এ কথা ব'লে তাকে সুতলে প্রেরণ করি, বলি দেবরাজ ইন্দ্রকে কোন সময় বলে—কালই সকলের উৎপত্তি এবং সংহারের কর্ত্তা, অন্য সমস্ত বস্তু এর কারণ নয়,—এ জন্য বিদ্বান্ পুরুষ নাশ বিনাশ ঐশ্বর্য্য সুখ দুঃখ অভ্যুদয় বা পরাভব পেয়ে অত্যন্ত প্রহৃষ্ট বা অতিশয় ব্যথিত হন্ না। কালের মহিমার কথা বলি ইন্দ্রকে বিশেষ-ভাবে ব'লেছিল। বলি রাক্ষস রাবণকে আমার মহিমা বিশেষরূপে জানিয়ে দেয়,—রাবণ তুমি যা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছো, আমি তা' ব'ল ছি শোন,—এই যে শ্যামবর্ণ পুরুষ নিয়ত দ্বারদেশে আছেন পূর্ব্বে যে সকল দানবেন্দ্র ও অন্যান্য বলবান্ ব্যক্তি ছিলেন, ইনি বলপূর্ব্বক তাঁদের বশে এনেছিলেন এবং এই পুরুষই আমাকে বদ্ধ করেছেন, ইনি যমের ন্যায় দুরতিক্রমণীয় সুতরাং কোন্ ব্যক্তি একে বঞ্চনা করবে? এই দ্বাররক্ষকই ত্রিলোকনাথ, ইনিই প্রাণীগণের সংহর্ত্তা কর্ত্তা এবং কারয়িতা এই প্রভুই সর্ব্বভূতের অপহারক, কাল এবং ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান স্বরূপ, তুমি বা আমি কেহই

এঁকে জানিনা, ইনি ত্রিভুবনের চরাচর জীবসমূহকে সংহার ও সৃষ্টি করেন, ইনিই দানযজ্ঞ এবং ব্রত এই সমস্তের বিধান ও রক্ষা ক'রে থাকেন,—এ বিষয়ে সংশয় নাই। ত্রৈলোক্যের মধ্যে এরূপ মহাভূত আর নাই, ইনি পাশ দ্বারা পশুর ন্যায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব দানবসকলকে বন্ধন ক'রেছিলেন। ইনি তুমি এবং আমি সকলেরই নেতা, বৃত্র, দনশুক শুম্ভ, নিশুম্ভ, কালনেমি, বিরোচন, কূট, মৃত্যু, বৈরোচন, যমল, অর্জ্জুন, কংস, মধুকৈটভ প্রভৃতি এরা সকলেই চন্দ্র, সূর্য্য, অনিল এবং ইন্দ্রের আধিপত্য গ্রহণ ক'রে স্বয়ংই বস্তুসকলকে প্রকাশিত তাপিত বহন এবং বর্ষণ ক'র্তেন। সকলেই শতাশ্বমেধ যজ্ঞ ও সকলেই সুমহৎ তপস্যা ক'রেছিলেন, সকলেই নিরতিশয় মহাত্মা এবং যোগধর্ম্মাবলম্বী। তাঁরা সকলেই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হ'য়ে মহত্তর ভোগ্যবস্তুর দান যজ্ঞ অধ্যয়ন এবং প্রজাসমূহ পালন ক'রেছেন। আপনারাও ভোগ ক'রেছেন, তাঁরা সকলেই স্বপক্ষের প্রতিপালক ও বিপক্ষের নিহন্তা; তাঁদের তুল্য ব্যক্তি দেবতাদের মধ্যেও নাই, তাঁরা সকলেই সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ, সকলশাস্ত্রে এবং অস্ত্রে পারদর্শী, সমরে অপরাঙ্মুখ সে সকল মহাত্মা সহস্র সহস্র দেবগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করে স্বর্গরাজ্য ভোগ ক'রেছেন। বাল-সূর্য্যের ন্যায় তেজোবিশিষ্ট ও দানবেরা বিষয়ভোগে আসক্ত স্বপক্ষগণের প্রতিপালন ও দেবগণের বিরুদ্ধাচরণ ক'র্তেন। এই বিষ্ণুই তাঁদের সংহার করেন। এই ভগবান হরিই সকলের সংহারক। ইনি সৃষ্টি করেন এবং সংহারকালে আত্মার দ্বারা আত্মাতে অধিষ্ঠিত হন্। ইনি ত্রিলোকের পালনকর্ত্তা, প্রভু নারায়ণ। ইনি অনন্ত কপিল জিষ্ণু, ইনি পুরাণ পুরুষোত্তম, ইনি সমস্ত দেবতাস্বরূপ। মুনিসকল মোক্ষলাভের জন্য এঁরই চরণ ধ্যান ক'রে থাকে। এঁর পূজা, নামশ্রবণ স্মরণ ক'র্লে মানুষ সমস্ত বাঞ্ছিত বস্তু লাভ ক'র্তে পারে। বলি রাবণকে এরূপে আমার মহিমা ব'লেছিল। আমি ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্যই দেহধারণ করি।

ঁশ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ

৬৷৩৷৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্যই আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। শুক আমার পরমভক্ত, ভাগবত-প্রধান ভগবদ্ধর্ম্মবেত্তা শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে আমার লীলামূর্ত্তি শ্রীমদ্ভাগবত শুনিয়ে ছিলেন। ভাগবত শ্রবণেই পরীক্ষিৎ পরমগতি প্রাপ্ত হয়। শুকদেব পরীক্ষিৎকে শেষে উপদেশ করেন,—হৃদয়স্থিত পুরুষোত্তম ভগবান্ মানবগণের দ্রব্য দেশও চিত্তজাত কলিকৃত নিখিলদোষ, পূর্ব্ব বা পরজন্ম জাত যাবতীয় পাপ অপহরণ ক'রে থাকেন। ভগবান্ শ্রুত কীর্ত্তিত চিহ্নিত পূজিত অথবা কেবল মাত্র ভক্তির দ্বারা আদৃত হ'লেও তৎক্ষণাৎ হৃদয় মধ্যে উদিত হ'য়ে, মানবদিগের অযুত জন্মার্জ্জিত পাপক্ষয় করে থাকেন। তাম্রাদি মিশ্রিত সুবর্ণে অগ্নি সংযোগ হ'লে অগ্নি যেমন তার সমস্ত মালিন্য নাশ করে, তদ্রূপ হৃদয়স্থ বিষ্ণু মুক্ত-যোগীগণের নিখিল দুর্বাসনা বিনষ্ট ক'রে থাকেন। ভগবান্ অনন্ত হৃদিস্থ হ'লে যেমন অন্তরাত্মা অত্যন্ত শুদ্ধিলাভ করেন, দেবোপাসনা তপস্যা প্রাণায়াম মৈত্রী তীর্থস্নান ব্রত দান ও জপ প্রভৃতির দ্বারা তেমন আত্মশুদ্ধি হয় না। অতএব হে রাজন্ ! সর্ব্বপ্রকারে অবহিত হ'য়ে হরিকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত কর, তাতে অবশ্যই মরণান্তে পরমগতি লভে ক'র্বে, হে রাজন্ ! মরণ সময়ে যাঁরা ভগবান্ পরমেশ্বরকে ধ্যান ক'র্তে সমর্থ হন্, তাঁদিগকে সর্ব্বাত্মা সকলের একমাত্র আশ্রয় হরি স্ব স্বরূপ প্রদান ক'রে থাকেন। হে রাজন্ ! সর্ব্বদোষের আকর কলির এক মহাগুণ আছে - ভগবান্ কৃষ্ণের নাম কীর্ত্তনেই মানুষ বন্ধন মুক্ত হ'য়ে পুরুষোত্তম পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়। সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যানে, ত্রেতায় বহুপ্রকার যজ্ঞের দ্বারা অর্চ্চনায় এবং দ্বাপর যুগে কায়মনো বাক্যে সেবার দ্বারা যা যা লাভ হয়, কলিযুগে সে সমস্তই কেবল নামকীর্ত্তণের দ্বারাই হ'য়ে থাকে। আমি তোমায় শ্রীভগবানের লীলা কথা সংক্ষেপে ব'ল্লাম। তাঁর সমস্ত লীলা ব্রহ্মাও ব'ল্‌তে সমর্থ হন্‌না, অতি দুস্তর সংসারপারাবারের পারগমন অভিলাষী বিবিধ দুঃখ দাবানলে অতিশয় পীড়িত মানবগণের পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের লীলাকথা সেবাভিন্ন অন্য আশ্রয় নাই।

মন জীবের দেহ গুণ ও কর্ম্ম উৎপাদন করে, আর সেই মন উৎপন্ন করেন মায়া, তাতেই জীবের সংসার হ'য়ে থাকে। তৈল দীপাধারবর্ত্তী ও তাতে যখন অগ্নি সংযোগ হয়—তখনই দীপের দীপত্ব, দেহের জন্মও এরূপ জান্‌বে। সত্ব, রজ ও তমোবৃত্তির দ্বারাই দেহ উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়। কিন্তু স্বয়ং জ্যোতিস্বরূপ আত্মার জন্মও নাই বিনাশও নাই। কারণ, তিনি স্থূল ও সুক্ষ্ম দেহ হ'তে ভিন্ন এবং আকাশের ন্যায় নির্ব্বিকার দেহাদি প্রপঞ্চের আধার, অতএব তিনি অনুপম বিভু। হে রাজন্! ভগবান্ বাসুদেবে নিযুক্ত অনুভবশালিনী বুদ্ধিযোগের আত্মার দ্বারা হৃদয়স্থ পরমাত্মাকে নিশ্চয় কর, তাতেই তুমি মৃত্যুকে জয় ক'র্‌বে। বিপ্রশাপ প্রেরিত তক্ষক তোমায় দংশন ক'রে দগ্ধ ক'র্‌তে পার্‌বে না, তক্ষকের কথা কি? মৃত্যুর ঈশ্বর তোমাকে কেহই বিনষ্ট ক'র্‌তে পারবে না। আমিই পরমধাম ব্রহ্ম। আমিই, পরম প্রদ ব্রহ্ম—এরূপ নিশ্চয় করে নির্লেপ আত্মায় আত্ম প্রতিষ্ঠা কর। এরূপ ক'র্‌লে বিষপূর্ণমুখ দংশনকারী তক্ষক তোমার দৃষ্টি পথে পড়্‌বে না। আত্মা হতে শরীর ও বিশ্বের পৃথক্ দর্শন হবে না। শুকদেব এইভাবে পরীক্ষিৎকে আমার ভাগবতধর্ম্ম উপদেশ করেন। যখন এই ধর্ম্মে গ্লানি উপস্থিত হয় তখন তখন আমি দেহধারণ ক'রে ধর্ম্ম সংস্থাপন করি।

৺৬শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ

৭।৩।৬৬

অম্বুবাচী

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্যই যুগে যুগে আমায় দেহ ধারণ ক'র্‌তে হয়। ধর্ম্মরাজ যম আমার ভাগবত ধর্ম্মের অন্যতম জ্ঞাতা।

আমি যখন গুরুদক্ষিণা দিবার জন্য গুরুপুত্রকে আন্‌তে যমালয়ে যাই, তখন যম আমার ভক্তি সহকারে মহতীপূজা ক'রে বলেছিল—হে বিষ্ণো! লীলামানুষ বিগ্রহ আপনাদের আমি কি ক'র্‌বো? তখন বলি আপনার কর্ম্ম নিবন্ধন আমায় গুরুপুত্রকে এখানে এনেছো, হে মহারাজ! গুরুপুত্রকে আনয়ণ কর। যম আমার আজ্ঞা পালন করে। যমরাজ কোনদিন পাশহস্ত দূতের প্রতি কানে কানে বলে—হে দূত! মধুসূদনের শরণাগত ব্যক্তিগণকে তুমি পরিত্যাগ ক'রো, আমি অন্য লোকের প্রভু ইহা সত্য কিন্তু বৈষ্ণবের নহে। আমি দেবগণ পূজিত প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক লোকহিত নিযুক্ত হ'য়ে যম নামে খ্যাত হ'য়েছি কিন্তু আমি স্বাধীন নই। পরমগুরু শ্রীহরির বশতাপন্ন কেবল বিষ্ণুই আমাকে দমন ক'র্‌তে সমর্থ। যেমন একমাত্র স্বর্ণ কটক মুকুট প্রভৃতি অলঙ্কার ভেদে নানা আকারে আকারিত হয়, তদ্রূপ একমাত্র ভগবান্ শ্রীহরিই দেবতা মানব পশু প্রভৃতি বিবিধরূপে বিরাজ ক'র্‌ছেন। প্রলয়ে যেমন পৃথিবী জল তেজ বায়ু আকাশ প্রভৃতি পুনরায় একত্ব লাভ করে, সেইরূপ কি সুর কি মানব কি পশু বা অন্যান্য জীব সমস্তই প্রলয় সময়ে সেই সনাতন বিষ্ণুতে লীন হ'য়ে থাকে। যে ব্যক্তি একান্ত মনে দেবগণপূজিতচরণকমল শ্রীহরিকে প্রণাম করে, তার সমস্ত পাপ বন্ধ বিমুক্ত হয়। ঘৃতসিক্ত অগ্নিবোধে তুমি তাকে পরিত্যাগ ক'র্‌বে।

যমদূত হরিভক্তের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করাতে যম ব'ললে,—যে ব্যক্তি স্বীয় বর্ণ ধর্ম্ম হ'তে বিচ্যুত হন্‌না সুহৃদ্ এবং বিপক্ষগণের প্রতি সমভাবাপন্ন, যিনি কারও কিছু অপহরণ ও হিংসা

করেন না, সেই বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিকে হরিভক্ত ব'লে জান্‌বে। যাঁর আত্মা কলিকলুষ দ্বারা লিপ্ত নয়, মোহশূন্য বিমলচিত্ত, যিনি মনে মনে অনুক্ষণ জনার্দ্দনকে ধ্যান করেন, তাঁকে শ্রীভগবানের নিরতিশয় ভক্ত ব'লে জান্‌বে। যিনি নির্জ্জনে স্বর্ণাদি পরস্ব বস্তু দেখে তৃণের ন্যায় তা ত্যাগ করেন এবং শ্রীভগবানে অনন্যচিত্ত হন, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠকে বিষ্ণুভক্ত ব'লে জান্‌বে। স্ফটিক গিরিশালার ন্যায় অমল বিষ্ণু কোথায় আর মানব চিত্তস্থ মৎসর আদি দোষই বা কোথায়! চন্দ্র কিরণে কখনই হুতাশন দীপ্তিজাত উগ্রতা থাকৃতে পারে না অর্থাৎ রাগদ্বেষসম্পন্ন ব্যক্তি হরিভক্ত হ'তে পারে না। যিনি বিমলচিত্ত মাৎসর্য্যবিহীন প্রশান্ত-বিশুদ্ধচরিত নিখিল জীবের মিত্র প্রিয় ও হিত বচন বলেন, অভিমান ও মায়া বিরহিত তার হৃদয়েই নিরন্তর শ্রীভগবান্ বাসুদেব বাস করেন। সেই সনাতন বিষ্ণু হৃদয়ে বাস ক'র্‌লে মানুষ সকল লোকের প্রিয় দর্শন হয়। রমণীয় নবীন বৃক্ষ দর্শনে লোকে বুঝে এর ভিতরে রমণীয় পার্থিব রস আছে, হে দূত! যম-নিয়মের দ্বারা যাঁদের পাপরাশি অপগত হ'য়েছে, যাদের হৃদয় সতত অচ্যুতে আসক্ত থাকে, যাদের অভিমান অহঙ্কার ও মাৎসর্য্য নাই—এরূপ মানবকে দেখে দূর হ'তে পালাবে। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী অব্যয়াত্মা, হরি যদি হৃদয়ে বাস করেন তাহ'লে নিখিলপাপ পাপনাশক শ্রীভগবানের দ্বারা বিনষ্ট হয়, কারণ সূর্য্য বিদ্যমানে কখনও অন্ধকার থাকৃতে পারে না। পরস্বাপহারী প্রাণীহিংসক মিথ্যাবাদী নিষ্ঠুর কলুষিতচিত্ত অমঙ্গল কার্য্যে যে আসক্ত এরূপ ব্যক্তির হৃদয়ে ভগবান্ বাস করেন না। এইভাবে যমরাজ তাঁর দূতকে উপদেশ করেন, দূতগণ তদবধি আমার ভক্তগণের ত্রিসীমানায় যায় না। ভাগবতধর্ম্মে যে যে সময় গ্লানি উপস্থিত হয়, অধর্ম্ম জেগে উঠে, তখন মানবদেহ ধারণ ক'রে ধর্ম্ম সংস্থাপন করি।

ॐ৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ
৮।৩।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্যই আমি যুগে যুগের দেহ ধারণ করি। ভাগবত ধর্ম্মবেত্তা সনৎকুমার মুনিগণকে উপদেশ ক'রেছিলেন।

সেই বিশ্বরূপ পরমাত্মা সকলের পরম কারণ। যিনি সর্ব্বস্বরূপ তাঁকে জানেন তিনি ভীত হননা, কোথাও যাননা। আমি কোথায় ? আমি কার ? আমি কার নই ? কোন কোন সাধনের দ্বারা কার্য্য করি ? ইত্যাদি বিচার ত্যাগ ক'রে পরমাত্মাকেই অনুভব করেন, সেই পরমাত্মা যুগে যুগে ব্যাপক, তিনি জড়াত্মক প্রপঞ্চ হ'তে ভিন্নরূপে পৃথক্ অবস্থিত, সেই পরমাত্মা হ'তে ভিন্ন যে কোন জড়বস্তু তার পারমার্থিক সত্ত্বা নাই। বায়ু এক হয়েও অনেকরূপে সঞ্চারিত হয়, পক্ষী মৃগ ব্যাঘ্র ও মনুষ্য এবং বেণুতে যথার্থরূপে স্থিত হ'য়ে একই বায়ু ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ হ'য়ে যায়। যিনি আত্মা তিনি পরমাত্মা কিন্তু তাঁকে জীবাত্মা হ'তে ভিন্নের মত দেখা যায়, এইরূপ সেই আত্মাই পরমাত্মা ; তিনি গমন করেন, সেই আত্মাই সকলকে দেখেন, সব কথা শোনেন, সমস্ত গন্ধ আঘ্রাণ করেন এবং সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কন্। সূর্য্যদেবের চক্রে চতুর্দ্দিকে দশ দশ কিরণ যা তাহা হ'তে নির্গত হ'য়ে মহাত্মা ভগবান্ ভুবন ভাস্করের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে। সুর্য্যদেব প্রতিদিন অস্তমিত হন, পূর্ব্বদিকে উদিত হয়ে থাকেন। কিন্তু উদয় এবং অস্ত দুইই সূর্য্যে নাই, এইরূপ শরীরে অন্তর্গত অন্তর্যামীরূপে যে ভগবান্ নারায়ণ বিরাজমান ; সূর্য্যের উদয়াস্তের ন্যায় শরীর, অশরীর ভাব তাঁতেংকল্পিত। হে বিপ্রগণ ! আপনাদিগকে পড়বার সময়, চল্‌তে ফিরতে, ভোজনকালে, পানকালে, প্রত্যেক কার্য্য সময়ে উপর নিম্ন প্রত্যেক দেশে ও দিকে একমাত্র নারায়ণ সর্ব্বত্র বিরাজ ক'র্‌ছেন—এরূপ অনুভব ক'রতে্‌হবে। তাঁর দিব্য সুবর্ণময় ধামই পরম পদ জান্‌বেন ; তা পেয়ে জীবন কৃতার্থ হ'য়ে যায়। তিনি স্বয়ংই

আপনার প্রকাশক এবং স্বয়ংই আপনি আপনার অন্তর্যামী আত্মা। ভ্রমর আগে ফুলের রস সঞ্চয় করে তারপর ফুলের চারিদিকে ভ্রমণ করে, এইরূপ জ্ঞানী পুরুষ দেহাভিমানীর ন্যায় লোক সংগ্রহের জন্য সব বিষয় অনুভব করেন। তাতে তিনি মুগ্ধ বা ক্ষীণ হননা। কেউ সেই পরমাত্মাকে চর্ম চক্ষুর দ্বারা দেখ্‌তে পাননা। অন্তঃকরণে নির্মল বুদ্ধির দ্বারা তাঁর স্বরূপ জ্ঞানী পুরুষ দেখেন, ঐ পরমাত্মাকে মন্ত্রের দ্বারা যজন করা যায়, শ্রেষ্ঠ দ্বিজই যজন ক'র্‌তে সমর্থ হন্‌। সেই অমৃত স্বরূপ পরমাত্মা তিনি ধর্মী নন্‌ বা অধর্মী নন্‌, তিনি দ্বন্দ্বাতীত ঈর্ষা-দ্বেষশূন্য এতে সন্দেহ নাই। তিনি জ্ঞানে পরিতৃপ্ত হ'য়ে সুখপূর্ব্বক শয়ন করেন। সেই ভগবান্‌ মায়ার দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন। যার হৃদয় মোহাচ্ছন্ন সে ব্যক্তি আপনার কারণ ভূত পরমাত্মাকে জানেনা,—তিনি ধ্যান, দর্শন, মনন ও দৃষ্ট বস্তুসমূহের বোধপ্রাপ্তকারী, সম্পূর্ণ জগতের উৎপত্তি কারক সেই অনন্ত পরমাত্মাকে কে জান্‌তে সমর্থ হয়? মুনিবৃন্দ! আমার সাধ্যমত আমি পরমাত্মার স্বরূপ আপনাদিগকে বল্লাম, এখন আপনারা আসুন। তখন তাঁহারা জ্ঞানসমুদ্রের উৎপত্তির কারণ মনোহর সনৎকুমারকে প্রণাম ও দর্শন করত গমন ক'র্‌লেন। এই জ্ঞানই পরম জ্ঞান। জগৎ আমা হ'তে জাত, আমাতে স্থিত এবং আমাতে লয় হ'য়ে থাকে। সংসারে আমি ভিন্ন দ্বিতীয় আর কোন বস্তু নাই। সম্মুখে পশ্চাতে বামে, দক্ষিণে, উর্দ্ধে, অধে, একমাত্র আমিই আছি। আমি সব বস্তুর ভিতরে, বাইরে, বিদ্যমান। আমি ভিন্ন কোন পদার্থ নাই নাই নাই। আমিই আছি, ছিলাম, থাক্‌বো।

এই ধর্ম যখন ক্ষীণ হয়, তখন দেহ ধারণ ক'রে ধর্মের প্রতিষ্ঠা করি।

ঙ৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ

৯।৩।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

আমি ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আবির্ভূত হই। নারদ আমার অপর মূর্ত্তি নরনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করেন—আপনি ত সম্পূর্ণ জগতের পিতামাতা, আপনি কার পূজা ক'র্‌ছেন ? তদুত্তরে নারায়ণ ঋষি বলেন—যিনি সূক্ষ্ম অজ্ঞেয় অব্যক্ত অনন্ত ও ধ্রুব, যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় বিষয়নিবহ ও সম্পূর্ণ ভূতগণের পরে অবস্থিত, তিনি সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা—এই হেতু ক্ষেত্রজ্ঞ নামে কথিত হন, তিনি ত্রিগুণাতীত ও পুরুষরূপে কল্পিত ; তা হ'তে ত্রিগুণময় অব্যক্তের উৎপত্তি হ'য়েছে, হে দ্বিজবর ! তাঁকে ব্যক্তভাবে স্থিত অব্যয়া অব্যক্তা প্রকৃতি বলা হয়। সেই সৎস্বরূপ পরমাত্মাই আমাদের উভয়ের উৎপত্তির কারণ ইহা জান্‌বে। আমরা উভয়ে তাঁকে পূজা করি এবং দেবতা ও পিতৃগণ মনে করি। হে ব্রহ্মন্ ! তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য কোন দেবতা বা পিতা নাই ; তিনি আমাদের আত্মা ব'লে জান্‌বে, এ জন্য আমরা তাঁর পূজা ক'র্‌ছি। তিনি লোকের উন্নতির পথপ্রদর্শিকা এই মর্য্যাদা স্থাপন ক'রেছেন। দেবতা এবং পিতৃগণের পূজা করা অবশ্য কর্ত্তব্য—এই তাঁর আজ্ঞা। ব্রহ্মা রুদ্র মনু দক্ষ ভৃগু ধর্ম্ম তপ যম মরীচি অঙ্গিরা অত্রি পুলস্ত্য, পুলহ ক্রতু বশিষ্ঠ পরমেষ্ঠী সূর্য্য চন্দ্রমা কর্দ্দম ক্রোধ এবং বিক্রীত এই একুশ জন প্রজাপতি ঐ পরমাত্মা হ'তে উৎপন্ন হ'য়েছেন এবং সেই পরমাত্মা সনাতন ধর্ম্ম মর্য্যাদা পালন এবং পূজন করেন। শ্রেষ্ঠ দ্বিজসমূহ তাঁর উদ্দেশ্যে কত দেবতা ও পিতৃসম্বন্ধী কার্য্য যথাবিধি জেনে স্ব স্ব অভীষ্ট প্রাপ্ত হন। স্বর্গস্থিত যে কোন প্রাণী-সমূহও সেই পরমাত্মাকে প্রণাম করেন। তাঁর কৃপা প্রসাদে তাঁর আজ্ঞানুসারে ফলদায়িনী উত্তমগতি প্রাপ্ত হন। যিনি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় পঞ্চপ্রাণ মন এবং বুদ্ধিরূপ সতেরো গুণ হ'তে, সমস্ত কর্ম্ম রহিত এবং পঞ্চদশ কলা ত্যাগ ক'রে অবস্থিত হন, তিনিই মুক্ত—এই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ব্রহ্মন্ ! মুক্ত পুরুষগণের গতি ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মা ইহা কল্পিত হ'য়েছে, তাঁকে সর্ব্ব গুণ সম্পন্ন এবং নির্গুণ

বলা হয়। জ্ঞানযোগের দ্বারা তাঁর সাক্ষাৎকার হয়, আমাদের দুজনের উৎপত্তি তা হ'তে জেনে আমরা সেই সনাতন পরমাত্মার পূজা করি। চতুর্ব্বেদ চারি আশ্রম ও নানা প্রকার মতাবলম্বী জনগণ ভক্তি পূর্ব্বক তাঁরই পূজা ক'রে থাকেন এবং তিনি এঁদের শীঘ্র উত্তম গতি প্রদান করেন। যিনি সতত তাঁর স্মরণ করেন ও অনন্যভাবে তাঁর শরণ গ্রহণ করেন, তাঁদের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ লাভ এই হয় যে, তাঁরা তাঁর স্বরূপে প্রবেশ করিয়া থাকেন। আমার ধর্ম্ম হ'ল দেবতা ও পিতৃপূজা। দেবতা ও পিতৃপূজার দ্বারা মানুষ চিত্তশুদ্ধিলাভ ক'রে আমায় প্রাপ্ত হয়।

সমস্ত দেবতা আমার বিভূতি, পিতৃগণ আমি—এইভাবে দেব পিতৃগণের পূজা সকলের করা কর্ত্তব্য। ভিন্ন দেবতা বোধে করা কর্ত্তব্য নয়। এরূপ পিতৃপূজা দেবপূজার দ্বারা মানুষ মোক্ষপথে অগ্রসর হ'তে পারে ব'লে নরনারায়ণ ঋষি রূপে আমি দেবপূজা ও পিতৃপূজার অনুষ্ঠান ক'রেছি, এ পথে গমন ক'র্‌লে নিরাপদে পরম পথে মানুষ যেতে পারে। দৈব পিতৃ এবং মানুষকর্ম্ম তার তত দিন করা অবশ্য কর্ত্তব্য, যতদিন মানব কায়মনোবাক্যে অনন্য ভাবে আমার শরণ গ্রহণ না করে। যখন এই দেবপূজা পিতৃপূজা মানবগণ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হয়, যখন মানব শুধু ভোগই জীবনের পরম উদ্দেশ্য স্থির ক'রে ভোগপঙ্কে নিমজ্জিত হ'য়ে যায়, তখন তখন আমি দেহধারণ ক'রে পিতৃপূজা-দেবপূজারূপ ধর্ম্ম সংস্থাপন করি।

ॐশ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ

১০।৩।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্ম সংস্থাপন কর্‌বার জন্য আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই। দেবর্ষি নারদ শ্বেতদ্বীপে আমায় দর্শন করবার জন্য গমন করত দ্বিশত নামের দ্বারা আমার স্তব করেন। আমি তাকে দর্শন দিয়ে আমার স্বরূপ ব'লেছিলাম—বাসুদেব হ'তে সঙ্কর্ষণ, সঙ্কর্ষণ হ'তে প্রদ্যুম্ন ও প্রদ্যুম্ন হ'তে অনিরুদ্ধের আবির্ভাব হ'য়েছে,—এ সমস্তই আমি। বার বার উৎপন্ন এই সৃষ্টি বিস্তার আমারই। আমার অনিরুদ্ধমূর্ত্তির নাভিকমল হ'তে ব্রহ্মা উৎপন্ন হ'য়েছেন, তাঁ হ'তে চরাচর সর্ব্বভূত সঞ্জাত হ'য়েছে।

হে নারদ! তুমি আমার অবতার সকলের নাম শোন—মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম, বলরাম শ্রীকৃষ্ণ ও কল্কি এই দশ অবতার। প্রথমে মৎস্যরূপে প্রকট হ'য়ে প্রজাগণকে নির্ভয় অবস্থায় স্থাপিত ক'র্‌বো। মহাসাগরে মজ্জমান লোক ও বেদ সকলকে রক্ষা কর্‌বো ; হেমকূট পর্ব্বতের ন্যায় কচ্ছপদেহ ধারণ ক'রে অমৃতমন্থন কালে মন্দর পর্ব্বত পৃষ্ঠদেশে ধারণ ক'র্‌বো। বরাহরূপ ধারণ করত পৃথিবীকে উদ্ধার ও হিরণ্যক্ষকে বধ ক'র্‌বো। অনন্তর নরসিংহমূর্ত্তি ধ'রে দিতি-নন্দন হিরণ্যকশিপুকে সংহার ক'র্‌বো। বিরোচনপুত্র বলি দেবগণকে জয় ক'রে রাজা হ'লে তার যজ্ঞে গমন পূর্ব্বক তিনপাদ ভূমি ছলে সর্ব্বস্ব গ্রহণ ক'রে ইন্দ্রকে দিব। ত্রেতাযুগে পরশুরামরূপ ধারণ ক'রে ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল ক'র্‌বো। ত্রেতাযুগে রামরূপ ধারণ করত বানরগণ সহায়ে সীতা হরণকারী রাবণকে সবংশে নিধন ক'র্‌বো। অনন্তর দ্বাপর ও কলির সন্ধিতে কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হ'য়ে কংসকেশী কালাসুর মহাদৈত্য অরিষ্টাসুর চানুর মুষ্টিক প্রলম্ব আদি অসুরগণকে সংহার ক'র্‌বো। ব্রজে কালীয়দমন গোবর্দ্ধন-ধারণ প্রভৃতি বহু লীলা করত মথুরায় কংশকে বিনাশকরণান্তর দ্বারকায় বাস ক'র্‌বো। নরকাসুর বধান্তে কৃকলাস যোনি হ'তে অভিশপ্ত মৃগরাজাকে উদ্ধার ক'র্‌বো। অনিরুদ্ধের জন্য শোণিত পুরে গিয়ে সসৈন্য বাণাসুর ও ভগবান্ শঙ্কর ও কার্ত্তিকেয়কে পরাজিত ক'র্‌বো। ইতিপূর্ব্বে মথুরা হ'তেই

কালযবণকে সংহার ক'র্‌বো। জরাসন্ধ শিশুপাল প্রভৃতি রাজগণকে বিনাশ ক'রে রাজা যুধিষ্ঠিরকে স্বরাজ্যে স্থাপন ক'র্‌বো। অনন্তর যদু বংশকে সংহার করত স্বধামে গমন কর্‌বো। যখন যখন বেদশ্রুতি নষ্ট হ'য়েছে, তখন তখন অবতার মূর্ত্তি ধারণ ক'রে পুনরায় তা প্রকাশ করি। আমি প্রথম সত্যযুগে বেদের সহিত শ্রুতিকে প্রকট ক'রেছিলাম। অদ্যাবধি আমার যে সমস্ত অবতার হ'য়েছে, তুমি পুরাণে তা শুনেছো আমার উত্তম উত্তম অবতার সকল প্রাদুর্ভূত হ'য়ে গেছে। এই অবতার সকল লোকের হিতকর কার্য্য ক'রে আমার মূল স্বরূপে মিশে গেছে। আমার প্রতি অনন্য ভক্তির জন্য আজ তুমি এখানে আমার যে স্বরূপ দর্শন পেলে,—এই স্বরূপের দর্শন অদ্যাবধি প্রজাপতি ব্রহ্মাও পান নাই। হে সাধুপ্রবর! তুমি ভক্তিমান্ এইজন্য আমি তোমাকে ভূত ও ভবিষ্যৎ সমস্ত অবতারের রহস্য বল্লাম, অনন্তর আমি অন্তর্হিত হই। নারদ বদরিকাশ্রমে গমন করে। চতুর্ব্বেদ সমন্বিত এই মহোপনিষদ—পঞ্চরাত্র আগম নামে প্রসিদ্ধ, আমার স্বমুখ বিনির্গত উপদেশ। যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তখন আমি আমাকে সৃজন করি। সাধুগণের পরিত্রাণ দুরাত্মাগণের বিনাশের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ

১১।৩।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

আমি যুগে যুগে ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হই। প্রজাপতি ব্রহ্মা ভগবান্ রুদ্রদেবকে ব'লেছিলেন—হে সাধুশিরোমণি! সেই বিরাট্ পুরুষ যেরূপ সনাতন অধিকারী অবিনাশী অপ্রমেয় এবং সর্ব্বব্যাপী আমি তা ব'ল্ছি। তুমি বা আমি অথবা অন্য কেহই সেই নির্গুণ সগুণ বিশ্বাত্মা পুরুষকে এই চর্ম্মচক্ষু দ্বারা দেখ্‌তে সমর্থ হয় না, তিনি জ্ঞানদৃশ্য বলে স্মৃত হন। তিনি স্থূল সূক্ষ্ম এবং কারণ তিন দেহরহিত হ'য়েও সকলের শরীরে নিবাস করেন এবং সেই শরীর সকলে নিবাস করেও কখনও তাদের কর্ম্মের দ্বারা লিপ্ত হন্ না। তিনি তোমার আমার এবং অন্য দেহধারী জীবগণের অন্তরাত্মা সকলের সাক্ষী পুরুষোত্তম কখন কারও দ্বারা গ্রাহ্য নন, সম্পূর্ণ বিশ্বই তাঁর মস্তক বাহু চরণ নয়ন এবং নাসিকা। স্বচ্ছন্দ বিহারকারী একমাত্র পুরুষোত্তম সমুদয় ক্ষেত্রে সুখে বিচরণ করেন। সেই যোগাত্মা শ্রীহরি ক্ষেত্র নামক শরীরসমূহে এবং শুভাশুভ কর্ম্মরূপ তার কারণকেও জানেন,—এই জন্য তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ ব'লে কথিত হন। সমস্ত প্রাণীর কেহ জানতে পারে না, তিনি শরীর সকলে কি রূপে আসেন, কিরূপে যান। আমি ক্রমশঃ সাংখ্য ও যোগবিধি দ্বারা চিন্তা ক'রেও তা নির্ণয় ক'র্‌তে পারিনি, তথাপি আমি যেরূপ সে সনাতন পুরুষকে অনুভব ক'রেছি তা বর্ণনা ক'র্‌বো। তাঁতে একত্ব ও মহত্ত্ব বিদ্যমান, তিনিই একমাত্র পুরুষ, এক সনাতন শ্রীহরিই মহাপুরুষ নাম ধারণ করেন। যেমন একমাত্র অগ্নি অনেক রূপে প্রজ্বলিত ও প্রকাশিত হয়, সেরূপ একমাত্র সূর্য্যই সমস্ত জগৎকে তাপ এবং প্রকাশ দেন। তাপ অনেক প্রকার কিন্তু তার মূল এক মাত্রই। একমাত্র বায়ু জগতে বিবিধভাবে প্রবাহিত হয়, সমস্ত জলের উৎপত্তি ও লয়ের স্থান সমুদ্র, একমাত্র তদ্রূপ নির্গুণ বিশ্বরূপ পুরুষও এক অদ্বিতীয়, সেই নির্গুণ পুরুষে সকলের লয় হয়। দেহ ইন্দ্রিয়াদি নিখিল গুণময় পদার্থের মমতা ত্যাগ করে শুভাশুভ কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক এবং সত্য আর মিথ্যা দুইই পরিহার করত কোন সাধক নির্গুণ হন। যিনি চার সূক্ষ্মভাব যুক্ত ঐ নির্গুণ পুরুষকে

অচিন্ত্য জেনে অহঙ্কার শূণ্য হ'য়ে বিচরণ করেন, তিনি মঙ্গলময় পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন। এইরূপ কোন বিদ্বান্ আপনা হ'তে পৃথক্ পরমাত্মাকে পেতে ইচ্ছা করেন, কেহবা আপনা হ'তে অভিন্ন পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হ'তে বাঞ্ছা করেন এবং অপর জ্ঞানচিন্তকগণ কেবল আত্মাকে জান্‌তে ও পেতে চান। তন্মধ্যে যিনি পরমাত্মা তিনি নিত্য নির্গুণ বলে স্মৃত হন, তাঁকে নারায়ণ ব'লে জান্‌বে, তিনিই সর্ব্বাত্মা পুরুষ। যেমন পদ্মপত্র জলে থেকেও জলের দ্বারা লিপ্ত হয়না, তদ্রূপ পরমাত্মা কর্ম্মফলে নির্লিপ্ত থাকেন কিন্তু যিনি কর্ম্মের কর্ত্তা এবং মোক্ষ ও বন্ধনের সম্বন্ধ যোজনা করেন, তিনি জীবাত্মা। তাঁহতে ভিন্ন, তাঁর পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চভূত মন এবং বুদ্ধি এই সতেরো তত্ত্বের রাশিভূত সূক্ষ্ম শরীরে সংযোগ হয় তিনি কর্ম্মভেদে দেব ও তির্য্যক্ আদি ভাবসমূহ প্রাপ্ত হবার কারণ, তাকে বহুবিধ বলা হ'য়েছে—এই প্রকার তোমাকে পুরুষের একতা এবং বহুরূপতার কথা ব'ল্‌লাম। যিনি সম্পূর্ণ লোকত্রয়ের ধাম ও প্রকাশক, সেই পরম পুরুষই বেদনীয় পরমতত্ত্ব। তিনি জ্ঞাতা, তিনি জ্ঞাতব্য, তিনি মন্তা মন্তব্য, তিনি ভোক্তা এবং ভোগ্য পদার্থ, তিনি ঘ্রাতা এবং ঘ্রেয়, তিনি স্পর্শ এবং স্পর্শনীয়, তিনি দ্রষ্টা, তিনি দ্রষ্টব্য, তিনি শ্রোতা শ্রোতব্য, তিনি জ্ঞাতা জ্ঞেয়, তিনি সগুণ নির্গুণ। হে তাত! যাঁকে সম্যক্ প্রধান তত্ত্ব বলা হ'য়েছে তিনিই পুরুষ। আমার উৎপাদক অনিরুদ্ধ তাঁর প্রসন্নতার জন্য বৈদিক সৎকর্ম্ম করা হয়। দেবগণ ও মুনিবৃন্দ যজ্ঞভাগের দ্বারা তাঁর অর্চ্চনা করেন। আমি তাঁহতে উৎপন্ন, চরাচর জগৎ ও বেদসকল আমা হতে সঞ্জাত। সেই চতুর্ব্যূহ পুরুষ ইচ্ছামত ক্রীড়া করেন এবং স্বীয় জ্ঞানের দ্বারা প্রতিবোধিত হন। আমাকে লাভ কর্‌বার উপায় শাস্ত্রীয় কর্ম্মসকল। শাস্ত্রোক্ত ধর্মে যখন গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন আমি আবির্ভূত হ'য়ে ধর্ম সংস্থাপন করি।

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ
১২।৩।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

সাধুগণের পরিত্রাণ পাপীগণের বিনাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য অমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই। ভগবান্ শঙ্কর শ্রীপার্ব্বতীকে স্ত্রীধর্ম্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। ভগবতী উমাদেবী স্ত্রীধর্ম্ম ব'লেছিলেন— যাঁর স্বভাব কথাবার্ত্তা আচরণ উত্তম, যাঁকে দেখে পতি সুখী হন, যিনি আপনার পতি ভিন্ন অন্য কোন পুরুষে মন দেননা, (অনন্যচিত্ত) এবং সতত স্বামীর নিকটে প্রসন্নমুখী থাকেন, সেই নারী ধর্ম্মচারিণী। যে সাধ্বী স্ত্রী সতত আপনার স্বামীকে দেবতুল্য দেখেন—তিনি ধর্ম্মপরায়ণা এবং ধর্ম্মের ফলভাগিনী হন। যিনি পতিকে দেবতার ন্যায় সেবা ও পরিচর্য্যা করেন, পতিভিন্ন অন্য কারও সহিত আন্তরিক প্রেম করেন না, কখন বিমনা হননা এবং উত্তমব্রত পালন করেন ; যাঁকে দেখ্‌লে স্বামী সুখী হন, যিনি পুত্রের মুখের ন্যায় স্বামীর মুখ সদা দেখেন, যে সাধ্বী নিয়মিত আহার করেন,—তিনি ধর্ম্মচারিণী। "পতি ও পত্নী এক সঙ্গে থেকে ধর্ম্মাচরণ কর্ত্তব্য, এই মঙ্গলময় দাম্পত্য ধর্ম্ম শুনে যে স্ত্রী ধর্ম্ম পরায়ণা হন, তিনি পতির সম ব্রতচারিণী পতিব্রতা। সাধ্বী স্ত্রী নিরন্তর আপনার স্বামীকে দেবতার ন্যায় দেখেন, পত্নী পতীর সঙ্গে সঙ্গে থেকে ধর্ম্মাচরণ করারূপ ধর্ম্ম পরম মঙ্গলময়। যিনি অনুরাগ হেতু স্বামীর অধীন থাকেন, চিত্ত প্রসন্ন রাখেন, দেবতার মত স্বামীর সেবা ও পরিচর্য্যা করেন, উত্তমব্রতকারিণী স্বামীর প্রীতির জন্য সুবেশধারিণী, স্বামীতে অনন্যচিত্তা, প্রসন্নবদনা রমণী ধর্ম্মচারিণী। যিনি স্বামী কর্কশ বাক্য ব'ল্‌লে কিম্বা দোষপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখ্‌লেও সুপ্রসন্ন মুখে থাকেন, তিনি পতিব্রতা। যে সুন্দরী রমণী পতিভিন্ন পুরুষ নামধারী চন্দ্র সূর্য্য কিম্বা কোন বৃক্ষকেও দর্শন করেন না, তিনি পাতিব্রত্য-ধর্ম্মপালনকারিণী। যে নারী আপনার দরিদ্র রোগী দীন অথবা পথক্লেশে খিন্ন পতিকে পুত্রের ন্যায় সেবা করেন, তিনি ধর্ম্মফলের ভাগিনী হন, যে নারী সংযতা গৃহকার্য্যে নিপুণা পুত্রবতী পতিপ্রিয়া ; পতি যাঁর প্রাণ তুল্য, তিনি ধর্ম্মভাগিনী হন। যিনি প্রসন্নচিত্তে অনুক্ষণ পতির সেবা শুশ্রূষা করেন, পতির উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখেন, যিনি বিনীতা, তিনি ধর্ম্মভাগিনী হন। যাঁর হৃদয়ে পতির জন্য

স্পৃহা যে রূপ হয়, তদ্রূপ কামভোগ সুখ ঐশ্বর্য্যে হয় না, সেই পতিব্রতা ধর্ম্মভাগিনী। যিনি প্রাতঃকালে উত্থানে রুচি রাখেন, গৃহের কাজকর্ম্ম করেন, গৃহ সম্মার্জ্জন ও গোময় লেপন করেন, পতির সহিত নিত্য অগ্নিহোত্র করে থাকেন, দেবতাগণকে পুষ্প ও নৈবেদ্য আদির দ্বারা পূজা করেন, দেবতা অতিথি ভৃত্য পোষ্যবর্গের ও স্বামীর ভোজনান্তে যথাবিধি শেষান্ন গ্রহণ ক'রে থাকেন, পোষ্যবর্গকে হৃষ্ট পুষ্ট ও সন্তুষ্ট রাখেন, তিনি সতীধর্ম্মসম্পন্না। যিনি উত্তম গুণযুক্তা হ'য়ে সতত শ্বশুর ও শ্বাশুড়ীর চরণ সেবা করেন এবং পিতা মাতাকেও নিত্য উত্তম ভক্তি করেন, সেই নারী তপস্যারূপধনবিশিষ্টা। যে নারী ব্রাহ্মণ-দুর্ব্বল-অনাথ-দীন-অন্ধ-কাঙ্গালগণকে অন্নের দ্বারা ভরণপোষণ করেন, তিনি পাতিব্রত্য ধর্ম্মের ফলভাগিনী। যিনি প্রত্যহ শীঘ্রতা সহকারে মর্য্যাদাবোধকারিণী বুদ্ধির দ্বারা দুশ্চর ব্রতের আচরণ করেন, যিনি পতিচিত্তানুসারিণী পতির হিতচিন্তাকারিণী, তিনি পাতিব্রত্য ধর্ম্মপালনের সুখ পান। যিনি পাতিব্রত্য ধর্মের পালন ক'র্‌তে ক'র্‌তে পতির সেবায় লিপ্ত থাকেন, তাহাই পরমপুণ্য মহান্ তপস্যা গতি নাই এবং সনাতন ধর্মের সাধন। নারীগণের পতিই দেবতা, পতিই বন্ধু, পতিই গতি, নারীর পতি ভিন্ন অন্য বা অপর দেবতা নাই। পতির প্রসন্নতা একদিকে স্বর্গ অপরদিকে নারীর তুল্য হবে কি? পার্ব্বতী ব'লছেন, হে মহেশ্বর! আমি আপনাকে অপ্রসন্ন রেখে স্বর্গও চাই না। পতি দরিদ্র, রোগপীড়িত, বিপদাপন্ন শত্রুগণের মধ্যস্থিত হন অথবা ব্রাহ্মণের শাপগ্রস্ত হন, এ অবস্থায় অকার্য্য, অধর্ম এমন কি প্রাণত্যাগের যদি আজ্ঞা দেন, তাহ'লে তা আপৎকালের ধর্ম বুঝে নিঃশঙ্কচিত্তে সত্বর সে কার্য্য ক'র্‌বে। এইরূপে যিনি আমার কথিত স্ত্রীধর্ম পালন করেন, তিনি পাতিব্রত্য ধর্মের ফলভাগিনী হন। এই নারীধর্মে যখন গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন আমি দেহধারণ ক'রে নারীধর্ম্ম স্থাপন করি।

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ
১৩।৩।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

যুগে যুগে ধর্ম সংস্থাপনের জন্যই আমি আবির্ভূত হই। গৃহস্থগণের সাধারণ ধর্ম—প্রাতঃকালে উঠে শৌচ, স্নান, দেবতা-ব্রাহ্মণপূজা, গুরুজনের সেবা, বৃদ্ধগণের অভ্যর্থনা, দেবমন্দির দর্শন প্রণাম, অতিথি সৎকার, বৃদ্ধগণের উপদেশ মত আচরণ করা, ভৃত্যগণকে পালন পোষণ করা, বিহিত কর্মের আচরণ, অন্যায় ও অহিতকর কার্য্যত্যাগ, স্ত্রীর সহিত সৎ প্রসঙ্গ, দোষ নিবারণ করা, পুত্রগণকে বিনয় শিক্ষা দেওয়া, তাদের ভিন্ন ভিন্ন আবশ্যক কার্য্যে নিয়োগ করা, অশুভ পদার্থ ত্যাগ, শুভ পদার্থ সেবা, কুলোচিত-ধর্ম পালন, আপনার পুরুষার্থের দ্বারা আপনার কুলধর্ম্ম রক্ষা, শাস্ত্রানুসারে গৃহী যদি আপনার কর্ম অনুষ্ঠান করে, তাহ'লে তারা পরমগতি প্রাপ্ত হয়, ইহলোকে সুখে অবস্থান ক'রে। কাল প্রভাবে যখন ব্রাহ্মণ শাস্ত্র পাঠ ত্যাগ ক'রে, অর্থকরী বিদ্যা অধ্যয়ন করত কেবল উদর পোষণের জন্য তার দাসত্ব স্বীকার করে, শুধু যশঃ ও জঠরসেবায় ব্রাহ্মণ আত্মনিয়োগ করে, তার কর্ত্তব্য বিস্মৃত হ'য়ে মাত্র স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণ পোষণের জন্য তার উপার্জ্জিত বিত্ত ব্যয় করে, দেবসেবা অতিথিসেবা এমন কি পিতৃমাতৃসেবা পর্য্যন্ত পরিত্যগ করত উন্মাদের মত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ক'র্‌তে থাকে, ইহলোক ভিন্ন আর কিছু আছে—একথা বিশ্বাস করবার শক্তি পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলে। গৃহস্থ ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান দেবপূজা-শ্রাদ্ধ-অতিথিসেবা-শাস্ত্রপাঠ-বৈশ্যদেববলি প্রভৃতির কথা বিস্মৃত হ'য়ে যায়, গৃহস্থের ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে উদরসেবাপরায়ণ হয়, তখন আমি দেহ ধারণ ক'রে তাদের গৃহস্থধর্ম্মের শিক্ষা দান করি। কালোচিতভাবে সংসারের কর্ত্তা শ্রীভগবান্, আমারা দাসদাসী—তাঁর সেবাই আমাদের কর্ত্তব্য—এইভাবে শ্রীভগবানের সেবা, পঞ্চযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, রথযাত্রা, দোলযাত্রা এবং অন্যান্য পর্ব্বাদির আচরণ, একাদশীব্রতপালন, শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-পাদসেবনাদি নববিধা ভক্তির যাজন, নিরন্তর ভগবন্নাম জপ ইত্যাদির দ্বারা সংসারে শান্তি সংস্থাপন এবং অন্যান্য

বিষয়াসক্তগণকে ভগবৎপথ অবলম্বনের জন্য উৎসাহ প্রদান করি। মানুষ যত নিম্ন অবস্থায় পড়ুক না কেন, তথাপি তার উদ্ধারের আশা আছে,—এই বাণী শুনাই। আসি তাই ধর্ম্মসংস্থাপন করবার জন্য। মানুষ আমার আদর্শে যখন ভগবৎপথ অবলম্বন ক'রে একান্তভাবে ভগবদাশ্রিত হয়, তখন সে সাধ্যমত দৃঢ়ভাবে শাস্ত্রপথ অবলম্বন করে। শাস্ত্র আমি, আমিই শাস্ত্রমূর্ত্তিতে লোককে সুপথে চালিত করি, যখন অশান্তজ্বালা-যন্ত্রণাব্যাকুল জনগণ শাস্ত্রমূর্ত্তি আমাতে অনন্য হয়, তখন তার জ্বালা যন্ত্রণা দূর হ'য়ে যায়। মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে, অধর্ম্মমার্গ অবলম্বন ক'র্‌লে আমি স্থির থাক্‌তে পারিনা। আমি মূর্ত্তিপরিগ্রহ ক'রে ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হই। আমার ধর্ম্ম, আমার শাস্ত্র, আমি না রক্ষা ক'র্‌লে—কে ক'র্‌বে? আমার জীবকে আমি পথ না দেখালে, কে দেখাবে? তাই আমি ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হই।

———

ॐश्रीश্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ

১৪।৩।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

সাধুগণের পরিত্রাণ পাপীদের বিনাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

সাধুর লক্ষণ ভাগবতে উদ্ধবকে ব'লেছিলাম—সাধু কৃপালু, প্রাণীগণের অহিংসক, ত্যাগশীল, অসূয়াবিরহিত, সুখ দুঃখে হর্ষবিষাদবিহীন, সকলের উপকারক, বিষয়ে অবিচলিত চিত্ত, দান্ত (সংযত বাহেন্দ্রিয়), কোমল স্বভাব, শুচি (সদাচার), অকিঞ্চন (অপরিগ্রহ), নিরীহ, অল্পাহারী, শান্ত, স্থির, আমার শরণাপন্ন, মননশীল, অপ্রমত্ত, গাম্ভীর্য্যযুক্ত, ধীর, কামাদি ষড়রিপু-জয়ী, অভিমানহীন, মানদ, জ্ঞানপ্রদানে নিপুণ, সর্ব্বজীবে মিত্রভাবাপন্ন, করুণাবান্, সম্যগ্ জ্ঞানী এবং যিনি স্বীয় গুণদোষের অভিজ্ঞ, আমার আদিষ্ট হ'লেও সর্ব্বপ্রকার বেদধর্ম্মে অনাসক্ত হ'য়ে কেবল মাত্র আমাকেই ভজনা করেন—তিনিই উত্তম সাধু।

সাধু গ্রাম্য কথা ব'ল্‌বেনা, শুন্‌বেনা, বিষয়ে লিপ্ত হবে না, অর্থ সঞ্চয় ক'র্‌বে না, স্ত্রীলোকের মুখের দিকে চাবেনা, আলাপ ক'র্‌বে না, নিজের অভিষ্ট দাস্যাদি ভাব নিয়ে থাক্‌বে। অন্য কোন ভাবের প্রতি দ্বেষ ক'র্‌বে না, জড় চেতন কারও হিংসা ক'র্‌বে না। সকলকে প্রণাম করা প্রভ্যাস ক'র্‌বে। স্ত্রীসঙ্গ তৎসঙ্গীর সঙ্গ, বাহ্য আড়ম্বর, মিথ্যাকথন ও মিথ্যাব্যবহার, পরের আলোচনা, পরনিন্দা, অপরের গুণে দোষারোপ, হিংসা দ্বেষ দ্রোহ ক'র্‌বে না, পরচ্ছিদ্রান্বেষণ, অতিরিক্ত ভোজন, আসক্তি, উত্তম বস্ত্রাদি পরিধান, বিলাসিতা, অনিবেদিত দ্রব্যভোজন, দিবানিদ্রা, অধিক-নিদ্রা, ও সকালে সন্ধ্যায় নিদ্রা প্রভৃতি ত্যাগ ক'র্‌বে। সর্ব্বদা নামজপ গুণ ও লীলা স্মরণ ক'র্‌বে, নিরন্তর নামজপে অনুরাগ ইত্যাদি সাধুগণের আচরণ। একান্তী সাধু সর্ব্বসঙ্গ ত্যাগ করত নির্জ্জনে তপস্যা ক'র্‌বে, লোক ব্যবহার একেবারে ত্যাগ ক'রে নির্জ্জনে অবস্থান ক'র্‌বে, সাধুগণ যখন সাধুবেশ ধারণ

ক'রে সাধুর আচার-ব্যবহার ত্যাগ করত গ্রাম্যভোগে রত হয়, সুন্দর বস্ত্রাদি পরিধান করে, নগরের বা গ্রামে স্ত্রী ও স্ত্রীসঙ্গী পুরুষের সঙ্গে দিনযাপন ক'র্‌তে থাকে, তপস্যার কথা ভজনের কথা বিস্মৃত হ'য়ে ; কেবল গ্রাম্যকথায় নিরত থাকে, কামিনীকাঞ্চনপ্রিয় হ'য়ে, কামিনী কাঞ্চনের জন্য লোলুপ হ'য়ে ভ্রমণ ক'র্‌তে থাকে, যে মহান্ উদ্দেশ্যে সংসার ত্যাগ ক'রে ত্যাগমার্গ অবলম্বন ক'রেছে—তা ভুলে গিয়ে অহরহঃ বমন ভোজন ক'র্‌তে থাকে, সেই হতভাগ্য সাধুবেশধারী বান্তভোজীগণকে পরিত্রাণ কর্‌বার জন্য আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হ'য়ে তাদের ত্যাগ, তপস্যা, সাধনা শিক্ষা দিই। সাধুর কি কর্ত্তব্য স্বয়ং আচরণ ক'রে সেই সাজা সাধুদের পথ প্রদর্শন করি ; সাধুগণের সর্ব্বত্যাগ ও তপস্যা কর্ত্তব্য, তা স্বয়ং সর্ব্বত্যাগ ও তপস্যা ক'রে তাদের সুপথে চালিত করি, শুধু সাধু কেন ব্রাহ্মণ মাত্রেরই তপস্যা করা কর্ত্তব্য, ব্রাহ্মণের দেহ সুখভোগের জন্য নয়, ইহলোকে তপস্যা করবার জন্যই ব্রাহ্মণ দেহধারণ করেন। সারাজীবন তপস্যা অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সাধু ব্রাহ্মণের পথ নির্দ্দেশ করি। তপস্যা শূন্য ঐহিক সুখাকাঙ্ক্ষী কামিনীকাঞ্চন-লোলুপ সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য আমি যুগে যুগে দেহ ধারণ ক'রে থাকি, আমি জন্মরহিত অবিনশ্বর-স্বভাব এবং সর্ব্বভুতে ঈশ্বর হ'য়েও আমার শুদ্ধ সত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে স্বীকার ক'রে, আত্মমায়ায় আবির্ভূত হ'য়ে থাকি। আমার অপ্রাকৃত জন্ম ও ধর্ম্মসংস্থাপন রূপ কর্ম্ম যিনি স্বরূপতঃ জানেন, তিনি দেহ ত্যাগ ক'রে পুনরায় জন্মান না, আমাকেই প্রাপ্ত হন্। আমি ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্যই আসি।

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ

১৫।৩।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্যই যুগে যুগে আমিই আমাকে সৃজন করি। আমিই সব, আমি বিরাট্ পুরুষ, আমার সহস্র মস্তক, সহস্র বাহু, সহস্র পদ, আমি ব্রহ্মাণ্ডকে সর্ব্বতোভাবে বেষ্টন পূর্ব্বক অবস্থান ক'রছি, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে বাইরে আমিই বিদ্যমান। এই দৃশ্যমান জগৎ আমিই, আমি দেবত্বের নিয়ন্তা যেহেতু প্রাণীগণের ভোগের জন্য আমার কারণ অবস্থা অতিক্রম ক'রেছি, তজ্জন্য এই ব্যক্তদশা আমার পারমার্থিক রূপ নয়, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানত্রিকালবর্ত্তী জগৎ আমার মহিমা, ঐশ্বর্য্য। আমি এ মহিমা হ'তেও নিরতিশয় অধিক, সমস্ত জীব তার একপাদ মাত্র, আমার অমৃতময় অবিনাশী ত্রিপাদ অপ্রকাশ স্বরূপে অবস্থিত ; ত্রিপাদ্ ঊর্দ্ধে আমি বিদ্যমান থাকি, আমার একপাদ মাত্র মায়ায় প্রবিষ্ট হ'য়ে বারবার আসে। মায়াতে আসার পর, আমি দেব মনুষ্য প্রভৃতি নানারূপ হ'য়ে চেতন অচেতন সকল পদার্থকে ব্যেপে থাকি। আমা থেকে ব্রহ্মাণ্ডরূপ শরীর উৎপন্ন হ'য়েছে, তা আশ্রয় ক'রে ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী দেবতা উৎপন্ন হ'য়েছে। আমিই বিরাটের অতিরিক্ত দেব মনুষ্যাদি হই, তারপর ভূমি এবং পরে জীবদেহসমূহ সঞ্জাত হয়। সে সময় দেবগণ আমাকে হবিঃরূপে কল্পনা ক'রে মানসযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তখন সেই যজ্ঞে বসন্তকাল ঘৃত, গ্রীষ্মকাল সমিধ, এবং শরৎকাল পুরোডাশাদি-রূপহবিঃস্বরূপ হ'য়েছিল। সৃষ্টির আদিতে সম্ভূত যজ্ঞের সাধনভূত পশুরূপে কল্পিত আমাকে মানস-যজ্ঞে বিহিত সংস্কারে সংস্কৃত করে, তা দিয়ে সৃষ্টি-সাধনযোগ্য দেবতা ও ঋষিবৃন্দ যাগ সম্পাদন ক'রেছিলেন। সেই সর্ব্বাত্মক আমার হোমাধারস্বরূপ যজ্ঞ থেকে দধিমিশ্রিত আজ্য এবং যাদের দেবতা বায়ু এরূপ অরণ্যচারী গ্রাম্যপশু সকল সমুৎপন্ন হ'য়েছিল। সেই সর্ব্বহুত আমা হ'তে ঋক্ ও সামমন্ত্রসকল সঞ্জাত হ'য়েছিল এবং আমা হ'তেই গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দসমূহ ও যজুর্মন্ত্র সকল সম্ভূত হ'য়েছিল। আমা হ'তে অশ্বসমূহ—যারা উভয়দন্ত বিশিষ্ট তারা জন্মেছিল এবং আমা থেকে

গো ও ছাগ মেষসমূহ উৎপন্ন হ'ল। প্রজাপতির প্রাণরূপ-সুরদল আমাকে বিভিন্নরূপে কল্পনা করেন। সেই আমার মুখ, বাহুদ্বয় উরুযুগল ও পাদদ্বয়ইবা কি ছিল। ব্রাহ্মণ আমার মুখ হ'তে, ক্ষত্রিয়গণ বাহুদ্বয় হ'তে, বৈশ্য উরুযুগল, শূদ্র পাদদ্বয় হ'তে সমুৎপন্ন হ'য়েছিল। আমার মন হ'তে চন্দ্র, চক্ষু হ'তে সূর্য্য, মুখ হ'তে ইন্দ্র ও অগ্নি এবং প্রাণ থেকে বায়ু উৎপন্ন হ'য়েছিল। আমার নাভি থেকে অন্তরীক্ষলোক, মস্তক হ'তে দ্যুলোক, চরণদ্বয় হ'তে ভূমি, এবং শ্রোত্রেন্দ্রিয় হ'তে দিক্‌সমূহ সঞ্জাত হ'য়েছিল, দেবগণ এরূপ অন্তরীক্ষাদি লোক-সমুদয় কল্পনা করেন। এ যজ্ঞ আমাতে গায়ত্রী প্রভৃতি সপ্তছন্দ পরিধিরূপে কল্পিত হ'য়েছিল। পরিধি (অর্থাৎ আহবনীয় অগ্নির উত্তর দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে তিনখানি কাষ্ঠের দ্বারা বেষ্টন ক'রে রাখতে হয়) একবিংশতি পদার্থ, বারমাস পঞ্চ ঋতু, ত্রিলোক ও আদিত্য সমিধ্‌রূপে কল্পিত হ'য়েছিল। যজ্ঞানুষ্ঠানকারী সুরদল আমাকেই পশুরূপে ভেবেছিলেন, সুরসকল মানসযজ্ঞের দ্বারা (আমার দ্বারা) যজ্ঞপুরুষ আমার পূজা করেন, তজ্জন্য ধর্ম্মসমুদয় অর্থাৎ বৈদিক কর্ম্মসকল শ্রেষ্ঠ হ'য়েছিল। পূর্ব্বতন বিরাট্ আমার উপাসক সাধ্যগণের যাঁরা উপাসনা ক'র্‌বেন, তাঁরা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হবেন। এই বৈদিক কর্ম্মরূপধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হ'লে আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হ'য়ে ধর্ম্ম সংস্থাপন করি।

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ

১৬।৩।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

আমি ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে ধরাধামে অবতীর্ণ হই। চিরদিন একমাত্র আমি আছি, যখন লীলা করবার ইচ্ছা হয় তখন বহুরূপ ধরে লীলা করি। প্রলয়ে অসৎ ছিল না, সৎ ছিল না কেবল্ আমাতে একীভূত হ'য়ে মায়া মাত্র ছিল। পৃথিবী প্রভৃতি লোক ছিল না, অন্তরীক্ষও ছিল না, অন্তরীক্ষের পারে স্বর্গাদি লোকও ছিল না, ব্রহ্মাণ্ডের আবরক তত্ত্বসকল ছিল না, কি আবরণ কর্‌বে, কার ভোগের জন্য আবরণ ক'র্‌বে ? তখন গহন গভীর অগাধ জলরাশিও ছিল না, তখন মৃত্যুও ছিল না অমরণও ছিল না, রাত্রি দিনের জ্ঞান ছিল না, প্রাণ-বায়ুশূন্য প্রাণন কর্ত্তা একমাত্র আমিই ছিলাম। আমি আমার আশ্রিতা মায়ার সহিত অভিন্ন ভাবে ছিলাম, আমা ব্যতীত কোন সৃষ্ট বস্তু ছিল না, প্রলয়ে সেই সমস্ত জগৎ অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল, অজ্ঞায়মান তমোরূপেই ছিল, তখন এই কার্য্যরূপ জগৎ আপনার কারণের সহিত একীভূত ছিল, যে জগৎ তুচ্ছকল্প ব্যাপক অজ্ঞানে সে সময় আবৃত ছিল ;— তা ঈশ্বরের সঙ্কল্পের প্রভাবে নামরূপে উৎপন্ন হয়েছিল। যেহেতু অন্তকরণে অতীত কল্পের রেতঃ বীজ অর্থাৎ প্রাণিগণের কৃতকর্ম্ম ছিল তজ্জন্য সৃষ্টির আগে আমার ইচ্ছা জন্মে ছিল। জ্ঞানীসকল সদ্‌রূপে প্রতীয়মান জগতের কারণ যে কৃত কর্ম্মসকল সে গুলিকে হৃদয় বুদ্ধির দ্বারা বিচার করত অব্যক্ত কারণে অবস্থিত জেনেছিলেন। সূর্য্যোদয়ের পর সূর্য্যরশ্মিসকল যেমন নিমেষ মধ্যে উপরে নিম্নে সকল স্থানে বিস্তৃত হয়, তেমন সৃষ্ট ভূতসকল তৎক্ষণাৎ ব্যাপ্ত (বিস্তীর্ণ) হ'য়েছিল। সৃষ্টপদার্থসকল ভোগ্য ও ভোক্তা রূপে দুপ্রকারে বিভক্ত হ'ল, তার মধ্যে ভোক্তাগণ শ্রেষ্ঠ এবং ভোগ্যবর্গ নিকৃষ্ট। কোন উপাদান থেকে কোন নিমিত্ত কারণ বশে এই বিচিত্র জগৎ সমুৎপন্ন হয়েছে—কেই বা তত্ত্বতঃ জানে, কেই বা স্বরূপত বল্‌তে পারে ? সুরগণও এই জগতের সৃষ্টির পরে জন্মেছেন, অতএব সৃষ্টি রহস্য কে জান্‌তে পারে ? যা হ'তে এ জগৎ জন্মেছে কে বল্‌তে পারে ? এই বিবিধ সৃষ্টি আমা হ'তে উৎপন্ন হয়েছে, একমাত্র

আমিই ধারণ ক'র্‌তে পারি, অপর কারও সাধ্য নয়। আকাশের ন্যায় নির্ম্মল স্বপ্রকাশরূপে বিরাজমান থেকে জগতের সচ্চিদানন্দঘন পরমেশ্বর আমিই জগতের তত্ত্ব জানি, অন্য কেহ জানে না। (নারদীয় সুক্ত)

আমিই সৃষ্টির পূর্ব্বে বর্ত্তমান থাকি, আমিই সৃষ্টির প্রারম্ভে জগদাকার ধারণ করি, আবার প্রলয়ে সমস্ত আমাতেই লীন থাকে। আমি ভিন্ন দ্বিতীয় কিছু নাই, জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদান-কারণ অদ্বিতীয় একমাত্র আমি। যখন আমার 'বহু হব জন্মাব' ইচ্ছা হয়, তখন আমি বহুরূপ ধারণ করি। দেব মনুষ্য পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা সব আমি। স্থাবর জঙ্গম বস্তুসকলের স্থূল সূক্ষ্ম দেহ আমি। আমিই আত্মা, আমিই পরমাত্মারূপে সমুদয় পদার্থের অন্তরে বাইরে সমাচ্ছন্ন ক'রে অবস্থান ক'র্‌ছি। আমি ভিন্ন অন্য কিছু নাই! নাই! নাই! একমাত্র অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা আমিই আছি। দৃষ্ট-অদৃষ্ট-বস্তুসকল আমি, যা মনের দ্বারা গ্রাহ্য—তা আমি, যা ইন্দ্রিয়গণের গ্রাহ্য—তা আমি, বুদ্ধির দ্বারা যা বিবেচিত—তা আমি, এই জ্ঞানই পরম জ্ঞান। এই জ্ঞান লাভ বিনা শাস্ত্রীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান বা প্রেমধর্ম্ম নামধর্ম্ম অবলম্বন ব্যতীত জন্মে না, তাই যুগে যুগে ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য দেহ ধারণ করি।

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ

১৭।৩।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

যখন যখন ধর্ম্মের হানি ও অধর্ম্মের অভিবৃদ্ধি হয়, তখন তখন আমি আমার শুদ্ধ সত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে আশ্রয় ক'রে, আত্মমায়ায় আমাকে সৃজন করি।

জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে হিরণ্যগর্ভরূপে আমিই জন্মগ্রহণ ক'রে, সমস্ত জগতের অদ্বিতীয় কর্ত্তা হই। পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও স্বর্গলোক ধারণ করি, সকলে আমার উদ্দেশে হবির্দান করত সেবা করে। আমি চিত্তের শুদ্ধিদাতা, বলদাতা। সকলপ্রাণী এবং সুরগণ আমার শাসনের অধীন, অমৃতত্বও মৃত্যু আমার ছায়ার স্বরূপ, সকলে আমার উদ্দেশ্যে হবিঃ প্রদান করে, আমা কর্ত্তৃক অন্তরীক্ষ লোক ঊর্দ্ধে ধৃত, ভূলোক স্থিরীকৃত এবং স্বর্গলোক স্তব্ধীকৃত। আমি আদিত্যকে ধারণ করি, অন্তরীক্ষে আমি জল নির্ম্মাণ করি, সেই আমাকে সকলে হবিঃপ্রদান করে। দীপ্যমান দ্যুলোক ও ভূলোক রক্ষার জন্য আমা কর্ত্তৃক সৃষ্টি হ'য়ে স্থৈর্য্য লাভ করত আমাকে আপনাদের মহত্ত্ব লাভের কারণ ব'লে বুঝেছিলেন। আমার আশ্রয়ে সূর্য্য উদিত হ'য়ে প্রকাশ পায়, লোক সেই আমাকে হবিঃ প্রদান করে। যেহেতু বিশাল জলরাশি অগ্নি প্রভৃতি ভূতবর্গকে উৎপাদনের জন্য গর্ভস্বরূপ আমাকে ধারণ ক'রে বিশ্ব সমাচ্ছন্ন ক'রেছিল, তজ্জন্য দেবগণের প্রাণস্বরূপ অদ্বিতীয় আমি উৎপন্ন হ'য়েছিলাম, আমাকে সকলে হবিঃ প্রদান করে। যজ্ঞের অর্থাৎ জগতের উৎপাদনের জন্য প্রজাপতি আমার বিধারক, সলিলসমূহকে যে আমি স্বীয় মহিমায় চতুর্দ্দিকে দেখেছিলাম, যে আমি নিখিল দেবতার মধ্যে অদ্বিতীয় ঈশ্বর হ'য়েছিলাম, সেই আমাকে সকলে হবির দ্বারা পরিচর্য্যা ক'রে থাকে। সেবকগণ বলেন যে ভগবান্ প্রজাপতি সত্য ধর্ম্ম, অখিল ভূমণ্ডলের জনয়িতা, যিনি দ্যুলোক সৃষ্টি ক'রেছেন, যিনি নিরতিশয় মহান্ রমণীয় আনন্দদায়ক সলিলসমুদয়কে উৎপাদন ক'রেছেন, তিনি যেন আমাদিগকে হিংসা না করেন, আমরা তাঁর উদ্দেশে হবিঃ প্রদান করি।

হে ভগবন্! তুমি ভিন্ন আর কেহ এই প্রথম উৎপন্ন ভূতবর্গকে সমাচ্ছন্ন করে নাই। আমরা যে ফল কামনা ক'রে তোমায় হবিঃ প্রদান ক'র্‌ছি, আমাদের সে ফল লাভ হউক। আমরা যেন ধনরাশির অধিপতি হই। (হিরণ্যগর্ভসূক্ত)

যে ভক্ত যে কামনা ক'রে আমার পূজা করে, আমি তাকে তার বাঞ্ছিত বস্তু দান করি। বৈদিকযজ্ঞাদির দ্বারা যাজ্ঞিকগণ ধন ও স্বর্গাদি প্রার্থনা করিত, আমি তাদের তাই দান ক'রেছি। সেই যজ্ঞপরায়ণগণ বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করত পুণ্য ক্ষীণ হ'লে আমার মর্ত্ত্যলোকে এসে দেহ ধারণ করে, সকাম যাজ্ঞিকগণ এরূপভাবে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত ক'র্‌তে থাকে। যে ভক্তগণ নিষ্কাম ভাবে যজ্ঞ করেন, তাঁরা তার দ্বারা শুদ্ধ চিত্ত হ'য়ে আমার উপাসনা ক'রে ব্রহ্মলোক লাভে সমর্থ হন। ব্রহ্মলোক লাভ ক'র্‌লে আর প্রত্যাবর্ত্তন কর্‌তে হয় না। এ ব্রহ্মার ব্রহ্মলোক নয়, আমার পরম পদ বৈকুণ্ঠ, গোলক, অযোধ্যা। আমার অনন্য ভক্তগণই বৈকুণ্ঠলাভে সমর্থ হয়। কর্ম্মযোগ জ্ঞান তপস্যার দ্বারা মানব যে লোকসকল প্রাপ্ত হয়, আমার নৈষ্ঠিকী ভক্তি সম্পন্ন ভক্তগণ তাঁদের অপেক্ষা পরম উৎকৃষ্ট আমার বৈকুণ্ঠ লোক লাভ করেন। আমার একমাত্র ব্রত যে আমার শরণাগত হয়, তাকে অভয় দান করা। তাই এই শরণাগত ভক্তকে রক্ষা করবার জন্য ধর্ম্মসংস্থাপনের কারণ যুগে যুগে আবির্ভূত হই।

ॐश्रीश্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ

১৮।৩।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্মের হানি অধর্ম্মের বৃদ্ধি হ'লে আমি আমাকে সৃজন করি। মূল বৈদিক ধর্ম্ম, বেদের সার উপনিষদ্, যখন উপনিষদ্ ধর্ম্মের হানি হয়, তখন আমায় ধরাধামে অবতরণ ক'র্‌তে হয়।

উপনিষদ্‌রূপে আমিই বলি যে অনিত্য বস্তুসকল পরমেশ্বর আমার দ্বারা আবৃত কর, ঐরূপ ত্যাগের দ্বারা আত্মাকে পালন কর। কারও ধনে লোভ ক'রো না, তুমি যদি শত বৎসর বাঁচতে চাও ত শাস্ত্র বিহিত কর্ম কর। দৃষ্টি প্রতিরোধক নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন আসুরলোকে আত্মহত্যাকারীগণ গমন করে। আত্মজ্ঞান লাভে সচেষ্ট হও। আমিই সেই আত্মতত্ত্ব, আমি অচল, এক, মন হ'তে নিরতিশয় দ্রুতগামী। পূর্ব্বগামী ইন্দ্রিয়গণ আমাকে পায় না। বিশ্বব্যাপ্ত আমি স্থির থেকেও দ্রুত গমনশীল, সকলকে অতিক্রম ক'রে যাই। আমি আছি ব'লে সূত্রাত্মা কর্ম সমুদয় আপনাতে ধারণ করে। আমি চলি, আমি চলি না, আমি দূরে, আমি নিকটে, আমি এই সমস্ত জগতের ভিতরে, আবার এই সমস্ত জগতের বাইরে, আকাশের ন্যায় ভিতর বার ব্যেপে আমি অবস্থান করি। যে ব্যক্তি সমুদয় বস্তু আমাতে এবং সকল বস্তুতেই আমাকে দেখেন তজ্জন্য তিনি কাকেও ঘৃণা করেন না। সমুদয় বস্তুই যখন জ্ঞানীর আমিই হ'য়ে যায়, তখন তাঁর মোহই বা কি শোকই বা কি ? আমি সর্ব্বব্যাপী জ্যোতির্ময়, শরীরশূন্য, অক্ষত, শিরাবিরহিত, শুদ্ধ নির্মল, অপাপবিদ্ধ, ধর্মাধর্মাদিবিহীন, সর্ব্বদর্শী, মনের নিয়ামক, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর। সকলের উত্তম আপনিই আপনার কারণ, আমি চিরকালস্থায়ী।

আমার ইচ্ছায় মন স্ববিষয়ে ধাবিত হয়, আমার প্রেরণায় প্রাণ স্বকার্য্যে গমন করে, আমার ইচ্ছায় লোক বাক্য উচ্চারণ করে। জ্যোতির্ম্ময় আমিই চক্ষু ও কর্ণকে স্ব স্ব বিষয়ে প্রেরণ করি। আমিই কর্ণের কর্ণ, আমিই মনের মন, আমিই বাক্যের বাক্য, চক্ষুরও চক্ষু। বিবেকীগণ আমাকে এরূপ

জেনে, ইন্দ্রিয় সকল আত্মবুদ্ধি ত্যাগ ক'রে অমৃতত্ব লাভ করেন। আমার কাছে নয়ন আসেনা, বাক্য যায়না, মনও গমন করেনা।

দেবাসুর সংগ্রামে আমিই দেবতাদের বিজয় করি, তারা আমার গৌরবে আপনাদের গৌরবান্বিত মনে ক'র্‌লে ; আমি তাদের সে অভিমান নষ্ট ক'রে উমারূপে আমার উপদেশ প্রদান করি।

বেদ সকল যে বাঞ্ছিততমকে প্রতিপাদন করেন, অখিল তপস্যাদি কর্ম্মসমুদয় যাঁর প্রাপ্তির উপায়, যাঁকে ইচ্ছা ক'রে লোকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে,—তাহা ওঙ্কাররূপ আমি। আমি অপর ব্রহ্ম, আমিই পরব্রহ্ম। ওঙ্কাররূপ আমার উপাসনার দ্বারা যিনি যা ইচ্ছা করেন, তিনি তা প্রাপ্ত হন্। ওঙ্কাররূপ অবলম্বনই শ্রেষ্ঠ, এর দ্বারা অপর ব্রহ্ম, পর ব্রহ্ম দুইই লাভ হয়, এ ওঙ্কারের বেত্তা ব্রহ্মলোকে পূজিত হন। অনু হ'তে অনু মহান্ হ'তে মহীয়ান্ আত্মা আমি, প্রত্যেক জীবের হৃদয়গুহায় অবস্থান করি। মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ বিশুদ্ধ হ'লে নিষ্কাম ভক্ত আমাকে দেখে বিশোক হন ; শরীর সকলে অশরীররূপে ও অনিত্য বস্তুসকলের মধ্যে নিত্যরূপে বিরাজিত নিরতিশয় মহান্ সর্ব্বব্যাপী আমাকে জেনে ধীমান্ জন শোকবিহীন হন্ ; আমাকে বহু স্বাধ্যায় বা বেদ পাঠের দ্বারা অথবা প্রখর ধারণশক্তির সহায়ে, কিম্বা বহু শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারা কেউ জানতে পারে না, যাঁকে আমি অনুগ্রহ করি, তিনি আমায় লাভ করেন, তাঁর কাছেই আমি আমার স্বরূপ প্রকাশিত করি ; যে পাপ ত্যাগ করেনি, যার ইন্দ্রিয় মন বিষয় লোলুপ, যারা সমাধির ফল বিভূতিকামী তারা জ্ঞানের দ্বারা আমাকে লাভ ক'র্‌তে পারে না, যে আমার ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় অন্নস্বরূপ, মৃত্যু যে আমার ব্যঞ্জন, আমি যেখানে থাকি তাকে যথার্থরূপে জান্‌তে পারে ; সেই আমি ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ

১৯।৩।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

আমি ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। আমাকে লাভ করবার জন্য জীব সংসারে আসে, সে যখন একথা বিস্মৃত হ'য়ে যায়, তখন আমাকে এসে তাকে ধর্ম্মোপদেশ ক'র্তে হয়। তাদের ডেকে বলি—ওঠো, জাগো। শ্রেষ্ঠ আচার্য্যগণের নিকট গিয়ে আমাকে বিদিত হও, ক্ষুরের তীক্ষ্ণীকৃত ধারের ন্যায় সে পথ দুর্গম—একথা মেধাবীগণ বলেন।

আমি শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধবিহীন, আমি অক্ষয়, শাশ্বত, অনাদি, অন্তরহিত, আমি মহত্তত্ত্ব হ'তে বিলক্ষণ, কূটস্থ, নিত্য, আমাকে জেনে ভক্ত মৃত্যুমুখ হ'তে বিমুক্ত হন; বিশুদ্ধ মনের দ্বারা আমাকে লাভ করে, আমাতে অনুমাত্র ভেদ নাই, যে আমাতে নানা বস্তু দর্শন করে সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়; আমি ত্রিকালের নিয়ন্তা, জ্যোতিঃসদৃশ অঙ্গুষ্ঠমাত্র, অন্তরাত্মা, আমি আজও আছি, কালও অর্থাৎ অনন্তকাল থাক্‌বো। অজন্মা চৈতন্যস্বরূপ আমার একাদশ দ্বার যুক্ত একটি নগর আছে (ব্রহ্মরন্ধ্র, চক্ষুদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, কর্ণযুগল, মুখ, নাভি ও মলমুত্রের দুইটি দ্বার), আমার ধ্যান ক'র্‌লে ভক্ত শোক শূন্য হন্, এ দেহ মুক্ত হ'য়ে আর দেহান্তর গ্রহণ করে না। আমি হংস সর্ব্বত্রগামী, আমি দ্যুলোকে সূর্য্যরূপে অবস্থান করি, আমি সকলের স্থিতি বিধায়ক, আমি বায়ু রূপে অন্তরীক্ষে অবস্থান করি, আমি অগ্নি, আমি পৃথিবীতে অবস্থিত, সোমরূপে কলসে অবস্থান করি, আমি মানবগণের মধ্যে থাকি, আমি দেবগণের মধ্যে অবস্থান করি, আমি যজ্ঞে সত্যে প্রতিষ্ঠিত, আমি আকাশে অবস্থান করি, জলে শঙ্খাদিরূপে জাত হই। পৃথিবীতে ব্রীহি যবাদিরূপে উৎপন্ন হই। যজ্ঞাঙ্গরূপে আমি জন্মাই, আমি পর্ব্বত হ'তে নদ্যাদিরূপে প্রবাহিত হই। এরূপ সর্ব্বস্বরূপ হয়েও মহান্ আমি ঋত পারমার্থিকরূপেই বর্ত্তমান আছি। আমি প্রাণকে ঊর্দ্ধে, অপানকে নিম্নে প্রেরণ করি, হৃদয়ে অবস্থিত আমাকে ইন্দ্রিয়বৃন্দ উপহার প্রদান করে, কোন প্রাণীই প্রাণ বা অপানের দ্বারা জীবিত

থাকে না। আমাতে আশ্রিত প্রাণ ও অপান আমার দ্বারাই জীব জীবনধারণ করে, একমাত্র অগ্নি যেমন পৃথিবীতে প্রবেশ ক'রে দাহ্য বস্তুর আকারে আকারিত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বান্তর্যামী আমিও জীবদেহসকলে প্রবিষ্ট হ'য়ে তাদের সমান হ'য়েছি এবং তাদের দ্বারা অস্পৃষ্ট হ'য়ে তাদের অতিরিক্তরূপে বর্ত্তমান আছি। যেরূপ একমাত্র বায়ু পৃথিবীতে প্রাণরূপে প্রবেশ ক'রে, পৃথক্ দেহানুসারে বিভিন্ন আকার বিশিষ্ট হয়, সেরূপ একমাত্র সর্ব্বান্তরবর্ত্তী আমিও জীবদেহ সকলের সমান হয়েও স্বীয় অবিকৃত স্বরূপে বর্ত্তমান আছি। সূর্য্য যেমন জীবমাত্রের দর্শনের কারণ হ'য়েও, চাক্ষুষ পাপ অশুচি বাহ্য দোষের দ্বারা লিপ্ত হন্ না, তদ্রূপ সমস্ত জীবের আত্মা আমি এক হ'য়েও তাদের অতীত ব'লে জগতের দুঃখে সংশ্লিষ্ট হইনা। সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা আমি সকলের নিয়ামক, স্বীয় অদ্বিতীয় সত্তামাত্রকেই উপাধি ভেদে বহু প্রকার করি। আমাকে যারা গুরুদেবের কৃপায় নিজের বুদ্ধিতে দেখেন তাঁরাই শাশ্বত ভূমাসুখ প্রাপ্ত হন্,—অপরে নহে, আমাকে লাভ করবার ধর্ম্মে যখন হানি হয়, তখন আমি আত্মমায়ার দ্বারা আমাকে সৃজন করি।

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ
২০।৩।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

আমি ধর্ম্মের হানি এবং অধর্ম্মের অত্যন্ত উত্থান হ'লে স্বয়ং আত্মমায়ার দ্বারা আমাকে সৃজন করি।

আমি অনিত্য বস্তুসকলের নিত্য শাশ্বত, আমি সচেতনগণের চেতন, এক, অদ্বিতীয় হ'য়েও আমি বহু লোকের কাম্য বস্তু বিধান করি, যারা আত্মস্থিত আমাকে দর্শন করেন, তাঁদের শাশ্বত শান্তি হয়,—অপরের নয়। অনির্দ্দেশ্য পরম আনন্দ আমাকে নিষ্কাম ভক্তগণ প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভব করেন, অন্য কেহ আমার দর্শন পায় না। আমাকে সূর্য্য প্রকাশ করে না, চন্দ্র ও তারকা আমাকে প্রকাশ ক'র্তে সমর্থ হয় না, বিদ্যুৎসমূহও প্রকাশ ক'র্তে পারে না, এই অগ্নি কিরূপে আমাকে প্রকাশ ক'র্বে ? আমি প্রকাশমান আছি ব'লেই আমার দীপ্তিতে এই বস্তুসমুদয় বিবিধ রূপে প্রকাশ পেয়ে থাকে। অনাদি সংসাররূপবৃক্ষের মূল আমি, উর্দ্ধে অবস্থান করি, শাখাগুলি নিম্নে থাকে। অবিনাশী আমাতে সমস্ত লোক আশ্রিত, কেহ আমাকে অতিক্রম ক'র্তে পারে না। আমা হ'তে চরাচর জগৎ নিঃসৃত হ'য়ে স্পন্দিত হ'চ্ছে, আমি পাপীর পক্ষে উদ্যত বজ্র সদৃশ অতি ভয়ানক। আমার ভয়ে অগ্নি তাপ দেয়, আমার ভয়ে সূর্য্য কিরণ বিকীর্ণ করেন, আমার ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু ও মৃত্যু স্ব স্ব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন্; জীবিত কালে দেহ-ত্যাগের পূর্ব্বে যিনি আমায় জান্তে পারেন; তিনি মুক্ত হন, নচেৎ লোকসমূহে জন্মাতে হয়। ইন্দ্রিয়গণ হ'তে মন শ্রেষ্ঠ, মন হ'তে তত্ত্ব-বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হ'তে মহান্ আত্মা হিরণ্যগর্ভ শ্রেষ্ঠ, হিরণ্যগর্ভ হ'তে অব্যক্ত অব্যাকৃত মায়া শ্রেষ্ঠ, মায়া হ'তে সর্ব্বব্যাপী অনুমানের কারণবিহীন পরমাত্মা আমি শ্রেষ্ঠ আমাকে জেনে জীব এই দেহেই মুক্ত হয় এবং দেহান্তে অমৃতত্ব লাভ করে। আমার রূপ দৃষ্টিগোচর হয় না, চক্ষু দ্বারা কেহ আমাকে দেখতে পায় না, আমি মনন দ্বারা প্রকাশিত হই, বিশুদ্ধবুদ্ধি হৃদয়ে অবস্থিত আমায় উপলব্ধি ক'র্তে সমর্থ হয়। যাঁরা আমাকে অবিষয়রূপে জানতে পারেন, তাঁরা

অমর হন। যে সময় মনের সহিত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় স্ব স্ব ব্যাপার বিহীন হয়, বুদ্ধিও চেষ্টাশূন্য হ'য়ে থাকে, সে অবস্থাকেই বিদ্বান্‌গণ পরমগতি বলেন। পরমাত্মা আমাকে কেহ বাক্যের দ্বারা মনের দ্বারা বা চক্ষুর দ্বারা জানতে পারে না। যে সকল কামনা মানুষের হৃদয়ে আশ্রিত থাকে, যখন আত্মদর্শনের দ্বারা সে সমস্ত দূরীভূত হয়, তখন মর মানুষ অমর হয়, এই দেহেই আমাকে ভোগ করে অর্থাৎ সে আমার সঙ্গে মিশে, আমিই হ'য়ে যায়। জীবিত কালেই বুদ্ধির গ্রন্থি (বন্ধন) সকল একেবারে ছিন্ন হ'য়ে যায়, তখন মরণশীল মানব অমরত্ব লাভ ক'রে থাকে। বেদান্তসমূহের এই মাত্র অনুশাসন অর্থাৎ উপদেশ।

হৃদয় হ'তে নির্গত একশত এক নাড়ীর মধ্যে একটী নাড়ী সুষুম্না ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ ক'রে বিনির্গত হ'য়েছে। মরণ সময়ে সেই নাড়ী অবলম্বনে ঊর্দ্ধে দেবযান মার্গে গমন করত যোগী ভক্ত অমৃতত্ব লাভ করে, অন্যান্য নাড়ী পথে উৎক্রমণ ক'র্‌লে সংসার গতিই লাভ হ'য়ে থাকে। অঙ্গুষ্ঠপরিমিত আমি প্রতিজীবহৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে নিরন্তর অবস্থান করি। মুঞ্জ ঘাস হ'তে শীর্ষের ন্যায় আমাকে স্বীয় দেহ হ'তে সাবধানে ধৈর্য্য সহকারে পৃথক ক'র্‌বে, অনন্তর দেহত্রয়ের বিলক্ষণ জ্যোতির্ম্ময় আকাশাত্মক নাদরূপী আমাকে অমৃতস্বরূপ ব্রহ্ম ব'লে জান্‌বে।

জগৎ ব'লে আলাদা কিছু নাই, একমাত্র আমিই দেবতা, মানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, চর, অচর সব সেজে লীলা কর্‌ছি, এই জ্ঞান লাভের জন্য মানব সংসারে আসে। ধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা পাপশূন্য হ'লেই মার্জ্জিত দর্পণে যেমন প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়, তদ্রূপ জ্ঞানময় আমার দর্শন লাভে কৃতার্থ হ'য়ে থাকে। সেই ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে আমি দেহ ধারণ করি।

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ

২৭।৩।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

আমি, আমিই যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তখন আত্মমায়ায় শুদ্ধ সত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে আশ্রয় ক'রে দেহ ধারণ করি।

পরমপুরুষ অক্ষর হ'তে প্রাণ জন্মায়, মানবদেহে ছায়ার ন্যায় পরমেশ্বর আমাতে প্রাণ সমর্পিত আছে। মানস সঙ্কল্প ও ইচ্ছাদিকৃত কর্ম্মানুসারে প্রাণ মানবদেহে যায়, এই প্রাণের নামই প্রথমজ ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভ অপর প্রণব ঈশ্বর।

প্রাণই পায়ু ও উপস্থে, অপানকে চক্ষু শ্রোত্রে, মুখ ও নাসিকায় স্বয়ং অবস্থান করে, প্রাণ অপানের মধ্যে সমান, সমানই জঠর অগ্নিতে হুত খাদ্য ও পানীয়বস্তুকে সমতা প্রাপ্ত করায়। তাহ'তে সাতটি শিখা. দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসিকা, রসনেন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান হয়। হৃদয়াকাশে আত্মা বাস করে, হৃদয়ে একশত এক প্রধান নাড়ী আছে, তাদের প্রত্যেকের এক শত এক শত ক'রে শাখারূপ ভাগ আছে। শাখা নাড়ীতে আবার বাহাত্তর হাজার প্রশাখারূপ ভাগ হয়, মোট বাহাত্তর কোটী বাহাত্তর লক্ষ দশ হাজার দুশো এক নাড়ীতে ব্যান বায়ু বিচরণ করে। সুষুম্না নাড়ী অবলম্বনে ঊর্দ্ধগামী উদান পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা পাপলোকে এবং উভয়ের সাম্যের দ্বারা মনুষ্যলোকে নিয়ে যায়। প্রসিদ্ধ সূর্য্য বাহ্যপ্রাণ, কারণ এই সূর্য্য আধ্যাত্মিক চক্ষুতে অধিষ্ঠিত প্রাণকে অনুগৃহীত ক'রে রূপপ্রকাশের জন্য উদিত হয়। পৃথিবীতে অভিমানিনী অগ্নিদেবতা পুরুষের অপান বৃত্তিকে স্ববশে রেখে অবস্থিত দ্যুলোক ও পৃথিবীর মধ্যস্থ বায়ু সমান, সাধারণ বাহ্য বায়ু ব্যান প্রসিদ্ধ সামান্য তেজই উদান। এই প্রাণরূপী আমাকে জানতে পারলে পুত্র পৌত্রাদির বিচ্ছেদ হয় না, অমৃত হয়, এই প্রকারে আমিই জগন্নাটক অভিনয় কর্‌বার জন্য প্রাণরূপ ধারণ ক'রেছি। সর্ব্বাধার আত্মা আমি জীবশরীরে দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা। বিজ্ঞানাত্মা যে পুরুষ তা জানে, সে পরমাত্মা আমাতে প্রবেশ করে। যিনি তমোবিবর্জ্জিত সকল উপাধি

বিরহিত বিশুদ্ধ অক্ষরকে জানেন, তিনি অনুত্তম অক্ষর আমাকেই লাভ করেন। আমাকে জান্‌লে মানুষ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বস্বরূপ হয়।

জগতে জ্ঞাতব্য তত্ত্ব একমাত্র আমি, আমি ভিন্ন দ্বিতীয় কিছু ত নাই, আমি লীলা কর্‌বার জন্য বহুরূপ ধারণ করি, আবার লীলা শেষ হ'লে এক অদ্বিতীয় রূপে অবস্থান ক'রে থাকি। লীলাকালে কার্য্যরূপে বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ ক'র্‌লেও কারণরূপে একমাত্র আমিই থাকি, শুধু অদ্বিতীয় আমি আছি, ছিলাম, যতদিন জগৎ থাক্‌বে—ততদিন আমিই নানারূপে থাক্‌বো। জগন্নাটক অভিনয় শেষ হ'লে এক অদ্বিতীয়রূপে বিরাজ ক'র্‌বো—আমি, আমি, আমি। আমাতে আমিই আছি, আমিই আমাকে দেখ্‌ছি, —আমিই আমাকে স্পর্শ ক'র্‌ছি, আমিই আমাকে আঘ্রাণ ক'র্‌ছি, আমাকে নিয়ে আমিই খেলা ক'র্‌ছি। যখন এ জ্ঞান লাভের কারণ ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন দেহ ধারণ করি।

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ

২৭।৩।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

যুগে যুগে ধর্ম্মের রক্ষা ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হ'লে আমি আমাকে সৃজন করি।

ওঙ্কার রূপ পরঅপর ব্রহ্ম আমি, আমার একমাত্রা অকারের ধ্যানে পৃথিবীতে জন্ম হয়। ওঙ্কার ধ্যাতা, তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধা সমন্বিত হ'য়ে মহিমা অনুভব করেন। দ্বিমাত্রার ধ্যানে চন্দ্রলোকে গমন করত তথায় ঐশ্বর্য্য ভোগান্তে মনুষ্য লোকে গমন করে। যে ব্যক্তি অ উ এবং ম এই ত্রিমাত্রাত্মক "ওম্" এই অক্ষর রূপে সূর্য্যমণ্ডলান্তর্গত পরমপুরুষকে নিরন্তর ধ্যান করেন, তিনি তৃতীয়মাত্রার স্বরূপ প্রাপ্ত হ'য়ে জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যে সম্মিলিত হন, হিরণ্যগর্ভ হ'তেও উত্তম পুরুষকে দেখেন। যাহা শান্ত অজর অমৃত অভয় ও সর্ব্বোত্তম, তাও ওঙ্কার অবলম্বনে প্রাপ্ত হ'য়ে থাকেন।

আমাকে লাভ করবার ওঙ্কারই একমাত্র অবলম্বন, ওঙ্কার আমার নাম নয়,—ওঙ্কার আমিই; যিনি ওঙ্কারকে অনন্যভাবে আশ্রয় করেন, তাঁকে আর কোন চিন্তা কর্‌তে হয় না। আমি তাঁকে নাদ শোনাতে শোনাতে আমার আমার আনন্দময় লোকে নিয়ে যাই। আমার ওঙ্কাররূপের তৃতীয় মাত্রা মকার-টীই নাদ, এই নাদরূপে যাকে গ্রাস করি, তাঁকে আর কোন কিছুর জন্য ভাবতে হয় না। আমি তাঁকে আনন্দদান ক'র্‌তে ক'র্‌তে আমার পরমপদে লয়ে যাই। যিনি নাদ লাভ করেন, তাঁর আর কোন কিছু চিন্তা কর্‌বার থাকে না। আমি তাঁকে 'আমিই যে সব সেজে লীলা কর্‌ছি' তা বুঝিয়ে দিয়ে একবারে নির্ভয় ক'রে দিই। আমি, আমি, আমিই আছি। পরম অক্ষর আমি লীলা করবার জন্যই প্রাণরূপী অপর প্রণব কে সৃজন করি। প্রাণ হ'তে শ্রদ্ধা, তারপর আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মন, অন্ন। অন্নসম্ভূত বীর্য্য, তপস্যা, মন্ত্রসকল এবং লোকসমূহ, লোকসমূহে অবস্থিত নামও সৃষ্টি ক'রেছি। যেমন প্রবহমানা নদীসকল যাদের এক মাত্র গতি সমুদ্র, তারা সমুদ্রে মিলিত হ'লে অদৃশ্য হ'য়ে যায়, তদ্রূপ সর্ব্বব্যাপী আমার আমিই যাদের একমাত্র গতি যাদের সেই ষোড়শ কলা আমাকে

পেয়ে বিলীন হয়, তাদের নাম-রূপের অবসান হয়। রথচক্রের নাভিতে চক্রশলাকার ন্যায় কলাসমূহ আমাতে প্রতিষ্ঠিত আছে। এক মাত্র ভূমা অক্ষর পুরুষ আমাকে জান্‌লে মৃত্যু ভয় দূর হয়। জ্ঞাতব্য আমি, জ্ঞান আমি, জ্ঞাতা আমি, আমিই ত্রিপুটী, আমিই সব সঙ্গে লীলা করি। আমাকে নিয়েই আমি খেলা করি। আমা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই। আমি গুরু, আমিই শিষ্য, আমি পতি, আমিই পত্নী, আমিই আলো, আমিই অন্ধকার, আমিই পাপ, আমিই পুণ্য, আমিই ধর্ম্ম, আমিই অধর্ম্ম, আমিই মুক্তি, আমিই বন্ধন, আমি এই ভাব লাভ করবার জন্য ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন ক'রেছি। সেই ধর্ম্ম অবলম্বনে মানব আমাকে প্রাপ্ত হয়, আমিময় হয়ে যায়, সে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হ'লে ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি দেহ ধারণ করি।

ॐ৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ
২৮।৩।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্মের হানি অধর্ম্মের বৃদ্ধি হ'লে আমি আমাকে সৃজন করি।

আমি সব, যেমন মাকড়সা স্বীয় শরীর থেকে তন্তু উৎপাদন করে এবং আত্মসাৎ করে, পৃথিবীতে যেরূপ আমার অনতিরিক্ত ওষধিসকল জন্মায়, সজীব প্রাণীশরীর হ'তে যেমন কেশ লোম সকল নির্গত হয়, তদ্রূপ অক্ষর আমা হ'তে জগতে যা কিছু সব সমুদ্ভূত হ'য়েছে। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব আমার তপস্যা, সেই আমা হ'তে হিরণ্যগর্ভ নাম রূপ ও অন্ন উৎপন্ন হ'য়ে থাকে। যেমন সুদীপ্ত অনল হ'তে তৎস্বরূপ স্বজাতীয় সহস্র সহস্র অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ সকল নির্গত হয়, তদ্রূপ আমা হ'তেই নানারূপ জীবসমূহ প্রজাত হয়, এবং আমাতেই বিলীন হ'য়ে যায়। যেহেতু সকল প্রকার মূর্ত্তিশূন্য জ্যোতির্ম্ময় স্বয়ং জ্যোতি পুরুষ আমি, অন্তরে বাইরে সর্ব্বত্র বিরাজ করি, তজ্জন্যই আমি জন্ম বিরহিত প্রাণশূন্য মনোবিহীন ব'লে কথিত হই। আমি শুদ্ধ, আমি শ্রেষ্ঠ অব্যাকৃতনামক অক্ষর হতেও আমি পর। আমা হতেই প্রাণ জাত হয়, মন ইন্দ্রিয়বৃন্দ, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জলও সকলের আধার ভূমণ্ডল সমুৎপন্ন হয়। সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রাণাদি ছিল না, পরেও থাকবে না। আমার মস্তক দ্যুলোক, নয়নযুগল চন্দ্র সূর্য্য, কর্ণদ্বয় দিক্সকল এবং প্রকটিত বেদসমুদয় প্রাণ বায়ু, হৃদয় (অন্তঃকরণ) সম্পূর্ণ জগৎ। আমার চরণ যুগল হ'তে পৃথিবী সঞ্জাত হ'য়েছে, আমি স্থূল পঞ্চভূতের অন্তরাত্মা, আমা হ'তে সেই অগ্নি দ্যুলোক উৎপন্ন হয়। সূর্য্য আমার সমিধ্, দ্যুলোক সম্ভূত চন্দ্র হ'তে মেঘ, মেঘ থেকে ধরণীতে ব্রীহি যব প্রভৃতি ঔষধিসকল সঞ্জাত হয়, এইরূপে আমা হ'তে বহু প্রাণী সমুৎপন্ন হ'য়ে থাকে। আমা হ'তে ঋক্ মন্ত্রসকল, সাম-মন্ত্রসমূহ, যজুর্মন্ত্রসমুদয়, দীক্ষা মৌঞ্জী ধারণ প্রভৃতি নিয়ম, নিখিল অগ্নি হোত্রাদি যজ্ঞ, পশুবধবিশিষ্ট ক্রতুসমূহ, দক্ষিণা সকল; যজ্ঞে কাল, সম্বৎসর ও যজমানবৃন্দ সঞ্জাত হয়। চন্দ্র যে সমুদয় লোক পবিত্র করেন, সে লোকসমূহ, সূর্য্য যে লোক সকল পবিত্র করেন

সে সমস্তও জাত হ'য়ে থাকে। আমা হ'তে গণভেদে বহু প্রকার দেবতাবৃন্দ সমুৎপন্ন হন, সাধ্যসমূহ, মনুষ্যসংজ্ঞ, পশুসকল, পক্ষীগণ, জীবন তপস্যা সত্য ব্রহ্মচর্য্য এবং বিধিও উৎপন্ন হয়। আমা হ'তে মস্তকস্থিত সাতটী ইন্দ্রিয়, সপ্তসংখ্যক সমিধবিষয় ও সাতটী হোম বিষয় বিজ্ঞান বিধাতা কর্তৃক প্রতি প্রাণীতে সাতটী সাতটী ক'রে, সংস্থাপিত হৃদয়শায়ী ইন্দ্রিয় সকল সঞ্চরণ করে, তারাও উৎপন্ন হয়, আমা হ'তে সমুদ্রসমূহ ও গিরিসকল সমভূত হয়, আমা হ'তে সর্ব্বরূপী নদীনিচয় প্রবাহিত হয়, আমা হ'তে সমস্ত ঔষধী জাত হয় এবং আমা হ'তে সেই কটু, তিক্ত, কষায়, লবণ, অম্ল, মধুর ষড় রস সমুদ্ভূত হয়। যার বলে পঞ্চ ভূতের দ্বারা পরিবেষ্টিত হ'য়ে অন্তরাত্মা অবস্থান ক'রে, থাকেন, আমিই এই কর্মাত্মক জ্ঞানাত্মক বিশ্বপরম, অমৃত, সর্বস্বরূপ, আমাকে যিনি সকল জীবের অন্তরে অবস্থিত জানেন, তিনি ইহলোকেই অবিদ্যা গ্রন্থি ছেদন করেন। আমার স্বরূপপ্রকাশক ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ

২৮।৩।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্মের গ্লানি অধর্ম্মের অভ্যুদয় হ'লে আমি আত্মমায়ায় শুদ্ধ সত্বাত্মিকা প্রকৃতি আশ্রয়ে আমাকে সৃজন করি, আমি দীপ্তিমান্, আমি সূক্ষ্ম বস্তু হ'তেও সূক্ষ্ম, স্থূল হ'তে স্থূল, আমাতে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য, অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, পাতাল চতুর্দ্দশ লোক এবং লোকবাসীগণ অবস্থিত। আমি সর্ব্বাস্পদ অক্ষর ব্রহ্ম, আমি প্রাণ, আমি আবার বাগেন্দ্রিয় মন অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয় ; আমি সত্য, আমি অমৃত, আমি মনের দ্বারা ভাবনা করবার যোগ্য। উপনিষদপ্রসিদ্ধ প্রণবরূপ ধনু গ্রহণ ক'রে উপাসনার দ্বারা শানিত বাণ সন্ধান আমাকেই ক'রে থাকে। আমিই লক্ষ ধনু আকর্ষণ পূর্ব্বক লক্ষ্য চিত্ত নিবিষ্ট ক'রে আমাকেই ভেদ করে অর্থাৎ আমাতে একীভূত হ'য়ে যায়। প্রণব ধনু শর আত্মা এবং আমি ব্রহ্ম তার লক্ষ্য, প্রমাদহীন হ'য়ে ভেদ করতে হ'বে ; তারপর বাণের ন্যায় লক্ষ্যে তন্ময় অর্থাৎ সম্মিলিত হবে। আমাতে দ্যুলোক পৃথিবী অন্তরীক্ষ এবং ইন্দ্রিয়-বৃন্দের সহিত অন্তঃকরণ সমর্পিত আছে, সেই সর্ব্বপ্রাণীর অদ্বিতীয় আত্মা আমাকে অবগত হও, তারপর অন্য বাক্যসকল ত্যাগ কর,—এই হ'ল মোক্ষলাভের উপায়, যেমন রথচক্রের নাভিতে শলাকাসকল থাকে। তদ্রূপ নাড়ীসমূহ যে হৃদয়ে উত্তমরূপে প্রবিষ্ট হ'য়ে আছে, সেই হৃদয়ে আমিই আমি দেখি, আমি শুনি, আমি সুখী ইত্যাদি নানারূপে প্রতীয়মান হ'য়ে বর্ত্তমান থাকি। ওঙ্কার অবলম্বনে আমাকে ধ্যান ক'রতে হয়, তা'হলেই আলোকের রাজ্যে উপস্থিত হ'তে পারে। আমি সর্ব্বজ্ঞ, আমি সর্ববিদ্। আমার এই জগদ্ব্যাপী মহিমা, আমিই জ্যোতির্ম্ময় হৃদয়পদ্মমধ্যস্থ আকাশে আত্মারূপে অবস্থান করি। হৃদয়াকাশে থাকি ব'লে মন উপাধিক প্রাণ ও সূক্ষ্মশরীরের নেতা এবং বুদ্ধিকে হৃদয়পদ্মে স্থাপনকারী আত্মা শরীরে অবস্থিত আছি ব'লে প্রতিভাত হই। আনন্দস্বরূপ ও অমৃত স্বরূপ যে আত্মতত্ত্ব বিশেষরূপে আপনাতেই প্রকাশ পান, সেই আত্মতত্ত্ব আমাকে বিবেকীগণ বিশেষজ্ঞানের দ্বারা পরিপূর্ণভাবে দর্শন করেন। কারণ-

রূপে শ্রেষ্ঠ কার্য্যরূপে নিকৃষ্ট সেই পরমাত্মা আমাকে দেখ্‌লে হৃদয়ের গ্রন্থি বুদ্ধিতে আশ্রিত কামনা সকল বিনষ্ট হয়, আর কর্ম্মফলসমুদয় ক্ষয় হ'য়ে যায়। জ্যোতির্ম্ময় কোশতুল্য হৃদয়পদ্মে রজঃশূন্য অবিদ্যাদিদোষবিবর্জ্জিত নিষ্কল অবয়ববিহীন আমি অবস্থান করি। আমি শুদ্ধ তেজোময় অগ্নি প্রভৃতির অবভাসক আত্মজ্ঞানীগণই আমাকে দেখ্‌তে পান। সূর্য্য আমাকে প্রকাশ কর্‌তে পারেনা, চন্দ্র এবং নক্ষত্র সকলও প্রকাশ ক'র্‌তে সমর্থ হয় না, এই অগ্নি আর কিরূপে প্রকাশ কর্‌বে! আমি জাজ্বল্যমান ব'লেই আমার অনুযায়ী সম্পূর্ণ জগৎ দীপ্তি বিশিষ্ট হয়, আমার প্রভায় এ সকল বিশেষ প্রকাশ পায়। সুমুখে অবস্থিত এই সমস্ত অমৃতস্বরূপ ব্রহ্ম, আমি পশ্চাদ্‌ভাগে, আমি দক্ষিণে ও উত্তরে; আমি অধঃ এবং ঊর্দ্ধদিকে, আমি এই বিশ্ব, এই শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্ম,—এ জ্ঞান লাভ যার দ্বারা হয়, সেই ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

নামনীড়
ওঙ্কারেশ্বর
১০।৪।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্মের গ্লানি অধর্ম্মের
হ'লে অভ্যুত্থান, আমারে সৃজন
করি—আমি আপন মায়ায়।

জীবদেহে আত্মা পরমাত্মারূপে আমি বাস করি, জীবরূপে কর্ম্মফল ভোগ করি আর পুরুষোত্তমরূপে আমি কেবল মাত্র দেখি; দীনতা প্রাপ্ত জীব যখন সজ্জনসেবিত আমাকে দেখে তখন শোক হ'তে মুক্ত হয়, যখন আমার প্রিয়তম ভক্ত সুবর্ণের ন্যায় স্বয়ং জ্যোতি নিখিলজগতের সনাতন কর্ত্তা পরিপূর্ণস্বরূপ পুরুষোত্তম জগতের পরমকারণ আমাকে দর্শন করে, তখন সেই ভক্ত একেবারে পুণ্য-পাপশূন্য ক্লেশবিহীন হ'য়ে অনুপম নিরতিশয় সমতা প্রাপ্ত হয়ে থাকে। আমি সকলের প্রাণের প্রাণ, অমিই ভূতে বিবিধরূপে বিরাজ ক'রি, আমাকে যে ভক্ত জানেন, তিনি অতিবাদী হননা অর্থাৎ আমি সব জেনে কাউকে অতিক্রম ক'রে কিছু বলেন না; তিনি আত্মক্রীড় আপনাতেই ক্রীড়ারত। আত্মরতি ও ক্রিয়াবান্ লীলাচিন্তা নিপুণ হন, তিনি ভাগবতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, মহাভাগবত। ক্ষীণদোষ শুদ্ধচিত্ত যতিগণ যে আমাকে দেখেন, সেই জ্যোতির্ম্ময় শুদ্ধ আমাকে নিরন্তর সত্য তপস্যা ইন্দ্রিয় ও মনের একাগ্রতা সম্যগ্‌জ্ঞান উত্তমরূপ আত্মজ্ঞান ও অখণ্ডব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা অন্তরের অন্তঃস্থলে লাভ করেন। সত্যেরই জয় হয়, কখনও মিথ্যার জয় হ'তে পারেনা। যেখানে সত্যরূপসাধনের দ্বারা যাঁকে লাভ করা যায়, সেই পরম অনুত্তম প্রেমপারাবার আমি যেখানে থাকি, ঋষিগণ যে পথে গমণ ক'রে আমায় প্রাপ্ত হন, সেই দেবযান পথও সত্যের দ্বারা বিস্তৃত। আমি মহতো

মহীয়ান্ স্বয়ং প্রকাশ অচিন্তনীয়স্বরূপ ও সূক্ষ্ম হ'তে অতিশয় সূক্ষ্মতর, আমি অজ্ঞানীর নিকট দূর হ'তে অতিদূরে এবং জ্ঞানীর কাছে অতিসমীপে এই—শরীরেই প্রকাশিত হ'য়ে থাকি। আমি প্রাণীগণের হৃদয় গুহাভেই অবস্থান করি। আমাকে কেহ চক্ষুর দ্বারা গ্রহণ ক'র্‌তে পারে না, বাক্যের দ্বারাও গ্রহণে সমর্থ হয় না, অন্যান্য ইন্দ্রিয়বৃন্দের সহায়েও নিতে পারে না। তপস্যা বা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের দ্বারাও আমি গ্রাহ্য হই না। জ্ঞানপ্রসাদে অর্থাৎ বুদ্ধির নির্ম্মলতায় বিশুদ্ধ সত্ত্ব ভক্ত, অনুক্ষণ আমাকে ধ্যান করত নিষ্কল আমাকে দর্শন করেন। চিত্ত বিশুদ্ধ হ'লে, আমি বিশেষরূপে আপনাকে প্রকাশ করি, যে দেহে প্রাণ, প্রাণ-অপান-সমান-ব্যান-উদান এই পাঁচ প্রকারে প্রবিষ্ট হ'য়ে দেহকে ধরে আছে, যাতে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সমস্ত চিত্ত, ওতপ্রোত ভাবে বিরাজিত, সেই শরীররূপ আমার পুরে বিশুদ্ধ চিত্তের দ্বারা অনু হ'তে অনীয়ান্ আমাকে জান্‌তে হয়। আমাতে সম্পূর্ণ জগৎ নিহিত—ন্যস্ত রয়েছে, আমি আমার সুবিমল জ্যোতিতে প্রকাশ পেয়ে থাকি। যে আত্মজ্ঞানী পুরুষ পরম ও চরম আশ্রয় আমাকে জানেন, নিষ্কাম ধীমান্ পুরুষ সকল পরমভাগবত আমার ভক্তগণের সেবা করত আর দেহ ধারণ করেন না। আমি সেই ভক্তসেবা ও আমার সেবাধর্ম্ম শিক্ষারূপ ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে আবির্ভূত হই।

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

নামনীড়

ওঙ্কারমঠ

১১।৪।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি অধর্ম্মের নিরতিশয় বৃদ্ধি হয়, তখন তখন আমি আমাকে সৃজন করি।

অনেক শাস্ত্রের অভ্যাসের দ্বারা কেহ আমাকে লাভ ক'র্তে পারে না, মেধা গ্রন্থার্থ শক্তি ধারণের দ্বারাও পায় না, বহু শ্রবণের দ্বারাও পেতে পারে না, যাঁর প্রতি আমি অনুগ্রহ করি, তিনিই আমাকে লাভ করেন, তাঁর কাছেই আমার রূপ প্রকাশিত করি। আমি মিথ্যাজ্ঞানে অভিভূত ব্যক্তির লভ্য নই, আমি আত্মনিষ্ঠায় অমনোযোগী সন্ন্যাসরহিত জ্ঞানীরও প্রাপ্তব্য নই; যিনি বল অপ্রমাদ সন্ন্যাস ও জ্ঞানসহায়ে যত্ন করেন, তাঁর আত্মা আমাতে প্রবিষ্ট হয়। আমাকে উত্তমরূপে বিদিত হ'য়ে সত্য সাক্ষাৎকারী ঋষিগণ জ্ঞান মাত্রে তৃপ্ত ও পরমাত্মপদে প্রতিষ্ঠিত অনুরাগবিহীন প্রশান্ত হ'য়ে সেই ধীর নিত্য সমাহিত ভাগবতগণ ইহলোকে সর্ব্বগত বাসুদেব আমাকে সকল স্থানে পেয়ে শরীর ত্যাগের সময় সর্ব্বস্বরূপ আমাতেই প্রবিষ্ট হন। যেমন প্রবহমানা নদীসমূহ নামরূপ পরিত্যাগ ক'রে সমুদ্রের সহিত একীভূত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিও নামরূপ হ'তে বিমুক্ত হ'য়ে পরাৎপর স্বপ্রকাশ পুরুষোত্তম আমাকে প্রাপ্ত হয়। যে কোন ব্যক্তি পরমব্রহ্ম আমাকে বিদিত হন—তিনি ব্রহ্মই হন; তাঁর কুলে অব্রহ্মবিৎ কেহ হয় না, তিনি শোক হ'তে উত্তীর্ণ হন, তিনি পাপ অতিক্রম করেন, হৃদয়স্থিত অবিদ্যা-গ্রন্থি সকল হ'তে বিশেষরূপে মুক্ত হ'য়ে অমৃত হন। মানুষ দেহ ধারণ করে আমাকে পাবার জন্য, যতদিন না আমাকে প্রাপ্ত হয়, ততদিন তার যাতায়াত নিবৃত্তি হয় না, আমিই সকল সাজে সেজে লীলা ক'র্‌ছি, আমি ভিন্ন জগতে দ্বিতীয় বস্তু আর কিছু নাই। আমি সাগর, আমাতে জগদ্রূপ তরঙ্গ সকল উঠে খেলা করে, আবার বিলীন হয়। আদি অন্তে ও মধ্যে একমাত্র আমিই আছি। যতদিন পর্য্যন্ত মানুষ আমার অদ্বৈতজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হ'তে না পারে, ততদিন যে পরমপুরুষ আমাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে

না। আমাকে পাবার উপায় তপস্যা, তপস্যা দ্বারা পাপ সকল দূরীভূত হ'লে সত্ত্বগুণ লাভ হয়, সত্ত্বগুণ লাভ হ'লে সঙ্কল্প-বিকল্পকারী চঞ্চল মনকে স্থির-শান্ত-মনরূপে প্রাপ্ত হয়, সেই শুদ্ধ মনের দ্বারা আমাকে পায়, আমাকে পাবার পর আর কিছু পাবার থাকে না। যে ব্যক্তি শাস্ত্রে আমাকে পাবার উপায় যা ব'লেছি সেরূপ অবলম্বন করে, আমি তার প্রতি প্রসন্ন হ'য়ে তাকে দর্শন দান করি, তার সমস্ত বাসনা পূর্ণ করত বাসনাবিহীন ক'রে থাকি, তার বাসনাশূন্য অন্তঃকরণ আমার চিরনিবাসের স্থান হয়। যিনি আমার নিমিত্ত লৌকিক বৈদিক সমস্তকর্ম্মের আচরণ করেন, আমি যাঁর পরম আশ্রয়, নিয়ত আমার ভজনশীল সেবাপরায়ণ সমস্ত লৌকিক পদার্থে আসক্তি বিরহিত, সর্ব্বভূতে বৈরতাবর্জ্জিত কোন প্রাণীর সহিত শত্রুতা করেন না, তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন। আমাকে পাবার উপায় আমার জন্য সমস্ত কর্ম্মানুষ্ঠান। একমাত্র আমাকে অনন্যভাবে আশ্রয়, আমাকে ভক্তি করা, সঙ্গত্যাগ ও সর্ব্বভূতে শত্রুতাবর্জ্জন—এই পরমধর্ম্ম স্থাপনের জন্য যুগে যুগে আমি দেহ ধারণ ক'রে থাকি।

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

নামনীড়
ওঙ্কারমঠ
১৩।৪।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

মা!

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত!
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

হে ভারত! যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের নিরতিশয় বৃদ্ধি হয়, তখন তখন আমি আমার শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে আশ্রয় ক'রে আত্মমায়ায় আমাকে সৃজন করি।

আমি এই সমস্ত, আমার নাম ওঙ্কার, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান সব ওঙ্কার, ত্রিকালের অতীত অন্য যা কিছু সব ওঙ্কার। যা কিছু সব ব্রহ্ম, ব্রহ্ম আমি, আত্মা আমি। আমি নিখিল বেদের প্রধান ওঙ্কার। শব্দব্রহ্ম ওঙ্কার আমি সমস্ত শব্দে ব্যাপ্ত, আমি অমৃত স্বরূপ, আমি বেদের সাররূপে প্রাদুর্ভূত হ'য়েছি। আমি ওঙ্কারস্বরূপ পুরুষোত্তম, আমি প্রজ্ঞাদ্বারা সকলকে তৃপ্ত করি। আমি ভক্তকে অমরত্বের হেতু ব্রহ্মজ্ঞানের আধার করি, আমি সেবকের শরীর আমাকে ধারণ কর্‌বার উপযুক্ত করি। রসনাকে মধুর-ভাষিণী ক'রে দিই, শ্রবণযুগলে আমি আমার বহু পাবনী কথা শোনাই, আমি অপরব্রহ্ম প্রণবরূপে পরব্রহ্ম আমার কোশ, আমি সাধারণত লৌকিক প্রজ্ঞার দ্বারা আবৃত থাকি, আমি শরণাগতের শ্রবণলব্ধ জ্ঞান রক্ষা করি। আমি সকলের শান্তিময় বিশ্রামনিলয়, আমি শরণাগতের নিকট পূর্ণরূপে প্রতিভাত হই, আমি আমার প্রেমী ভক্তকে আমি-ময় করে নিই। ওম্ আমি, ব্রহ্ম ওম্; আমি যা কিছু সব; আমি ওঙ্কার। যিনি আমাকে জানেন, তিনি পরব্রহ্ম আমাকে প্রাপ্ত হন। আমি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, পরব্রহ্ম আমি; আমি পরম ব্যোমে অন্তরস্থ হৃদয়াকাশে বুদ্ধিরূপ গুহায় অবস্থান করি; আমাকে যিনি দর্শন করেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মরূপে কাম্যবস্তু সকল যুগপৎ উপভোগ করেন। আমা হ'তে আকাশ উৎপন্ন হয়, আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু হ'তে অগ্নি, আগুন থেকে জল, জল থেকে পৃথিবী, তা থেকে

ওষধি সকল, ওষধিসমুদয় হ'তে অন্ন এবং অন্ন হ'তে পুরুষ সমুৎপন্ন হয়। যে মনোময় আমাকে বিষয় ক'র্‌তে না পেরে মনের সহিত বাক্যসকল নিবৃত্ত হয়, সেই ব্রহ্মানন্দকে জান্‌লে কখনও কেহ ভীত হয় না। আমি কামনা করে ছিলাম 'বহু হব জন্মাব', আমি সৃজ্যমান জগতে সৃষ্টির বিষয়ে আলোচনা করি, আমি জ্ঞান আলোচনারূপে তপস্যা ক'রে এই সমস্ত যা কিছু সৃষ্টি করি, তারপর সকলের মধ্যে অনুপ্রবেশ ক'রেছিলাম। সত্যস্বরূপ কারণ আমি কার্য্য মধ্যে প্রবেশ ক'রে, মূর্ত্ত স্থূল, অমূর্ত্ত সূক্ষ্ম, পরিচ্ছিন্ন, অপরিচ্ছিন্ন, আশ্রয়, অনাশ্রয়, বিজ্ঞান, চেতন, অচেতন, সত্য ও মিথ্যা এই যা কিছু সে সমুদয় হই ; এই জন্য ব্রহ্মজ্ঞগণ আমাকে সত্য বলেন, আমি রসস্বরূপ, জীব এই রসময় আমাকে প্রাপ্ত হ'য়ে আনন্দী হয়। যদি আকাশে হৃদয়-গুহারূপ পরমব্যোমে এই আনন্দ না থাক্‌তো, কে প্রাণক্রিয়া ক'র্‌তো ? আমি আছি ব'লেই আনন্দিত ক'রে থাকি। যখনই ভক্ত এই অদৃশ্য, অশরীর, অকথনীয়, অনিলয়, অনাধার আমাতে অভয় ভীতিবিহীনরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, সেই সময় সেই ভক্ত অভয় প্রাপ্ত হয় ; আমার থাকার প্রমাণ, যখনই অবিদ্বান্‌ আমাতে অল্পমাত্রও অন্তর ভেদ দেখে তখনই তার ভয় হয়, আমি অভয়, কিন্তু দ্বৈতদর্শনকারীর ভয়ের কারণ হই। আমার ভয়ে পবন প্রবাহিত হয়, আমার ভয়ে সূর্য্য উদিত হয়, আমার ভয়ে অগ্নি ও ইন্দ্র পঞ্চমস্থানীয় যম ধাবিত হয়। আমাকে লাভ কর বার উপায় ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই।

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

নামনীড়
ওঙ্কারেশ্বর
১৪।৪।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

মা !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্মের হানি অধর্ম্মের নিরতিশয় বৃদ্ধি নিবারণের জন্য আমি আমাকে সৃজন করি। আমি ব্রহ্মানন্দ, আমাকে প্রকাশ ক'র্‌তে না পেরে বাক্যসকল মনের সহিত নিবৃত্ত হয়, সেই আমা হ'তে অভিন্ন ব্রহ্মানন্দকে যিনি জানেন, তিনি কোন কিছু হ'তে ভীত হন্ না। আনন্দই আমি, আনন্দ হ'তেই এই ভূতসকল সঞ্জাত হয়—জন্মে বর্দ্ধিত হয় এবং শেষে আনন্দের দিকে গমন্ ক'রেও আনন্দে প্রবেশ করতঃ সম্মিলিত (একীভূত) হ'য়ে যায়। আমাকে যিনি "নমঃ" নম্রতাগুণবিশিষ্টরূপে উপাসনা করেন, তাঁর ভোগ্যসকল অধীন হয়, আমাকে যিনি ব্রহ্ম ব'লে উপাসনা করেন, তিনি পরম মহান্ হন। যে আমি এই পুরুষে সেই আমি সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থান করি।

আমি সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র অদ্বিতীয় আত্মস্বরূপেই ছিলাম। নিমিষাদি ক্রিয়াবান্ আর কিছু ছিলনা, আমি ইচ্ছা ক'র্‌লাম—লোকসকল সৃজন ক'র্‌বো, আমি লোকসকল সৃষ্টি ক'র্‌লাম, আমি দ্যুলোকের ঊর্দ্ধে অম্ভোলোক, অন্তরীক্ষ, মরীচিলোক, মরলোক, পৃথিবী ও পৃথিবীর অধোভাগে আপলোক সৃজন ক'র্‌লাম। তারপর লোকপালসমূহ সৃজন ক'রেছিলাম। লোকপাল সৃজনের পর আমি মস্তকের সীমা বিদীর্ণ ক'রে ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারে প্রবেশ করত দেহেন্দ্রিয় সঙ্ঘাতকে সঞ্জীবিত ও রক্ষা করি। এই ব্রহ্মরন্ধ্রদ্বারের নাম বিদৃতি, এটি ব্রহ্মানন্দ লাভের উপায়; আমি যখন জীব-রূপে লীলা করি, তখন পুরুষের দক্ষিণ চক্ষু, মন ও হৃদয়াকাশ এই তিনটি আমার নিত্য নিবাস স্থান। আমি জীব হ'য়ে 'আমি মানুষ, আমি কাণা, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি চোর, আমি সাধু' ইত্যাদি রূপে দেহাদির সহিত অভেদ অনুভব ক'র্‌লাম, বাক্যে তা ব'ল্‌লাম। তারপর

আমি অবিদ্যার কবলীকৃত হ'য়ে শরীরের অতীত আত্মার কথা জান্‌তে বা ব'ল্‌তে পার্‌লাম না, সব ভুলে গেলাম। তারপর জীবরূপে স্বরূপহারা আমি অন্তরাকাশে অবস্থিত পুরুষোত্তম পরমাত্মাকে পরম মহান্ পরিপূর্ণ জেনে তখন আনন্দিত হ'য়ে বল্লাম, অহো! আমার আত্মস্বরূপকেই দেখ্‌লাম আমি অবিদ্যাগ্রস্ত জীব নই। দিক্-দেশ-কালাদির দ্বারা অনবচ্ছিন্ন, সর্ব্বব্যাপী, নিরতিশয় মহান্, রসতম, পুরুষোত্তম, পরমাত্মা। আমার নাম "ইন্দ্র", এই নামটি আমার যথার্থ নাম তবুও ব্রহ্মবিদ্‌গণ আমাকে পরোক্ষভাবে ইন্দ্র বলেন। আমি পরোক্ষভাবই ভালবাসি। আমি আত্মা, আমার দ্বারা লোক রূপ দর্শন করে, শব্দ শ্রবণ, গন্ধ আঘ্রাণ, নামাদির প্রকাশ ও স্বাদু, আস্বাদান ক'রে থাকে। আমি হৃদয়, মন ও চক্ষুরাদি ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিভক্ত হ'য়ে বহুরূপে লীলা করি। আমি সজ্ঞান (চেতনা) আমি প্রভুত্ব, আমি বিজ্ঞান, নৃত্যাদি চতুঃষষ্টি বিষয়কজ্ঞান, আমি প্রজ্ঞান, প্রতিভা, আমি মেধা, আমি দৃষ্টি, আমি ধৈর্য্য, আমি মতি (মনন), আমি মনীষা (মনন বিষয়ে স্বতন্ত্রতা), আমি রোগাদি জনিত মানস দুঃখ, আমি স্মৃতি, আমি সঙ্কল্প, শুক্ল-কৃষ্ণরূপে রূপাদির কল্পনা, আমি অধ্যবসায়, আমি প্রাণাদি বৃত্তি, কাম (বিষয়তৃষ্ণা), মনোরম বস্তুর স্পর্শ কামনা, এ সমস্ত প্রজ্ঞান স্বরূপ আমার নাম। যখন জীব স্বরূপভুলে হাহাকার করে, তখন স্বরূপ লাভের উপায় ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে আবির্ভূত হই।

উৎপন্ন হ'য়েছে। পরমাকাশরূপ ব্রহ্ম আমাতে ঋগাদি দেব ও সুরমণ্ডলী সমাশ্রিত। বেদ সকল, যজ্ঞ, ক্রতু, ব্রত, ভূত ভবিষ্যৎ যা কিছু সব আমা হ'তে উৎপন্ন হ'য়েছে, আমি মায়ায় দ্বারা বহুরূপ ধারণ ক'রে বিরাজ ক'র্‌ছি। প্রকাশময় বিশ্বসৃষ্টিকারী সর্ব্বব্যাপী আমি জীবগণের হৃদয়াকাশে গূঢ় ভাবে অবস্থান করি; আমি ঈশ্বরগণের পরম মহেশ্বর, আমি দেবগণেরও পরম দেবতা, আমি প্রজাপতিগণেরও নিয়ন্তা, আমি শ্রেষ্ঠ অক্ষর হ'তেও ভুবনের পরম ঈশ্বর, আমাকে জান্‌লে মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে। আমি একমাত্র আছি, আমি বহুরূপে লীলা ক'র্‌ছি। আমাকে যে একান্ত ভাবে আশ্রয় ক'রে—আমি তা'কে সর্ব্ব পাপ হ'তে মুক্ত করি।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

মাভৈঃ! মাভৈঃ!! মাভৈঃ!!!

১৫।৪।৬৬
ওঙ্কার মঠ
ওঙ্কারেশ্বর

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার